সুরঙ্গিণী

—কাব্য গ্রন্থ—

উমা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

গৌরী সম্বন্ধে কালিদাসের একটি উপমা অবিস্মরণীয়—

"পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।"

কেমন তিনি? না—

"গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলভারে অবনম্রা পল্লবিনী
গতিহীনা লতা হ'ল চলমানা সুষমা-সঞ্চারিণী।"

পল্লবের ধ্বনি দ্বিবিধ: হাল্‌কা হাওয়ায় সে আনে মর্মর, দম্‌কা হাওয়ায় সে দেয় ঝংকার। উমা দেবীর কবিতার মধ্যে প্রধানত এই দুটি সুরই আমার কানে বেজেছিল: তাঁর ফুলসমৃদ্ধি, কিনা অনুভবের ঐশ্বর্য আর গতিশীলতা, কিনা জীবনের আঘাতে সাড়া দেওয়ার বৈচিত্র্য—কখনো ঝংকার, কখনো বা মর্মর। ঐশ্বর্যে জাগে বিস্ময়, গতিতে হিল্লোল। প্রাণে জাগে প্রাণ, বেদনায় গান।

উমা দেবীর কবিতাকে তাঁর প্রাণশক্তি করেছে সরস, বেদনা দিয়েছে ব্যাপকতা। তাই কবিতাগুলির নাম "সঞ্চারিণী"।

শিবকে যোগভ্রষ্ট করাতে হবে গৌরীকে দিয়ে, তাই কালিদাসের ঐ কুমারসম্ভবেই আর একস্থলে ইন্দ্র মদনকে উস্কে দিচ্ছেন শিবকে পঞ্চশরে বিঁধতে। কিন্তু কাজটি তো সহজ নয়—স্বয়ং রুদ্রদেবের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটানো, বিপদ সমূহ! সুতরাং দেবরাজ পাঠাচ্ছেন মন্মথকে অনেক তুতিয়ে-পাতিয়ে—

"তস্মিন্ সুরাণাং বিজয়াভ্যুপায়ে
তবৈব নামাস্ত্রগতিঃ কৃতী ত্বম্।
অপ্যপ্রসিদ্ধং যশসে হি পুংসা-
মনন্যসাধারণমেব কর্ম॥" অর্থাৎ—

দেবতা জিনিল দানবেরে যার বরে,
তাঁর দেহে বাণ হানিবে তুমি মদন।
তারি নাম—কৃতী, প্রথম যে জন করে,
সামান্ত কাজো অনন্তসাধারণ।

এখানে অবশ্য উহ্য রয়েছে—

মহেশের মনোহরণ সহজ নয়,
দুরূহ সাধনে সাহসের পরিচয়।

প্রসঙ্গটি অবান্তর নয়। প্রেমের বাস্তবতার আখড়ায় রূপগুণের শরজালে গড়পড়তা প্রেমিককে অভিভূত করার মধ্যে এমন কিছু অনন্তসাধারণ কৃতিত্ব নেই—যেহেতু সেখানে পঞ্চশরের লক্ষ্যবেধ-কার্যে সহায় স্বয়ং প্রকৃতি। কৃতিত্বকে তলব করতে হয় প্রেমকাব্যের সেই চারণচারিণীদেরকে, যাঁরা তাঁদের ছন্দ ও ভাবের ফাঁদে কাব্যরসিকের হৃদয়হরণ করেন। অলডাস্ হাক্সলি তাঁর "টেক্‌স্ট অ্যাণ্ড প্রিটেক্‌স্ট" বইটিতে লিখেছেন একটি লাখ কথার এক কথা—"A talent for literary expression is rare, rarer, surely—than a talent for love." বলে উদাহরণ দিচ্ছেন—যক্ষ্মাগ্রস্তদের মধ্যে অনেকে প্রিয়াকে সাংঘাতিক ভালবেসেছেন এ খুবই সম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, খুব কম যক্ষ্মাগ্রস্তই তেমন প্রেমপত্র লিখতে পারতেন যেমন লিখেছিলেন প্রেমার্ত কীট্‌স্ তাঁর বল্লভা ফ্যানিকে। প্রেমকাব্যের বেলায় এ কথা আরো জোর ক'রে বলা যায় এইজন্তে যে, যে চিত্তবৃত্তির নাম-গুণগানে ছোট বড় মাঝারি এই তিন শ্রেণীর কবিই আবহমান কাল মুখর হ'য়ে এসেছেন, তাকে নিয়ে এমন কোনো বিচিত্র শরক্ষেপ করা সহজ নয় যা লক্ষ্যভেদ করে—কিনা মনে দাগ কাটে নতুন ক'রে। উমারই একটি কবিতায় আছে—

"পৃথিবীর অণুগুলি হয়েছে পুরাণো
এমন কাহার সাধ্য কে দিবে নূতন?"

বটেই তো—কিন্তু ঠিক সেই জন্তেই এ দায় পড়্‌ল প্রতিভার স্কন্ধে।

"সনাতনের" মধ্যেও কেবল সেই যে দিতে পারে "পুনর্নবের" সন্ধান। না দিলেও নয়। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন—মানুষের মন বিচিত্র, নতুনকে নিয়ে সে পারে না ঘর করতে অথচ আবার তাকে না হলেও চলে না—ঘর ভরলেও মন ভরে না।

কবিতায় এই অভিনবত্ব আনার পথে একটি প্রধান অন্তরায় আমার মনে হয়—ছন্দসিদ্ধির অভাব। এখানে আমি বলছি না বিশুদ্ধ নিখুঁৎ ছন্দের বহিবেশের কথা—যাকে বলে metre : সে সাজসজ্জা সরঞ্জাম অনেক কবিরই আছে। আমি বলছি ছন্দের সেই গভীরতর সিদ্ধির কথা যার নাম rhythm—যার সম্বন্ধে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বলেছেন তাঁর LETTER TO A YOUNG POET—এ যে আধুনিকদের অনেকের মুখেই শোনা যায় এই কান্না যে, কবির সঙ্গে বর্তমান যুগের নেই কোন শুভদৃষ্টি যোগাযোগ। শুনে মনস্বিনী বলছেন উত্ত্যক্ত হ'য়ে—"But surely that is nonsense"—কেন না বর্তমান যুগের গদ্যময়তার হাজারো উপাদান থতিয়ে বাহ্য, অবান্তর, সে সবে আমাদের ভিতরটায় নাড়া দেয়-নি—আমাদের ছন্দবোধকে করে-নি নষ্ট—"They did not go nearly deep enough to destroy that most profound and primitive of instincts : the instinct of rhythm."

উমা দেবী তাঁর প্রতিভার সহজবোধের আলোয় বুঝতে পেরেছিলেন এ কথাটি। তাই তিনি হাত পেতেছিলেন গদ্যছন্দ জাতীয় শিথিল অপটু কারিগরের কাছে নয়, নির্ভেজাল ছন্দের কাছে। ছন্দের বহিবেশ-প্রসাধনের কাছে নয় অবশ্য—ছন্দের যে দোলায় আমাদের প্রাণের মূল শিকড় ওঠে টন্‌টনিয়ে, সেই গুরুর কাছেই নিয়েছিলেন মন্ত্র। তাঁর ছন্দ শুধু যে নিখুঁৎ ও সচল তাই নয়—তাঁর বাণী কল্লোলময়ী, অথচ বিচিত্রা—তাই হাস্য চটুল এমন কি মৃদু ব্যঙ্গেও তাঁর নেই অরুচি। কিন্তু যা বলছিলাম—

কথা উঠেছিল প্রেমের কবিতায় লক্ষ্যবেধ কঠিন হ'য়ে ওঠা নিয়ে। লক্ষ্যসিদ্ধি যে কঠিন হ'য়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। প্রেমের অতিকর্ষিত মনের জমিতে উপমা, হা-হুতাশ এমন কি অনবদ্য সুরুচিসিদ্ধ বীজ প্রাণপণে বুনলেও

পর্যায়পুষ্প তো দূরের কথা একটি ঘাসের ফুলেরো দেখা মিল্‌বে কিনা সন্দেহ। তাই তো উমা দেবীর প্রেমের কবিতা প'ড়ে ইন্দ্রের উক্ত উক্তিটুকু ঈষৎ বদলে লিখতে ইচ্ছা হয়—

প্রেমের কবিতা লেখা তো সহজ নয়
দুরূহ সাধনে প্রতিভার পরিচয়।

উমা দেবীর কবিতা সম্বন্ধে "প্রতিভা" কথাটি উচ্চারণ করতে গলায় বেধে যায় না, হাতে রেখে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, এমন কি লোকে নেবে কি নেবে না মনে ও চিন্তারো উদয় হয় না। অন্তত আমার—বা যাঁদের কাছে আমি "সঞ্চারিণী"র পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছি তাঁদের—মনে তো হয়-নি।

হয়-নি কেন—এ প্রশ্ন করলে জবাব খুঁজতে বেগ পেতে হবে না। তাঁর কাব্যের প্রসাদগুণ, স্বকীয়তা, স্বতঃস্ফূর্তি প্রভৃতি নানা কাব্যগুণের কথা বলা ও প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এ মামুলি সুরে সমালোচনা আমি করতে চাই না—আরো এই কারণে যে, কোনো গ্রন্থের ভূমিকা-লেখকের স্বধর্ম সমালোচনা নয়,—তাঁর স্বধর্ম হ'ল: মুখ্যত, গ্রন্থের ও গৌণত গ্রন্থকারের পরিচয় দেওয়া—বিশেষ ক'রে তাঁর মূল ভাবধারার সাধনা-সিদ্ধির দিকে পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি তাই বলব—যথাসম্ভব সংক্ষেপেই—তাঁর কবিতা কী কী কারণে আমাকে, তথা আমার নানা কাব্যরসিক বন্ধুবান্ধবীকে মুগ্ধ করেছে।

মোটামুটি তাঁর তিনটি সিদ্ধির গুণে—আমার মতে।

প্রথম—ছন্দে তাঁর বলিষ্ঠতার কৃতিত্ব।

দ্বিতীয়—ঘরোয়া অনুভবের কুঁড়ি দিয়ে ছন্দডোরে কবিতার মালা গেঁথে প্রাণের বাতাসে সে মালাকে জীবন্ত ক'রে তোলা।

তৃতীয়—তুচ্ছতম মনোভাবও যে তুচ্ছ নয় এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

আজ আমি উমা দেবীর কবিতায় এই তিনটি গুণ সম্বন্ধে আমার যা মনে হয়েছে বল্‌তে চেষ্টা করব—বিশেষ ক'রে নিজের উপলব্ধ আনন্দের আলোতে বুঝতে চেষ্টা ক'রে: শুধু এই জন্যেই নয় যে আনন্দের নির্দেশ দিলে সাধারণ

পাঠকের রসবোধ জাগানো একটু সহজ হ'য়ে ওঠে, এ জন্তেও বটে যে ভূমিকা লেখকের সব আগে করণীয় কাজ এইটিই।

পয়লা নম্বর : . ছন্দে বলিষ্ঠতা বলতে আমি শুধু তাঁর ঋজু, অনাড়ষ্ট গতিই বুঝছি না। বলিষ্ঠতা বলতে আমি প্রাণের সেই শক্তিটিকেই লক্ষ্য করছি যাকে অবলম্বন ক'রে ছন্দ সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, নেতিয়ে না প'ড়ে। কেবল নারী কবিদের রচনায়ই যে এই দার্ঢ্যের অভাব দেখা যায় এমন ইঙ্গিত করছি না, কারণ প্রাণের এই ওজঃশক্তি পুরুষ কবিদের মধ্যেও বিরল। বস্তুত কবির কাব্যবিচারে সে পুরুষ না নারী এ প্রশ্নটাই বাহ্য, তাই নারী কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান খুবই উচ্চে এ জাতীয় প্রশংসা করলে উমা দেবীর বক্রস্তুতিই করা হবে। কারণ কবিত্ব রসোত্তীর্ণ হয় যোনিসিদ্ধ হ'য়ে নয়, আত্মসিদ্ধ হ'য়ে তবেই! দুটি উদাহরণ দিলে হয়ত কথাটা পরিষ্কার হবে। "ঝংকার" পর্বের "যে প্রেম বিয়োগখিন্ন" ও "আর নয় অশ্রুপাত" এই দুটি কবিতা পড়লে বোধ করি কোনো পাঠকেরই মনে এ প্রশ্নই উঠবে না যে, লেখক ছেলে না মেয়ে। আর উঠবে না এই জন্তেই যে এখানে কবির হৃদয় উত্তীর্ণ হয়েছে সেই প্রেরণালোকে যেখানে নরনারীর ভেদবুদ্ধি হয়েছে লুপ্ত—দীপ্যমান রয়েছে শুধু মানবচেতনার গগনচারিণী অভীপ্সা—যার ছোঁয়ায় দৈন্ত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আত্মোপলব্ধিতে, স্বার্থ—ব্যাপ্তিতে, সুখদুঃখ—নির্বিচল আনন্দে। আজিকের বিচারে নিখুঁৎ হ'লে রচনা খাসা পন্ত হ'তে পারে কিন্তু পারে না এই ধরণের ছন্দকাব্যের রূপপরিগ্রহ ক'রে অন্তরের অন্তর্গূঢ় আলোর প্রতিভূ হ'য়ে দাঁড়াতে —কল্লোলে, সংহতিতে, গাঢ়বন্ধে। আমি এখানে শুধু এই দুটি কবিতার দৃষ্টান্ত দিলাম ছন্দের বলিষ্ঠতার স্বধর্ম কী জানাতে। সঞ্চারিণীতে শেষের দিকে আরো অনেক সুপরিণত কবিতাতেই উমা দেবীর ছন্দের এই উদার ওজঃশক্তি চেতনাকে তোলে সচকিত ক'রে, ঘুমিয়ে পড়া মনকে তোলে জাগিয়ে, যখন সে বলে উমা দেবীরই ভাষায়—

> "মহৎ প্রেমাগ্নিস্পর্শে ব্যাপ্ত হই বাষ্পের মতন·········
> পার্থিব ধূলার মাঝে ঝল্‌কায় স্বর্গীয় রতন।"

দোসরা নম্বর: উমা দেবীর নানা কবিতা পড়তে পড়তেই মনে শুধু যে আনন্দ কৌতূহল জাগে তাই নয়—দৈনন্দিন ভাবগুলিকে সাজিয়ে তিনি এত সহজে মালার পর মালা গাঁথেন যে শুধু মুগ্ধ নয়, বিস্মিত হ'তে হয়, আবিষ্ট হ'তে হয় তাঁর বিধাতৃদত্ত প্রতিভা দেখে। ৺উমা বসুর কণ্ঠস্বর শুনে আমার মনে এমনি বিস্ময় ও আবেশ জাগত—মনে হ'ত এ কণ্ঠের উৎকর্ষ সম্ভব কিন্তু সৃষ্টি অসম্ভব, যেহেতু এ বস্তু জন্মগত। উমা দেবীর কবিতার মধ্যে ছত্রে ছত্রে ঠিক এই জাতীয় স্বভাবপটুতার নিদর্শন মেলে। বহু উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, একটি দিয়েই ক্ষান্ত হব—তাঁর "দ্বিধা" কবিতাটি—

"মুছে যেতে পারে ছবিগুলি
রঙের ছাপ তবু থাকেই,
আপন ব'লে ভাবি যাকেই
সোনা হয় তারি পদধূলি,
মুছে যায় সব ছবিগুলি।"

কিংবা ধরা যাক, সিঁড়িতে নায়ক নায়িকার ক্ষণস্পর্শের ফলে সিঁড়ির হ'য়ে ওঠা "রাজস্থান", বা চিঠি পেয়েও মেয়ের খাম না খোলা, খুলবে কেন—"কিছুই যাতে নেই"? সঞ্চারিণীর বহু কবিতায়ই সক্রিয় রয়েছে তাঁর এই আশ্চর্য রসায়ন—alchemy—যার ছোঁওয়ায় নগণ্য হ'য়ে ওঠে ধন্য, শুধু প্রকাশের প্রতিভায়।

"দ্বিধা" কবিতাটিতে প্রসঙ্গত উল্লেখ করি ছন্দের একটু নূতনত্ব আঙ্গিকের দিক থেকে। এর প্রতি স্তবকের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম চরণ ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। এ রকম দুটি ছন্দ মিশেছে সুন্দর হ'য়ে তাঁর আর একটি কবিতায় মর্মর বিভাগে যেখানে একই চরণের পূর্বার্ধ ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত, উত্তরার্ধ চার মাত্রার স্বরবৃত্তে। যথা—

কেলিকুঞ্জের শূন্য ছায়ায় কাঁদে হংসপদী
চন্দ্রাপীড়ের দৌত্য বাঁধন বাঁধা পত্রলেখা"

এখানে প্রথম দুটি ও শেষের দুটি পর্বের ছন্দ এক জাতের নয়।

"সঞ্চারিণীর" ছন্দ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা চলত, কিন্তু বলেছি—ভূমিকা তার স্থান নয়। তবু উল্লেখ করা উচিত মনে করছি যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে উমা দেবী বহু স্থানেই হসন্ত-মধ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেছেন। যেমন তাঁর ২৬.২।৪৬ তারিখের কবিতাটিতে—

"ঘুমাও নির্ভয় মনে ক্ষণিকের এ পান্থশালায়......
'জল্‌বে' চাঁদের মণি আকাশের নীল নিরালায়
'জাগ্‌বে' চোখের তারা দূর ধ্রুব-তারার মতন" ইত্যাদি।

মনে পড়ে অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ ছিল "শুক্ররাত্রি 'ঢাক্‌ল' মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে," এ ধরণের মৌখিক হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ বাংলা অক্ষরবৃত্তে চালু করা সম্ভব হবে কিনা (ছন্দ—১৫৩ পৃষ্ঠা)। আমার "ছান্দসিকী" পুস্তকে আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলাম যে, এ হবেই হবে। উমা দেবীর কবিতায় আমার শ্রুতির সমর্থন পেয়ে তৃপ্ত হয়েছি ব'লে আরো এ কথার উল্লেখ করলাম।

এ ছাড়াও উমা দেবীর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মাত্রাবৃত্ত ভঙ্গির প্রবর্তন আছে, এমন কি সংস্কৃত শব্দেও। যথা ৭।১১।৪৫ তারিখের কবিতায়—

"রাত্রি" গভীর হ'ল তরল আকাশে—

এ শ্রেণীর ব্যবহার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে উমা দেবীর পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় যথেষ্ট মেলে—যদিও অনেক বলেন এতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিয়ম ভঙ্গ হয়। তর্কের স্থান এ নয়—তাই ছন্দ-বৈয়াকরণিকদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিই যে, সব বস্তুর মতন ছন্দেরও পরিবর্তন আসে, —তার তখন চিরাচরিত প্রথা ভাঙতেও হয়—যদিও ভাঙার কাজে লাগতে পারেন তাঁরাই, যাঁদের আছে গড়ার প্রতিভা। উমা দেবীর আছে এ প্রতিভার স্বাধিকার। সুতরাং—

এবার তেস্‌রা নম্বর ও শেষ কথা: উমা দেবীর গ্রহিষ্ণু ও সজাগ মনের অন্তর্দৃষ্টি—যার প্রসাদে নগণ্যও হয়ে উঠে ধন্য। অকৃতার্থদের মধ্যে কৃতার্থতার

দেখা পায় সেই, যার দৃষ্টি ডুব দিতে শিখেছে। উদাহরণ দিয়ে আর ভূমিকাকে ভারাক্রান্ত করব না, কেবল বলি এ সম্বন্ধে একটি কথা যা আমার প্রায়ই মনে হয়েছে উমা দেবীর কবিতা পড়তে পড়তে।

কথাটা এই যে আমরা বাঁচি অনেকেই না বাঁচার কথা ভাবতেও ভয় পাই ব'লে। দিনের আবর্তন হ'য়ে দাঁড়ায় অধিকাংশ মানুষের কাছেই তো দিনগত পাপক্ষয়। যা দেখি তাতে রস পাই না, যাতে রস পাই তাতেও বেশিক্ষণ মন বসে না, যা করি প্রায় করতে হয় ব'লেই করি, যা মেলে—তাতে যদি বা একটু খুসি হই কিন্তু সে খুসির দাম দিতে পাই ভয়। এক কথায়—মনের তামসিকতা, অনুভবের দৈন্য। এইতো হ'ল গড়পড়তার জীবন।

যাঁরা অসামান্য কেবল তাঁরাই দেখান যে সামান্যের মধ্যেও চাকতে জানলে রসের স্বাদ মেলে। রিক্ততার মধ্যেও প্রকৃতির একটি তাপসী সুষমা আছে—রবীন্দ্রনাথ এ কথা আমার কাছে প্রায়ই বলতেন, বোলপুরের তৃণতরুবিরল পরিবেশে। বড় বড় কবিরা দেখান এই সত্য, তাঁদের অসামান্য অনুভবশক্তির চোখ ফোটানো আলো দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন একটি পত্রে—

"Is not the eye of the artist constantly catching some element of aesthetic value in the plain, the ugly, the sordid, the repellent and triumphantly conveying it through his material : Through the word, through the line and colour, through the sculptured shape ?"

"দৃশ্যতে যা সামান্য, কুরূপ, জঘন্য, বীভৎস তার মধ্যেও কি শিল্পীর দৃষ্টি দেখতে পায় না সুষমার উপাদান—আর দেখায় না কি এই নিগূঢ় মাধুর্যকে তার রঙে, রেখায় কাব্যে, ভাস্কর্যে ?"

(সুন্দরের সীমানা—৭৪ পৃষ্ঠা)

এই দিব্যদৃষ্টি বেশি ফোটে প্রেমেরই আলোয় এ কথা অপ্রতিবাদ্য। প্রেম গভীরতার দিকে যে পরিমাণে ঝোঁকে সেই পরিমাণেই তার দৃষ্টি খোলে। কিন্তু মনে হয় প্রেম যেখানে মধুর রসের অঞ্জন পরে সেখানেই তার মধ্যে এ দৃষ্টি হ'য়ে

ওঠে সব চেয়ে গভীর—আশ্চর্য। তখন সে আঁধারেও দেখে আলো, বিরহেও মিলন—যে কথা বলেছেন বৈষ্ণব কবি তাঁর অবিস্মরণীয় ঋষিদৃষ্টিতে—

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য।
একঃ স এব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

মিলন মধু চেয়ে বিরহ ভালো
মিলনে হেরি ভবে একেলা তারে।
তিন ভুবনে দেখি তাহার আলো
বিরহ-তন্ময় অন্ধকারে।

সমাপ্তি টানবার আগে আর একটি কথা বলব—যদিও জানি কবি সম্প্রদায় এতে প্রসন্ন হবেন না। তবু বলা দরকার—কেন না কথাটা উমা দেবীর কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ করেই প্রাসঙ্গিক।

কথাটা এই যে, শূন্যের মধ্যে পূর্ণের এই যে আভাস পাওয়া, বিরোধের মধ্যেও সৌষম্যের এই যে ইঙ্গিত দেখা, মনের ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়েও এই যে শাশ্বত চেতনার বিকাশের বাণী শোনা · এর মূলে আছে শুধু শিল্পীর সৃজনবৃত্তির জাদু নয়—যার কাজ প্রকাশে। বিখ্যাত সঙ্গীতকার ওয়াগনার বলতেন, জীবনের যেখানে ইতি সেখানে শিল্পের সুরু। এই সুরু করার ভার অবশ্য প্রকাশ-উন্মুখ শিল্পীর, কিন্তু তবু সে ঘটক মাত্র—নির্মাতা নয়। নির্মাণের আদিম প্রেরণা আসে সেখান থেকে, যেখানে সব চঞ্চলতা স্তব্ধ। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—সুরের প্রসূতি নীরবতা, যেমন কর্মের জনক ধ্যান। এ কথা সত্যে বিধৃত বলেই উপলব্ধিতে মেলে এর সমর্থন—যতই ডুব দিই ততই পাই আঁধারেও সেই একই আলো, বিরহে প্রচ্ছন্ন মিলন, বিরোধে সুষমার প্রতিশ্রুতি। আর তখন দিনে দিনে আরো উপলব্ধি করি যে, দৈনন্দিন জীবনে চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি, হাতে যা আসে, স্বাদে যা পাই তার পূর্ণ মূল্য যে দেয় সে শিল্পী নয়, সে—ঋষি ওরফে দ্রষ্টা সাক্ষী অন্তরস্থা। যেখানে ঋষি নাস্তি সেখানে কবিও অজাত। দ্রষ্টা বিনা কোথায় শিল্প? বলতে কি, শিল্পীর সৃজনশক্তি

জাগে তার চেতনার জাগরণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, তাল রেখে। পক্ষান্তরে, এই দ্রষ্টা-চেতনার আভাস মেলে বলেই শিল্পীর এত মাথাব্যথা অকিঞ্চিৎকরের মধ্যেও বিরিঞ্চিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখাবার, নৈলে সে হত স্থাণু, নৈষ্কর্ম্যবাদী। কিন্তু অক্রিয় হ'য়ে সে থাকতে পারে না, অল্পে মজে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, কেন না ভূমা তার মধ্যে জাগরূক—তাকে তামসিকতার মধ্যে ঘুমুতে দেবে না কিছুতেই। তাই না সে চেয়েছে আবহমানকাল বিন্দুর মধ্যেও নিগূঢ় সিন্ধুকে প্রকাশ করতে। উমা দেবীর নানা কবিতায় রকমারি তুচ্ছ ঘটনার চিত্রণে পরিচয় পাই তাঁর এই দ্রষ্টার দৃষ্টি, যে চেয়েছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভাব থেকেও রসের প্রাপ্য নির্যাস আদায় ক'রে নিতে—আর এ দুঃসাধ্য সাধন সে করতে পেরেছে এই জন্তেই যে, তাঁর মধ্যে ছিল সেই কল্পনা, যা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, যা দৃষ্ট বস্তুর নেপথ্যেরও খবর পায় তার তৃতীয় নেত্র দিয়ে। এ শিবনেত্র যার নেই সে কবি নয়—কারণ এ না থাকলে তুচ্ছ বিষয়বস্তু উপজীব্য হয়ে ওঠে না—হয় জঞ্জাল। উমা দেবীর প্রেমের কবিতায় নানা মেজাজে—mood—নানা ব্যঞ্জনা, নানা অভীপ্সা, নানা ইঙ্গিত। কিন্তু এই বহুধা উচ্ছল গতির মূলেও আছে তাঁর মধ্যে একটি নিস্পৃহ দ্রষ্টা-চেতনা, যে দুঃখ পেলেও মুহ্যমান হয় না, নিরাশ হলেও দুরাশাকে নামঞ্জুর করে না, অনুযোগ করলেও অভিযোগ আনতে চায় না। তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে একটি গভীর বিকাশমান চেতনার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না, যে চেতনা আলোড়িত হয়েছে কিন্তু নিষ্পিষ্ট না, প্রতারিত হয়েছে কিন্তু নিরুৎসাহ না, নিন্দাভাগী হয়েছে কিন্তু কলঙ্কিত না। তাই নববর্ষে বঙ্গবাণীর নন্দনে এই নবাগতা মোহমুক্তা কবিকে অভিনন্দন ক'রে তাঁর কবিপ্রাণকেই অভিনন্দন ক'রে বলি তাঁরই সুরে সুর মিলিয়ে—

"আর নয় অশ্রুপাত নিশীথের সিক্ত উপাধানে
আর নয় মোহময় স্নেহময় সুপ্তির আশ্রয়,
হাসিটুকু কথাটুকু চিরে চিরে ভাব-বিনিশ্চয়
আর নয় দুর্বলের স্বপ্নবান বাস্তব প্রয়াণে।

আত্মার সহস্রদল তারি মাঝে উদ্দীপ্ত বিশ্বাস,
জীবনের লক্ষগ্রন্থি কোষে কোষে প্রাণ রসায়ন
জানি আমি একদিন লঘু হবে সহজ নিঃশ্বাস
লঘু হবে এ ভুবনে একদিন স্বকীয় স্থাপন।"

এই অভীপ্সার দৃষ্টিপ্রদীপ (ওরফে আত্মার সহস্রদলের মধ্যে আসীন উদ্দীপ্ত বিশ্বাস) কী ভাবে দৈনন্দিন জীবনের রাজকোষ থেকে ধীরে ধীরে তার দীপ্তিসত্তার জীবিকা সংগ্রহ করেছে—"রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ", সে পরিচয় পাবেন "সূর্যকারিণী"র গভীরায়মান রসবিকাশে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

১লা জানুয়ারি, ১৯৮৯

ঝংকার

১

সুবর্ণ পদ্মের মালা সযত্নে গাঁথিয়া
পীতাভ চন্দন-পঙ্কে আনন্দে লেপিয়া
মুক্তান্বিত হিমকণা শ্যাম দূর্বাদল
নবীন পল্লব আর সুরসাল ফল
আরক্ত উষার মত দুকূল বসন
মেখলা মুকুট আদি নানা আভরণ
করি নাই আহরণ প্রসাধন লাগি
তব আঁখি-যুগলের প্রসাদন মাগি।

তবু জানি কোন ত্রুটি হয়নি আমার
যদি বুঝে নিতে জান মূল্য আপনার
তোমার নয়নে আছে তরল বিজলি
আমার নয়নে তাই উঠিবে উজলি
যদি তাতে থাকে মোর সকরুণ প্রীতি
সেই যেন জীবনের চিরন্তন গীতি।

৫।৭।৩৬

২

একান্ত কামনা ছিল মুহূর্ত কয়েক
একবার দেখে নেব। মনে ছিল আশা
হয়তো জীবন হবে সেইক্ষণ হ'তে
বিচিত্র নূতন। এ তো বেশি কিছু নয়,
কে না জানে প্রভাতের প্রসন্ন আলোক
রাঙা ক'রে দিয়ে যায় কালো নদী জল,
কে না জানে আঁখি হ'তে উদ্ভাসিত জ্যোতি
চিরন্তনী জিজ্ঞাসার দিয়েছে উত্তর।

সেই তুমি নেমে এলে আমার জীবনে
যেমন এসেছে নেমে আকাশে প্রভাত,
কিন্তু কই! আলো কই? আনন্দ কোথায়?
আমি কি চেয়েছি শুধু চোখের দর্শন?
হয় তো চেয়েছি আমি যা সত্য হ'ল না—
প্রাণের প্রোজ্জ্বল জ্যোতি দেহের প্রদীপে।

১২।৮।৩৬

দেখিতে কি পাও বন্ধু সন্ধ্যাকাশ তটে
ওই ঘোর হ'য়ে নামে নিশা অন্ধকার ?
ভয়ত্রস্ত বিহঙ্গের উন্মত্ত কূজনে
শুনেছ কি দিবসের প্রলাপ ক্রন্দন ?
তৃষাতুর দিবসের ক্রন্দন সে নয়
নয় জেন কালিমা সে আসন্ন নিশার,
যৌবন দেখেছে মুখ জরার দর্পণে
উচ্ছ্বাস আর্তস্বরে ফেরে অনিবার।

এ দুঃস্বপ্ন যায়—যদি শুধু একবার
যদি একবার চাও নয়নে আমার
যেখানে আরক্ত রাগে জেগেছে পিপাসা
সন্ধ্যা-তট-পথ শেষ আলোকের মতো।
নিশার শীতল ছায়া করিয়া বরণ
নয়নে নামাও যদি তোমার নয়ন।

২১।৯।৩৬

৪

কাজ শেষ হ'লে যবে বসি বাতায়নে
মৃদু বায়ু লেগে দোলে শাড়ির আঁচল,
কালো দিক-সীমা শুধু আঁধার নয়নে
নিয়ে আসে বিগতের স্মৃতিরে কেবল।
নিয়ে আসে দু-একটি হারান হৃদয়ে
অশ্রু-ভেজা দু-একটি অস্ফুট বেদনা
যেগুলি শিশিরে ভিজে ভোরে অসময়ে
হঠাৎ ঝরিয়া গেছে না হ'তে চেতনা।

মনে আনে ভুল প্রেম ফিরান স্নেহেরে
আনে অবহেলিতের সকরুণ স্মৃতি,
মৃদু জাল মিতালির ক্ষণিক মোহেরে
গোপনতা হিমে-ঘেরা অবলা যে প্রীতি।
আঁধার বিজন ঘর ব্যথিত এ মন
স্মৃতিগুলি ফুটে ওঠে তারার মতন।

১০.১০।৩৬

৫

এই প্রেম পরিস্ফুট পদ্মের মতন
কেন প্রিয় ফুটিয়াছে অম্লান প্রভায়,
সুরভি-সুরায় তার বিহ্বল পবন
সূর্য-স্নেহ-লালনে সে নয়ন লোভায়।
ফুটিয়াছে টলমল ঘন নীল-জলে
নীল জলে কমলের টলমল মন,
যদি ভাল লাগে তবে তুলিও বিরলে
যদি ভাল নাই লাগে ফিরাও বদন।

আমার কি ক্ষতি বন্ধু? ক্ষতি কিছু নাই,
বিজন নহে গো এই বিপুল ভুবন,
আকাশে আলোক আছে তারা রোশনাই
নিত্য ফুল-সুখে হাসে চিত্ত-মধুবন।
যদি বা কখন মনে লাগে শিহরণ
যদি ইচ্ছা হয় তবে করিও স্মরণ।

১৪।১১।৩৮

৬

প্রিয়তম এলে যদি এতদিন পরে
এলে নাকো কেন হায় মেঘের মতন,
চাতকের মত মন সুখাবেশ-ভরে
তোমার শ্যামল দেহে বিছাত শয়ন।
বিছাত শয়ন ভীরু হৃদয়ের পাখি
প্রথম উদয় হ'লে ছায়া-সুনিবিড়,
মেলিয়া কোমল পাখা গাঢ় সুরে ডাকি
ছুটে যেত প্রেমাবেশে আনন্দ অধীর।

তোমার উদয় হায় চাঁদের মতন
দূরের আকাশে হ'লে আরো যে সুদূর
অতৃপ্ত তৃষ্ণায় চিত্ত উদাস যখন
সুদূর শোভায় প্রাণ আরো ব্যথাতুর!
কেন চাঁদ হ'য়ে এলে আলোক-অমিয়
এতদিন পরে তুমি এলে যদি প্রিয়!

২৮।১২।৩৬

৭

হে সূর্য ! চেনো কি তুমি ? আমি সন্ধ্যাতারা,
পশ্চিমের বিগলিত স্বর্ণালোকচ্ছায়
দেখেছি তোমায় আমি স্তিমিত সন্ধ্যায় ।
অদৃশ্য হ'য়েছ ধীরে গহন তিমিরে,
গহন তিমিরে আমি দিক-দিগন্তরে
তোমায় খুঁজেছি কত আলোকহারা,
মনে আনে অনুতাপ হীন অন্ধকার
যা এনেছে এ জীবনে সুচির বিচ্ছেদ ।

হে সূর্য ! মুহূর্ত শুধু ফিরে চেয়ে দেখ
আমি শুভ্র শুকতারা উজ্জ্বল ঊষায়
যাই যাই ডুবে যাই আলোক-প্রবাহে
আলোক-প্রবাহে ডুবে যাই সর্বহারা ।
বন্ধু ফেরো, ফিরে চাও একটি নিমেষ
কে জানিত আলো আনে অতল মরণ !

১।১।৩৭

৮

সূর্যমুখী ফুল আমি পূর্ব দিকে চাই,
ঘুম ভেঙে অনিমেষ মুগ্ধ দুই চোখে
আকাশে অরুণ-রূপে তোমার উদয়
দেখে মনে ভাবি প্রিয় এই দু নয়ন
দেখার মতন রূপ দেখেছে জীবনে।
এই তো পরম লাভ সর্বোত্তম সুখ
সর্বোত্তম সুখ প্রিয় তোমার দর্শন,
মহৎ মুহূর্তে শুধু যা আসে কখনো।

তোমাকে পাবার আশা রাখি না হৃদয়ে
এত সুখ এত তেজ অসহ্য আমার
তোমার রথের তলে ধূলিকণা আছে
তাই শুধু দান কোরো অসতর্ক ক্ষণে।
হায় প্রিয় ক্ষমা কোরো যদি বা কখনো
হৃদয় অধীর হ'য়ে চায় গো তোমায়।

৩।১।৩।

১

কে তুমি অদৃশ্য হ'য়ে আছ মনলোকে ?
তোমায় দেখেছি আমি ভোরের তারায়,
ধূসর প্রভাত-বেলা ক্ষণিক আলোকে
তোমার শোভন রূপে ভুবন হারায়।
প্রখর চেতনা দিয়ে যত জানা যায়
সুস্পষ্ট প্রকাশে তত চেয়েছি জানিতে,
তবুও ভোরের তারা মিলাল কোথায়
পেল না কি শান্তি-আলো অভয়-বাণীতে !

মনে হ'ল যে হারাল প্রখর প্রভায়
শান্ত সন্ধ্যাকাশে বুঝি সে পাবে না গ্লানি,
রাত্রির আঁধারে ছায়া-স্তিমিত শোভায়
অদেখা যে জন তাকে দেখা যাবে জানি।
কোথায় সে সন্ধ্যাতারা কোথা তার আলো ?
অযুত তারার দলে কখন হারাল ?

৪।২।৩৭

১০

নিশায় মুদিও না রে মনের কমল
শোন রে কমল সাঝে মুদিও না আঁখি,
আনিল বিরহ কেন আঁধার তামস
করুণ বিরহ হায় তামস আঁধার।
প্রভাতে দেখিয়াছিলে তরুণ অরুণ
আলোক-শিহর-জাগা প্রভাত আকাশ,
নিশার সাধনা ছিল মিলন-মধুর
মধুর ছিল যে নিশা-স্বপন তোমার।

শোন রে কমল শোন মনের কমল
অচির জানিও তুমি নিশার আঁধার,
জানিও অরুণে তব আলোক-রুচির
সুচির আলোক রুচি স্বরূপ তাহার।
তারার আলোকে আজো রাখিও নয়ন
সুদূর উষার তুমি দেখিও স্বপন;

৫।৭।৩৭

১১

কেমন সহজে ফুটে উঠেছে কুসুম
চেয়েছে আলোর দিকে। গিরি নদীখানি
বেঁকে বেঁকে নেমে গেছে সাগরের কূলে
আকুল সোহাগ-সুখে। রাতের আকাশে
কত না সহজে হ'ল তারার প্রকাশ
চাঁদের দেহলি ঘিরে। ভোরবেলাকার
ধূপছায়া মেঘগুলি রঙিন আলোর
সাতরঙা ঢেউ লেগে হেসে হেসে গেল।

আমার প্রয়াসগুলি মিছে হ'য়ে যায়
আঁধার-রোদন-রাঙা মেঘের মতন,
করুণ প্রয়াস যত চোখের জলের
শুকায় রোদের তাপে শিশিরের ম'ত।
যা হ'ল সবার কাছে এমন সহজ
আমার কাছে বা কেন এত সে কঠিন!

৭।৩।৩৭

১২

একা একা গাঁথি মালা নিরালায় ব'সে
সুকুমার বনফুল তুলে। প্রিয়তম!
এ ফুল ফোটেনি কোনো গরবী শাখায়
আকুল দক্ষিণ বায়ে। এ যে জেন প্রিয়
আঁধারে গোপন-করা ভীরু লতিকার
করুণ কুসুম শুধু। তাইতো দিনের
নির্লাজ আলোর কাছে ম্লান হ'য়ে যায়
ম্লান হ'য়ে ঝরে যায় কোমল কাতর।

মনে মনে আশা ছিল তোমার চোখের—
আশাতে কি দোষ কিছু আছে প্রিয়তম!—
চোখের অমল জ্যোতি কোমল আবেশে
জড়াবে ছায়ার সাথে প্রশান্ত মায়ায়,
নির্মম আলোক লেগে কালো হ'য়ে যায়
কালো হয় মালা যত ঝরান ফুলের।

৮।৪।৩৭

১৩

ঘুমাও ঘুমাও মন ধীরে ঘুম যাও
বিস্মরণ-স্নেহসিক্ত শীতল ছায়ায়,
এখন যে শ্রান্তি আরো ঘোর হ'য়ে নামে
ঘোর হ'য়ে নামে যেন চোখের পাতায়।
দেখেছ অনেক কিছু শুনেছ অনেক
ভেঙেছ কি সম্ভাবনা অতৃপ্ত আশায়?
বলেছ অনেক কথা গভীর স্নেহের
আজকে ঘুমাও তুমি কোমল সন্ধ্যায়।

কী চাও? সাঁঝের তারা? ও যে আকাশের।
ইন্দ্রধনু রঙ শুধু আঁধারে মিলায়,
স্নেহ জেন তারো চেয়ে আরো যে দুর্লভ,
সব কিছু যার কাছে হার মেনে যায়।
তার চেয়ে ঘুম যাও ঘুমাও হৃদয়,
চেয়ো না সে সব তুমি যা তোমার নয়।

১৪।৪।৩৭

১৪

তারার মতন ছিল এই নিঃসঙ্গতা
অন্তরের। তবু জেনে নাও প্রিয়তম
এত দিন মন-তলে কোন বেদনাই
ছিল না প্রচ্ছন্ন হ'য়ে। নয়ন-ছায়ায়
অসতর্ক ক্ষণে কোন কামনা আনেনি
বাষ্পাভাস। তারা একা উদার আকাশে
অযুত তারার দলে যাপন ক'রেছি
বিচ্ছিন্নতা—গর্ব-সুখে ক্ষোভ-শূন্য মনে

আজ বড় সাধ জাগে ভোরের আলোয়
ফুল হ'য়ে ফুটে রই ওই নয়নের
স্নেহস্নিগ্ধ ছায়াতলে নীলাভ কাননে।
ছোঁয়া লেগে আঙুলের এলাবে পাপড়ি
চকিত দক্ষিণ বায়ে,—এলায় যেমন
নরম চুলের রাশি একটু নিঃশ্বাসে।

২৭।৪।৩৭

১৫

হে কাল বেদনাহীন ! উদাসীন তুমি
অনন্ত তোমার স্থিতি অগণিত ক্ষণ,
আমি পূবালিয়া মেঘ কোমল মন্থর
হয়তো ভাসিয়া যাব মুহূর্তে কোথাও।
তাই আজ দান চাই নিমেষ কয়েক
মেঘমুক্ত পশ্চিমের দূর নভ আকাশ,
পশিয়া সূর্যের কর হৃদয়ে আমার
বিচিত্র বর্ণের ছটা উদ্ভাসিয়া দিক।

যদি প্রিয় একবার বিমুগ্ধ নয়নে
চেয়ে দেখে, সে মুহূর্তে অন্তহীন হবে
আমার ক্ষণিক প্রেম জীবনে তাহার,
ব্যর্থতার হাত থেকে আমি মুক্ত হব।
নিজেকে প্রিয়ের মাঝে রেখে দিয়ে যাব,
কে জানে কোথাও যদি ভেসে চ'লে যাই।

৩।৫।৩৭

১৬

সে বই প'ড়েছ তুমি। আকুল মায়ায়
তারি যে পাতায় আজো মন রাখি খুলে,
যে বই তোমারি ওই আঁখির ছায়ায়
ব্যাকুল আগ্রহ-ভরে নিয়েছিলে তুলে।
তোমার সে দৃষ্টি বন্ধ নয় যে ভোলার
আছে যেন চিরকাল সে পাতায় আঁকা,
তারি কল্পনায় শোন আজ বারবার
দৃষ্টির সম্মুখে সেই বইখানি রাখা।

যে মিল ছিল না জানি সহজ আলোকে
সে মিল পেয়েছি খুঁজে কবির কথায়,
একান্তে নিভৃত-কোণে অজানিত লোকে
মর্মরিত হয় মন মূক বেদনায়।
তোমার আমার মাঝে চির ব্যবধান
কাব্যের কথায় আছে সহজ সন্ধান।

২৭।৫।৩৭

১১

প্রিয়তম! তুমি বুঝি ভেবেছ আমায়
কাঙাল তোমার লাগি! এত গর্ব বলো
এত গর্ব কোথা থেকে এল প্রিয়তম
নির্বোধ হৃদয়ে? হায়—দুর্ভাগা আমার
কী ক'রে বোঝাই আমি শেষের আলোয়
যে মেঘ রঙীন হ'ল ইন্দ্রধনু রঙে
কালোর উপরে লাল আলোর ছটায়
সে চায় না কোনো দান আর কারো কাছে।

তাইতো আমার আশা মুক্তি পায় প্রেমে
সজল জলদ আমি আলোর পিয়াসী,
কোনো অসতর্ক-ক্ষণে প্রয়াস-বিহীন
একটি জ্যোতির রেখা যদি আসে কাছে
সেই ধন্য ক'রে যাবে নিষ্কলঙ্ক প্রাণ—
প্রেমের ভিখারি আমি, নই প্রেমিকের।

৬।৬।৩৭

১৮

বিদায়ের গান ? প্রিয় এমন কথাও
শুনেছে কোথাও কেউ ? ভীরু মনখানি
গোপন প্রদীপ-শিখা যতনে আড়ালে
রেখে চ'লে যায় ধীরে, ফিরে ফিরে আসে
গভীর নিভৃত রাতে দেখার তৃষায়।
তুমি তো জান না প্রিয় কত আয়োজন
ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে গেছে ! গাঢ় অভিমানে
কত না রাতের প্রাণ নিঃস্ব হ'য়ে গেছে !

আজ দেখ জীবনের সঙ্কীর্ণ পথের
নেমেছি ধূলার পরে। তাই দীপ-শিখা
তোমার দ্বারের কাছে রেখে চ'লে যাই,
নিভে যাবে পথে এ যে উদ্দাম বাতাসে
অতীত অম্লান আছে ফুলের মতন,
হোক তাই নিষ্কলঙ্ক বিদায় প্রণাম।

২১।৬।৩৭

১৯

এস এইখানে এস এই বাতায়নে
এই বাতায়ন পাশে এস প্রিয়তম !
যদি বা দেখিতে চাও প্রগাঢ় বর্ষণ,
প্রগাঢ় বর্ষণ আজ আকাশে ও মনে।
এলোমেলো চুলগুলি ভিজাবে তোমার
শীতল শীকর-কণা বাতাসের বেগে,
নীচের বাগানে ফোটা জুইয়ের সুবাস
পাঠাবে আকুল লিপি আকাশের মেঘে।

আরো আরো কাছে এস এস প্রিয়তম !
আজ মেঘছায়া দেখ কেমন নিভৃত,
কেমন ব্যথিত দেখ হৃদয় আমার
কেমন সজল আজ তোমার নয়ন !
নিবিড় মেঘের পুঞ্জে বিদ্যুতের মত
প্রগাঢ় আশ্লেষে দাও সম্পূর্ণ চুম্বন।

১৫।৭।৩৭

২০

প্রেম নিয়ে গিয়েছিল বহুদিন আগে
মধুর তারকালোকে সুদূর আকাশে
যেখানে স্বপনগুলি দক্ষিণ বাতাসে
জড়ায় চোখের পাতা নরম সোহাগে।
তারার তরল দ্যুতি ঘনতর লাগে
দেয়ালির দীপ জ্বলে আলোক উচ্ছ্বাসে,
ঘিরে ছিল ফুলগুলি যেন চারিপাশে
সুদূর তারকালোকে বহুদিন আগে।

আজ নিয়ে এল প্রেম অকূল গভীর
বিষণ্ণ সাগর-জলে—অতল গহন
এখানে ফেলেছি যত অশ্রুর শিশির
পলকেই মুক্তা তত হ'ল অগণন।
জানিলাম প্রেম মোর শুভ্র ও রুচির
মুক্তা আর আকাশের তারার মতন।

২২।৮।৩৭

২১

বলিতে পার কি প্রিয় কার অধিকার
রয়েছে তোমার পরে? কোন তপস্যায়
ছিনিয়া লইতে পারি? মধুর ছায়ায়
কোন বন্ধুজন-প্রীতি কোন কর্মভার
তোমায় গোপন রাখে? পৃথিবীর ধন
কোন জোরে নিতে পারি বলিয়া আপন?
আমার অবোধ মন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
দেখিয়া দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ফিরে ফিরে আসে।

বলিতে পার কি প্রিয় ব্যথিত হৃদয়
কত বা বেদনা আর করিবে বহন?
দিনগুলি হ'লে পরে কত অশ্রুময়
আসিবে নিবিড় হ'য়ে গোধূলি লগন?
আমার অবোধ প্রেম মিনতি-মধুর
নিজেকে দুর্বল দেখে আরো ব্যথাতুর।

১৬।৯।৩৭

২২

যতই বেসেছি ভাল তত মনে হয়
আরো যদি কোটি গুণ ভালবাসিতাম
ভালবাসিতাম যদি তবে এ হৃদয়
খুশির তরঙ্গজলে ভাসায়ে দিতাম।
করেছি প্রয়াস কত মেঘার্ত দিবায়
জলদের বুক থেকে নিতে জলধনু,
কত রঙ সন্ধ্যাবেলা হৃদয়-সীমায়
বিবশ করেছে স্পর্শে মেঘময় তনু।

তোমায় পরাণ ভ'রে ভালবাসি যত
যত ভালবাসি তার প্রকাশ জানি না
বলার প্রয়াস তবু হ'ল না বিরত
কথায় এল না গান সুরস্পর্শ বিনা।
রঙিন মেঘের দল কোথায় মিলায়
ফুল থেকে রঙ কে যে ধুলায় বিলায়।

২৯।১০।৩৭

২৩

'তোমায় বেসেছি ভাল' এই অনুভূতি
আনে নিস্তরঙ্গ প্রাণে গভীর আবেশ,
যে আবেশ জানে শুধু নিশীথ আকাশ
অতল প্রশান্তি-ভরা পূর্ণিমার রাতে।
সেই অনুভূতি আনে গাঢ় শিহরণ
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংহত আবেগ,
যে আবেগ জানে শুধু শিশির পরশে
উন্নত সরল-শীর্ষ শ্যাম শস্যরাজি।

'তোমায় বেসেছি ভাল' এই অনুভূতি
দূর করে ফেনায়িত শত অভিমান
বেদনার বিষবহ্নি তপ্ত অশ্রুধার,
আনে জীবনের ক্ষতে শীতল প্রলেপ।
কিন্তু হায় প্রিয়তম আনন্দ-চকিত
মিলায় সে অনুভূতি বিদ্যুতের মত।

২।১১।৩৭

২৪

ধীরে বও অধীর পবন ! যেন কার
পেয়েছি সংবাদ ! কার দেখেছি আলোক
দেখেছি আলোক যেন গাঢ় অন্ধকারে
পূর্বাশার বুক-চেরা ধূসর সবুজ ।
শান্ত হও অশান্ত হৃদয় ! শোন শোন
শোন আসে দূর থেকে অস্পষ্ট গুঞ্জন
অস্পষ্ট গুঞ্জন যেন লক্ষ তরঙ্গের
তরঙ্গ-মথিত শত-লক্ষ আনন্দের ।

মুদে আসে কী আবেশে নয়ন-পলক
শিরায় শিরায় বহে মাদক প্রবাহ
অবসন্ন দেহসন্ধি মন্থর নিঃশ্বাস
অন্তরে দেখেছে কারে যেন সর্বেন্দ্রিয় ।
দূর থেকে আসে তারি অস্পষ্ট গুঞ্জন
ফেনায়িত তরঙ্গের অধীর আগ্রহ ।

২৩।১২।৩৭

২৫

দেখেছ কি আঁধারের রূপ জ্যোতির্ময় ?
জেনেছ কি মেঘভারে আষাঢ় আকাশ
আনে গাঢ়তর ছায়া বন-বীথিকায়
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ নভ আরো অন্ধকার ?
গণিত-আনন্দ-ক্ষণ সে আঁধার প্রেম
জ্যোতির্ময় রূপ তার দেখিয়াছিলেম
অজ্ঞাত মুহূর্তে কোনো । সে হ'তে হৃদয়
সোনা ক'রে গেছে সেই পরশ-পাথর ।

দেখিবে কি আঁধারের রূপ জ্যোতির্ময় ?
এস তবে আরো কাছে চাও মোর পানে
চেয়ে দেখ দেহাধার স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর
স্বচ্ছতম দেহ যেন স্ফটিক-প্রদীপ
বিগত জীবন তারি পদাশ্রিতা ছায়া
ঊর্ধে জলে প্রেমশিখা উজ্জ্বল নির্ভীক ।

২।১।৩৮

২৬

হে প্রেম ! তোমায় আমি করেছি স্বীকার
রাত্রিদিন ঘূর্ণমান কালচক্র থেকে
প্রক্ষিপ্ত তারকা আমি জ্যোতিষ্মান্ গ্রহ,
বক্ষের পঞ্জরে জ্বলে অগ্নির প্রবাহ্ ।
সর্ব সুখ সর্ব শান্তি আরাম-প্রয়াস
একে একে সমর্পণ করেছি সকলি
অত্যুগ্র শিখায় । হায় ! আমি শুধু আজ
প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের সলিতা কেবল ।

হে প্রেম তোমায় তবু করিব স্বীকার
বহ্নিমান গ্রহ আমি নিভে যদি যাই
নিভে যদি যাই তবে আমি মৃত হব
মৃত হব হিম জড় পিণ্ডের মতন ।
ভয় করি সে ভীষণ চির অন্ধকার
হে প্রেম তোমায় তাই করেছি স্বীকার ।

৭।২।৩৮

১৭

আজ ফিরে এল সেই পূর্ণিমার রাত
কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। এল মনে
আরো এক দিবসের আরো মধুময়
আলোময় মোহময় পূর্ণিমার রাত।
সেদিন পাশেই ছিলে। সান্নিধ্য দেহের
এনেছিল ব্যবধান কিছু অন্তরের।
আজ প্রিয় এ বিরহ এনেছে তোমায়
অন্তরে, এ আকাশের পূর্ণিমার প্রায়।

কে না জানে প্রিয়তম দীপের আলোক
দুঃখ রাতে ভ'রে তোলে আঁধারের বুক,
দিবসে দেয় কি আলো তেমন গৌরবে ?
তবে কেন আকুলতা ? কী চাও হৃদয় ?
এত আলো এত রূপ তবু কেন ছায়া ?
পার নাকি ভুলে যেতে কায়ার মায়ায় ?

১৫।১০।৩৮

২৮

বাতাস কোথায় যাও? সুদূর উত্তরে
প্রিয়তম আছে আজো আমায় বিসরি'
বিজন ঘরের মাঝে। একটি প্রদীপ
সম্মুখে উন্মুখ হ'য়ে মেলেছে আলোক
উৎসুক মুখের পরে। পাঠক্লান্ত দুটি
আঁখি-তারা ঘুমে যেন রয়েছে থমকি
সশঙ্ক দ্বিধায়। মৃদু স্বেদে কপালের
ভিজে আছে দু-একটি আল্‌গা অলক।

বাতাস একটু থাম। বর্ষণ-শীতল
যূথীগন্ধ সুরভিত কেশ-পাশ থেকে
একবার নিয়ে যাও ব্যথিত সুরভি,
নিয়ে যাও সেইখানে সুরভি-বিথার।
হঠাৎ নিভাও যদি অকরুণ আলো
কেশগন্ধে হবে না কি বিহ্বল উদাস?

১৭।১০।৩৮

২৯

একদিন মনে হ'ত তোমার সম্মুখে
যদি বা ধূলায় ঝরে একটি কুসুম
কবরী-বন্ধন থেকে, তুমি কি তখন
অন্য মনে চ'লে যাবে, ভুলিবে না তারে ?
আরো মনে হ'ত যদি পায়ের পেষণে
সে ফুল হারাত শোভা, মৃদু করুণায়
বিক্ষুব্ধ হ'ত না মন কখনো তোমার,
জেনে সে কুসুম এই হৃদয়-প্রতীক ?

আজ মনে দ্বিধা নাই চোখে বাষ্পাবেশ,
যদি দ'লে যাও ফুল পায়ের পেষণে
অন্যমনা, তবু জেন ক্ষতি গণিব না।
তোমার সম্মুখে ঝ'রে সার্থক সে হবে
তোমার চরণ-ভারে সুরভি ফুলের
তোমাকেই ক্ষণতরে করিবে বিবশ।

২০।১০।৩৮

৩০

বাদলে বসন্ত বাজে শোন প্রিয়তম
বর্ষণে গুঞ্জন করে হাজার ভ্রমর
মেঘের কাজল-লতা কে আজ খুলেছে
আকাশ নয়নে যেন টেনেছে অঞ্জন।
তড়িতে চকিত গতি কে আজ হারায়
স্খলিত হঠাৎ কেন হরিৎ অঞ্চল ?
দেয়া-গরজনে মদ-মধুর-মাদল
রোমাঞ্চ জাগাল দেহে অজস্র বর্ষণ।

বিরহে তেমনি হোক মিলন মধুর
স্বপনের তরী বেয়ে এস গো মানসে,
জলুবে হাসির মত চোখের সলিল
যদি একবার চাও বিভোর আবেশে।
খণ্ডিত চাঁদের কলা নদী জল-ছায়
আনন্দে শতধা হ'য়ে ভেঙে যেতে চায়।

২৮।১০।৩৮

৩১

প্রিয়তম যদি হায় পথের বাতাসে
ফুলের মালিকাখানি সুবাস হারায়
ক্ষমা কোরো ক্ষমা কোরো ক্ষমা কোরো তবে
ক্ষমা কোরো সুকুমার ফুল-মালিকায়।
মনে রেখ বহুদূর আঁকা-বাঁকা পথ
মাঝে মাঝে এলোমেলো পাগল বাতাস,
ফুলে ফুলে ট'লে পড়ে মাতাল ভ্রমর
নীলাভ পাখায় কাঁপে আকাশ-আভাস।

প্রিয়তম জেন তুমি সে মালিকা হায়
তোমায় পাঠাব ব'লে করেছি রচনা,
অনেক দূরের পথে গৃহ যে তোমার
অবারণ বায়ু যদি করে গো যাচনা,
ক্ষমা কোরো প্রিয়তম সাহস তাহার
পার যদি ক্ষমা কোরো প্রেমকে আমার।

৩।১১।৩৮

৩১

তোমার চিন্তায় শুধু বেদনা পেয়েছি
দিনে রাতে। কৃপণের ধনের মতন
দান ক'রে প্রতিদান চেয়েছি হয় ত'
বুঝে নিতে। এর মাঝে যে দীনতা আছে
সে আমার মন আরো মলিন করেছে।
করেনি মলিন শুধু, এনেছে ব্যর্থতা
গ্লানি আর অবসাদ। তুমি যা নিলে না
সেই রত্নমালা আজ ফেলেছি ধূলায়।

হঠাৎ চম্‌কে দেখি হৃদয়ের মাঝে
অসহ্য আনন্দ-জ্যোতি। একটি মণিকা
জীবনের বেদীপরে করে ঝলমল,
সে চাহে না প্রতিদান আঁধারের কাছে
অন্ধকার করেছে সে উজ্জ্বল সহসা
এই তার সার্থকতা এইতো মহিমা।

৭।১১।৩৮

৩৩

কেন ভালবাসি ?   শোন একথা আমিও
বহুবার শুধায়েছি নিজের অন্তরে।
কেন ভালবাসি আমি ?   কী আছে তোমার ?
এ কি শুধু স্বপ্ন সম মানস-বিলাস ?
পেয়েছি উত্তর তার।   আমার স্বরূপ
জগতের সব কিছু হ'তে শ্রেষ্ঠতর—
দেখেছি সে রূপ আমি তোমার দর্পণে
নির্মল স্ফটিক-স্বচ্ছ নয়নের পথে।

আমার সে উপলব্ধি তোমার অন্তরে
ভুলিতে পারিনা আমি।   জানি দুঃখ আছে
আছে দৈন্য অভিমান বেদনা বিস্মৃতি—
তবু জানি সত্য ছবি সে নহে তোমার,
স্ফটিকের চেয়ে শুভ্র তোমার স্বরূপ
জগতের সব কিছু হ'তে স্বচ্ছতর।

২৬।১১।৩৯

৩৪

বার বার এ সংশয় জেগেছে হৃদয়ে
এ কি শুধু যৌবনের অন্ধ আকর্ষণ
তোমার দেহের প্রতি ? উদ্‌ভ্রান্ত কামনা
করেছে কি বিচরণ মত্ত লালসায় ?
মুদিত নয়ন-পত্র ঘন স্বপ্ন-ঘোরে—
সে কি শুধু স্পর্শসুখে ? নাসার স্ফুরণ—
সে কি দেহ-গন্ধ-ঘ্রাণে ? বিবশ কি শ্রুতি
দ্রুত বিলম্বিত তব উদ্বেল নিশ্বাসে ?

হায় শক্তিহীন যত অক্ষম ইন্দ্রিয় !
বার বার কলুষিত করেছ আমায়,
পূজার নৈবেদ্য আমি পাঠায়ে দিয়েছি
ভোগের কলঙ্কে তারে করেছ দূষিত।
প্রকাশের ভাষা আর অন্য কিছু নাই
জানি অন্তর্যামী তাই করেছেন ক্ষমা।

৭।১২।৩৯

৩৫

যখন আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসো
প্রিয়তম ! হাসি মৃদু আমিও তখন,
আঁখি তুলে চাই, যবে স্বপনের মত
তোমার তরল দৃষ্টি মুখপানে রাখো।
তখন একথা তুমি মনে কি করেছ
হাসিটুকু দৃষ্টিটুকু অপূর্ব তোমার ?
বনের হরিণী এলে তারো সম্মোহন
হতে পারে ওই হাসি ওই দৃষ্টি পেলে ?

কী ভুল তোমার প্রিয় ! ভেবে হাসি পায়
হয়তো জাননা তুমি, আমি শুধু জানি,
হাসিতে সুরের রেশ সে আমারি দান
দৃষ্টির স্বপনাবেশও আমি যে দিয়েছি।
তোমার হাসি ও দৃষ্টি ধুলায় লুটায়
মূল্য দিয়ে আমি শুধু কিনে নিয়ে যাই।

১৮।১২।৩৯

৩৬

এত চপলতা কেন ? ব'স এইখানে
হিসাব মিলাব ব'লে ডেকেছি তোমায়,
আজ এই রোগ-শীর্ণ ব্যথিত শয্যায়
একবার বুঝে নেব কী পেয়েছি আমি!
কবে যে দেখেছি কোন তরল উষায়
আজ আর ভাল ক'রে মনে পড়ে না তো,
চেতনা ফিরিলে দেখি রিক্ত হ'য়ে গেছি
হিসাব করিতে তাই ডেকেছি তোমায়।

বলিতে কি পার বন্ধু নয়নে আমার
আজো কি তেমনি জ্বলে চেনার দীপিকা ?
আজো কি তেমনি চেয়ে নয়নে তোমার
সহজে পড়িতে পারি গোপন লিপিকা ?
ছলনা ক'রেও যদি আজ মৃদু হাসো
হিসাবের কথা আর পড়িবে না মনে।

২৯।১২।৩৯

৩৭

কেন ফিরে যেতে চাও ? আমি যা দিয়েছি
সে কি শেষ হ'য়ে গেছে নিঃশেষে এবার ?
এবার কি ভুবনের আর কারো মনে
খুঁজিয়া দেখিতে চাও কী আছে নূতন ?
এখন নূতন দিবে এ সাধ্য কাহার ?—
সেই চির পুরাতন চুম্বন আশ্লেষ
সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারে প্রাচীন আকৃতি
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সুরভি-সম্পদে।

তবে কেন যেতে চাও ? এ দৃশ্য জগতে
যাহা কিছু দেখা যায় ধরা-ছোঁয়া যায়
সবি আছে দেহ মাঝে, তাই যদি চাও
ইন্দ্রিয়ের পর্ণপুটে নিয়ে যাও তাই।
পৃথিবীর অশ্রুগুলি হয়েছে পুরাণো
এমন কাহার সাধ্য কে দিবে নূতন ?

৩০।১২।৩৯

৩৮

কী তাহাতে ক্ষতি যদি না-ই মনে রাখি ?
এই কাছে আসা আর দূরে চ'লে যাওয়া,
চেনায় ও অচেনায় ঘুমে জাগরণে
সরাগ-বিরাগ-ভরে আঁখি তুলে চাওয়া ?
দেখেছ তো সাগরের তরঙ্গ-বিলাস
দুরন্ত জলের রাশি উন্মাদ চঞ্চল,
চেয়েছ কি সেইক্ষণে অন্তর আমার
দুরন্ত জলের মত আবেগ উচ্ছল ?

তার চেয়ে ঢের ভালো যদি ভুলে যাই
যদি ভুলি কথাটুকু দৃষ্টিটুকু শুধু,
ভুলে যদি যাই এই দূরে কাছে আসা
চকিতে চাহিয়া দেখা সরাগে বিরাগে !
কী তাহাতে ক্ষতি যদি নাই মনে রাখি
কী ক্ষতি তোমার, তাতে কী ক্ষতি আমার ?

১।১।৪০

৩৯ ?

নয়নের দৃষ্টি আর সহিতে পারিনা
জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা রক্ত-কণিকায়
ঊর্ধ্বমুখী অবিরাম করিছে দহন
অন্তরের মূলবৃন্ত তীব্র কামনায়।
না জানি কেমন মণি কাল-ভুজঙ্গের
তারো কি এমনতর তীব্র প্রখরতা ?
ত্বক্‌-শিরা-মাংস-অস্থি-মজ্জা-দাহকারি
তারো কি এমন আছে সুতীক্ষ্ণ আলোক ?

ফেণিল সুরার স্রোত চলে শিরা বাহি
শিথিল ইন্দ্রিয়-গ্রাম মূর্চ্ছিত আবেশে,
বিলুপ্ত কি হ'ল বিশ্ব চারিপার্শ্বে আজ
জাগ্রত কি সুপ্ত আমি মৃত কি জীবিত !
নিঃশেষে হউক ভস্ম পুরাতন প্রাণ
শোণিত-কণিকা-দাহী দৃষ্টির শিখায়। ?

১৮।১।৪০

৪০

বৃথা অভিমান। দেখ তেমনি ফুটিবে
অশোকের ফুলগুলি আরক্ত আভায়
হয় তো আবেশ টেনে আনিবে তাহায়
বিমুগ্ধ নয়নে। ক্লান্ত নখ-নিপীড়নে
আমের মুকুলগুলি অলস সুবাসে
আকুল করিবে তার স্ফুরিত নাসায়।
উদার আকাশ-ভরা বিস্তীর্ণ আলোক
রোমাঞ্চ আনিবে দেহে উত্তপ্ত পরশে।

ভুবন হবে না ম্লান বিরহে তোমার
অশ্রু-ভারাক্রান্ত-হৃদি প্রিয়তম হায়
স্মরিবে না কোনদিন নির্জনে জানিও
স্মৃতির সাগরখানি করিয়া মন্থন।
কেন তবে অভিমান? কেন, কার পরে?
যদি মূল্য নাহি দেয় প্রিয় স্নেহভরে!

২।২।৪০

৪১

আধখানা চাঁদ আমি জলে ভেসে যাই
ভেসে যাই তরলিত রূপা-গলা জলে,
চেয়ে দেখি আকাশের আধখানা চাঁদ
শাদা জোছ্নায় ধোয়া নীল আকাশের।
মিনতি জানাই প্রিয় দেখ ঢেউ লেগে
কেঁপে কেঁপে ভেঙে যায় এ দেহ আমার
ভেঙে যায় তুমি তবু থাক অকরুণ
আলোর করুণা-ঘেরা সকরুণ চাঁদ।

তুমি কি ভেবেছ মনে অযুত তারায়
ঘিরেছে তোমায় যারা দীপালির মত
অযুত তারায় পাবে পূর্ণতা তোমার
পূর্ণতা দেবে না জেন কোটি তারকাও
ঢেউ লেগে ভেঙে চলি আমি আধ চাঁদ
জানিনা কী তুমি চাও নিথর আকাশে!

২৬।২।৪০

৪২

বহুদিন পরে যবে পড়িবে না মনে
চুলে কেয়াগন্ধ কোনো ছিল কি ছিল না,
সহসা ভাঙিয়া ঘুম নিশীথ আঁধারে
আমার স্মৃতির লেশও মনে রহিবে না—
আঙুলের অগ্রভাগ যদি বা তখন
স্মরণ-সূচক কোনো চিহ্ন ছুঁয়ে যায়
মিনতি জানাই প্রিয় সেই ক্ষণে হায়
দেখো না ঘুমের চোখে আমার স্বপন।

আমার যেটুকু তুমি চিনেছ জেনেছ
জেন পূর্ণতম সত্তা নহে সে আমার,
নয়নের ছায়াতলে শয্যা বিছায়েছ
বিরহিনী ফিরে গেছে দেখে ঘুমঘোর।
সে রূপ দেখিলে প্রশ্ন মনে পড়িত না
চুলে মৃদু কেয়া-গন্ধ ছিল কি ছিল না।

৩।৩।৪০

৪৩

বলিতে পারি না বন্ধু ভালবাসি কিনা
যদি বলো—ভালবাসা সূর্যের মতন
স্বপ্রকাশ-সমুজ্জল বিনাশ-বিহীন
চিরস্থির নীলাকাশে চির-অধীশ্বর।
এই যে নিকটে এসে ছুঁয়ে দিয়ে যাও
ঈষৎ-বেদনা-ম্লান নয়নে তাকাও
এর সুখ এর শঙ্কা এরি নাম যদি
বলো ভালবাসা, তবে ভালবাসি আমি।

আমার প্রথম প্রেম রূপের মাঝারে
প্রথম দিয়েছে ধরা। তুচ্ছ যত হোক
তবু ভালবাসি এই দেহ অরণ্যের
শব্দ আর রূপ-রস-স্পর্শ-সুরভির
গহন শাখার জালে হারাতে নিজেরে।
প্রেম বলো কাম বলো এরি নাম যদি
ভালবাসা হয়, তবে ভালবাসি আমি।

১২।৪।৪০

৪৪

বিশ্বাস করি না সখা এর চেয়ে বেশি
আছে কিছু পৃথিবীতে। সন্ধ্যার বাতাস
ভালো লাগে দেহে! কিন্তু আরো ভাল লাগে
তোমার দেহের স্পর্শ। নিশীথ জ্যোৎস্নার
চেয়েও তোমার চোখে অব্যক্ত বিলাস,
প্রগাঢ় আশ্লেষ জানি মোহ-ঘোর আনে
সে ঘোর মধুরতর ঘুমের চেয়েও।
কিন্তু শুধু এইটুকু এর বেশি নয়।

এর বেশি পৃথিবীতে কেউ কি পেয়েছে
পেত যদি দেখিতাম স্পষ্টই সম্মুখে,
পেত যদি জানিতাম আমিও জীবনে,
জানিতাম ভাবিতাম বলিতাম আমি—
'তোমায় বুকের কাছে পেয়েও যখন
মনে হয় পাই নাই, বুঝি আরো আছে।'

১৭।৫।৪০

৪৫

বসন্তের সায়াহ্নের দক্ষিণ বাতাস
ভাল কি লাগে না দেহে ? সে ভাল-লাগার
ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি নাম যদি দিই
কোনো ভুল হবে নাক' কোনো অভিধানে।
আর এও ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জানি
আঙুলের মধ্য দিয়ে আঙুল গলায়ে
পাশাপাশি ব'সে থাকা নির্জন নিশীথে—
পবন-পরশ-তৃপ্তি হ'তে ভিন্ন নয়।

এ আমার সাধ্য নয়, এ শুধু সাধনা
জানি কিংবা নাই জানি বুঝি নাই বুঝি,
উত্তরিব একদিন বাঞ্ছিতের পাশে
ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে ইন্দ্রিয়ের পারে।
পথ দিয়ে পথিকের হয় না বিচার
তবু জানি ভাল লাগে পথের বিলাস।

২১।৬।৪০

৪৬

বৃথাই ফেলিছ আঁখিজল। সাধ্য নাই
আবার আনিয়া দিতে পারি হাসিখানি
অশ্রুভেজা অধরের ফুটন্ত শোভায়
জলে ধোয়া কিশলয়ে কিরণের মত।
নিঃশেষ হয়েছে সব আজি মন হ'তে
মন হ'তে মুছে গেছে অতীতের কথা.
এখন কাঁদিয়া যদি বেদনা জানাও
কোনো ব্যথা জাগিবে না কঠিন হৃদয়ে।

তবু করিওনা মনে স্বচ্ছন্দ প্রবাহে,
দিন রাত্রি ভেসে যায় সুখের দোলায়
অন্তর্যামী জানে হায় আমার অন্তর
অতীতেই শ্রেষ্ঠতম সুখ লভিয়াছে।
ভুলে গেছি এ কথাও ভুলে যেতে চাই—
তবু আজ সাধ্য নাই সে কথা ভোলার।

৭।৭।৪০

৪৭

সেকালের কবিদের ছিল উপবন
বিচিত্র বীথিকা ছিল ফলপুষ্পশোভী
সেখানে পেতেন তাঁরা সান্নিধ্য প্রিয়ার
কুঞ্জে কুহু-কেকাদের ছিল না অভাব।
বিদেশের কেহ কেহ চাহিতেন সুরা
তপ্ত কামনার মত আরক্ত গোলাপ,
জাফ্রাণী-পাজামা-পরা সুন্দর সাকীর
মধু-পরিবেশনের একান্ত সংযোগ।

একালের আমাদের নাই উপবন
কুহু-কেকা-সুরা-সাকী কোনো কিছু নাই,
কর্মক্লিষ্ট পৃথিবীর দ্রুত আবর্তন
ঈপ্সিত মুহূর্তগুলি করিছে পেষণ।
তবু কৃষ্ণপক্ষ রাতে সোনা-গলা চাঁদ
হঠাৎ হৃদয়ে আনে গূঢ় আকিঞ্চন।

৯।৮।৪০

৪৮

সময় কোথায় ? ভালবাসি কি না বাসি
সে কথা বলার বলো সময় কোথায় ?
রাত্রিদিন ঘূর্ণ্যমান কর্মচক্রতলে
পরম নিমেষগুলি পেষিত হয়েছে।
আজ যদি প্রশ্ন কর মনে পড়িবে না
কবে কোন দিনে কেন লেগেছিল ভালো
পাশাপাশি থাকিলেও ফিরে চাহিব না
ফিরে চাহিবার বলো সময় কোথায় ?—

ভালো যে বাসিতে পারি এইতো অনেক
ভালো বাসি কি না আজ সে প্রশ্ন করো না,
শুক্তিগর্ভে মুকুতার রয়েছে আসন
ভাঙিয়া দেখো না হায় মুক্তা আছে কিনা।
পাশাপাশি থাকি যদি সেই ভাগ্য জেনো
কাজ কি করিয়া প্রশ্ন ভালোবাসি কিনা।

১২।৯।৪০

৪৯

এসো আজ নদী-তীরে বসিব দু'জন,
বিছানো—কোমলতর বেলাবালুকায়,
দু'জনে জাগিয়া আজ করিব যাপন
এ যামিনী প্রিয়তম নিবিড় মায়ায়।
কেমন গহন আজ রাতের আঁধার,
ঝিমায় তারার দল সুদূর আকাশে,
ঘুমন্ত নদীর মৃদু মন্থর নিশ্বাস,
শয়ান শৈবাল দল গভীর আলসে।

ছোঁয়া লাগে কেশের না বাতাসের প্রিয় !
নাসায় কিসের ঘ্রাণ ? ফুলের ? দেহের ?
জলের গুঞ্জন এ কি তোমার গুঞ্জন ?
অন্তরে রয়েছ তুমি অথবা বাহিরে ?
যে আলো নয়নে মোর ফেলেছে আভাষ
তোমার নয়ন কি ঐ পূবের আকাশে ?

৫০

তুমিই শুনায়েছিলে প্রসন্ন প্রভাতে
উষার উদার স্তুতি আনন্দ অরুণ,
তুমিই আঁকিয়াছিলে হৃদয়ের পাতে
বিচিত্র-বরণ ছবি বাসনা-করুণ।
করেছি প্রয়াস কত মিলাতে সে সুর
সে ছবি আঁকার কত করেছি কল্পনা,
হয়তো বা বীণা তার বেজেছে মধুর
হয়তো পেয়েছে প্রাণ মানস জল্পনা!

তার লাগি শোক নাই। সার্থক যদি বা
হ'য়ে থাকি, সেথা আছি সবাকার সাথে,
সমান আলো ও ছায়া রজনী ও দিবা
আজ তুমি হাতখানি মিলাও এ হাতে।
অন্তরালে সঙ্গীহীন কাঁদে মুগ্ধ মন
কোথা ক্ষীণ দীপালোক কোথা গৃহকোণ!

২।১।৪১

৫১

একটি কামনা ছিল ভীরু মনতলে
কবে যেন কোনখানে হারালাম তারে,
আজ দেখি ফুটেছে সে হৃদয়-কমলে
কোথা যেন খুঁজে ফেরে পুরাণো আমারে।
অপরিচয়ের জাগে মধুর বিস্ময়
স্মরণের রেণুকণা ধুলা হয় ক্ষোভে,
সেদিন কি ছিল হায় শুধু অভিনয়
সরস মানস তল তবু মধু-লোভে।

নূতন ঝরিয়া গেল নিমেষের মাঝে
পুরাতন এল ভেসে হালকা পাখায়,
অধীর হৃদয় মেলি ছায়া ছায়া সাঁঝে
স্পর্শ চাহিলাম কত কাতর আশায়।
মনে হ'ল হোক্‌না সে ক্ষণিক বাসনা
কে জানে কখন ধুলা হয় রাঙা সোনা।

১২।১।৪১

৫২

ফিরিয়া আসিতে চাও ? সে কি ভালো হবে ?
নাইবা ফিরিলে পুন জীবনে আমার।
বন্ধনের সূত্র যদি ছিন্ন হ'য়ে গেল
বৃথাই প্রয়াস কেন যুক্ত করিবার ?
পুরাণো দিনের কত কথা মনে পড়ে
এক দেহ মনে হ'ত তোমার আমার,
নিষ্করুণ মহাকাল আজি তার মাঝে
করিয়াছে বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম অস্ত্রপাত।

বিভক্ত হয়েছে দেহ। কিন্তু মনলোকে
এখনো যে চিরন্তন অখণ্ড মিলন
তারে করিওনা ভগ্ন নিষ্ঠুর আঘাতে
নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে রূঢ় বাস্তবের।
পূর্ব-যোগ-সূত্র আর খুঁজিয়া পাব না
মূলধন আমাদের হয়েছে নিঃশেষ।

৩।২।৪১

৫৩

হেমন্তের শীর্ণ এই শীতল সন্ধ্যায়
গিয়েছিনু নদীকূলে। বসিলাম আসি
ভিজা ভিজা বালুস্তূপে। এপাশে ওপাশে
দু-একটি উপলের খণ্ড প'ড়ে ছিল।
নিস্তব্ধ জলের রাশি শান্ত সুপ্ত প্রাণ
একটি উপলখণ্ডে ভাঙিয়া পড়িল,
ইন্দ্রধনু চূর্ণ হ'ল সন্ধ্যার আলোয়
সৃজিল পলকে যেন সহস্র মুকুতা।

হৃদয়ে ঘুমায়েছিল তোমার যে স্মৃতি
মুহূর্তে উঠিল জাগি। ফেনায়িত হ'ল
সহস্র বাসনা আর আকাঙ্ক্ষা আবেগ
রাঙিল করুণ রঙে বেদনা আলোয়।
নয়নের কূলে কূলে উদ্বেলিত হিয়া
সৃজিল পলকে যেন সহস্র মুকুতা।

১৭।২।৪১

৫৪

মানিতে চাহেনা মন। শুধু একবার
এই ঘরে একবার এসে বোসো শুধু।
না হয় আমার কথা ভুলো তারপরে।
চেয়ে দেখো দূর নভে বাতায়ন পথে
বসন্ত যেখানে করে পলাশের বনে
রঙের বেসাতি শুধু। তারি দিকে চেয়ে
না হয় করিও মনে আর কারো কথা—
তবু একবার শুধু এই ঘরে এস।

আঁচল বিছায়ে ভুঁয়ে দূরে ব'সে রবো
কহিব না কোনো কথা। ব্যথিত নয়ন
না হয় ফিরায়ে লব যদি অন্যমনে
ক্ষণেক মুখের পানে কখনো তাকাও।
তবু এই ঘরে এই বাতায়ন পাশে
যদি শুধু ব'সে থাকো কী ক্ষতি কাহার!

৩।৩।৪১

৫৫

রাঙায়েছিলাম মেঘ সাতরঙা রঙে—
ধূসর ধূমল-বর্ণ বিবর্ণ মেঘেরে
নিঙাড়ি প্রাণের স্রোত অসামান্য ক্ষণে
হাসি দিয়ে অশ্রু দিয়ে রাঙায়েছিলাম।
আহা কোন যাদুকর এত যাদু জানে
মুহূর্তে অপূর্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত হ'ল
লালে ও সবুজে নীলে গোলাপে চাঁপায়
আনন্দে ও অভিমানে সুখে বেদনায়।

আহা সেই যাদুকর এত যাদু জানে
তবুও জানেনা কেন ক্ষণিক মেঘেরে
স্থিরতা করিয়া দান করিতে অম্লান
অনন্ত কালের তরে অনন্ত আকাশে!
হৃদয়-শোণিত-সূত্র করিনু নিঃশেষ
তবুও বাঁধিতে হায় পারিনা তাহারে।

২৩।৩।৪১

৫৬

সে কথা কি মনে আজ রয়েছে তোমার
যেদিন বিকাল-বেলা বাগানের মাঝে
দুজনে ছিলাম বসে ?   আকাশের কোনে
মেঘে মেঘে লেগেছিল সেদিন আগুন।
চারপাশে রাঙা সন্ধ্যা-মালতীর ফুলে
আগুনের লাল আভা পড়েছিল এসে,
ব'লে যে ছিলাম আমি—"সুন্দরী পৃথিবী
আমায় যে মনে রাখো এই তো বিস্ময় !"—

একটু আগেই আজ সূর্য ডুবে গেছে
আজো সন্ধ্যা-মালতীর রাঙা ফুলে ফুলে
তেমনি পড়েছে আলো—মুগ্ধ প্রেমিকের
দীর্ঘ চুম্বনের মতো।   আজ মনে হয়
এমন সৌন্দর্যময়ী সুন্দরী সন্ধ্যায়
আমায় পড়েনা মনে এইতো বিস্ময়।

১৪।৪।৪১

৫৭

বলিয়াছিলাম গর্বে সেদিন তোমায়
যদি ভুলে যেতে চাও ভুলে যেও তবে
আমার হবে না ক্ষতি। শুনে হেসেছিল
অলক্ষ্যে আকাশে বুঝি বিধাতা পুরুষ।
মনে হয়েছিল—হায়! রাত্রির আকাশ
ভুলে যদি যায় তুচ্ছ দিনের আলোক
কোনো ক্ষতি নাই তার। সহস্র তারায়
পরিপূর্ণ ডালাখানি সাজায় আবার।

হায়! মুগ্ধ মন!—আজ সে গর্ব কোথায়?
আঁকড়ি ধরিতে তারে এ আকাঙ্ক্ষা কেন?
লক্ষ-কোটি-বর্ষ-ব্যাপী তৃষিত নয়ন
ভাসে মরীচিকা স্বপ্ন শূন্যাকাশে যেন!
দেহ যদি শুধু সত্য হয়,—পরিণাম
ধুলা তার, তাই বুঝি এত ব্যাকুলতা!

৭।৫।৪১

৫৮

'তোমারে বেসেছি ভালো'—এই অনুভূতি
এনেছে শান্তির সুর আনন্দ এনেছে,
নিষ্পলক দুই চোখে রাত্রি কেটে গেছে
গভীর আবেশে। মৃদু তারার আলোয়
তোমার চোখের জ্যোতি পেয়েছি দেখিতে,
বলেছি তোমার সাথে অগণিত কথা
নিরালায়,—মোর তুচ্ছ ক্ষণগুলি দেখি
হ'য়ে গেছে রত্নমালা কোন শুভক্ষণে।

'তুমিতো বাসোনি ভালো'—এই চিন্তা মনে
আকুল করেছে শুধু অবুঝ হৃদয়,
বোঝাতে গিয়েছি—"দেখো কত কি রতন
আঁধারে গোপন আছে পৃথিবীর তলে
খোঁজেনা তাদের কেউ"—বোঝেনা হৃদয়
তুমি কি সান্ত্বনা দিয়ে যাবে প্রিয়তম?

২১।৬।৪১

৫৯

ভালো যে বাসিতে চাই—দাও অবসর
হে পৃথিবী অভিশপ্ত কোরো না আমায়,
শুনায়ো না রাত্রিদিন উন্মাদের মতো
ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতি ও স্বার্থের ঝঞ্চনা।
দিবস শুষিয়া নিল ধরণীর রস
নিশীথ করেছে গ্রাস আকণ্ঠ আলোক,
ক্লান্ত মন ক্লান্ত দেহ ক্লান্ত আঁখিতারা
ভালো যে বাসিতে চাই দাও অবসর।

যদি ভালো বাসিবার দাও অবসর
তোমার বিচ্যুতি গ্লানি মুহূর্তের মাঝে
অবোধ শিশুর মতো ঘুমায়ে পড়িবে,
ঘুমায়ে দেখিবে স্বপ্ন ভালোবাসিবার।
তোমার ও কোলাহল শান্ত কর শুধু
ভালোবাসা পেতে চাই—দাও অবসর।

৩।৭।৪১

৬৭

বড় ভয় জাগে মনে যদি ভুলে যাই
ভুলে যাই এই মৃদু শান্ত অনুভূতি
যে রসের অনুভূতি অস্তিত্বে আমার
করেছে নূতনতর জীবনানয়ন।
তোমায় ভুলিয়া গেলে তোমার কী ক্ষতি ?
ক্ষতি-ম্লান হবে জানি আমারি জীবন।
যে দেয় তারিতো শুধু আনন্দ দানের
যে নেয় সে শুধু ভার করিছে বহন।

তাই বড় ভয় মনে। এই পৃথিবীতে
যেখানে জিনিষ নিয়ে হয় বিকিকিনি,
সেখানের রঙ যদি মনে এসে লাগে
যদি কালো হ'য়ে যায় এই অনুভূতি !
সাত-সাগরের-জল-সেঁচা এ মানিক
এ যদি হারায় তবে হারাবো নিজেরে।

৮।৮।৪১

৬১

নিষাদ বাসিল ভালো বনের হরিণী
এও কি সম্ভব হয় ?   খর অস্ত্রধার
বিদ্যুতের শক্তি যেন রয়েছে সংহত,
নিমেষে ঝলক হেনে ছুটে যেতে চায়,
সে ও কি হারায় গতি গহন ছায়ায়—
পুঞ্জীভূত-শুষ্কপত্র-অন্তরি[illegible] দেহ
ত্রাসত্রস্ত সচকিত শিথিলিত-গতি
ছল ছল চক্ষু হেরি ভীত হরিণীর ?

বনের হরিণী শোনো গহন মনের।
নিষাদে কোরোনা ভয় বাসিওনা ভালো,
যদি ভয় করো তবে তাহারে হারাবে
হারাবে নিজেরে যদি ভালোবাসো তারে।
তার চেয়ে চিরদিন এই ঢের ভালো
হরিণী ও নিষাদের গতি চিরন্তনী।

১৪।৯।৪১

৬২

'—জীবন প্রভাতে তুমি প্রথম অরুণ'—
ভালো কি লাগিবে যদি বলি এই কথা ?
এরো চেয়ে আরো ভালো জানা আছে প্রিয়
যদি বা শুনিতে চাও বলিব তোমায়।
ছোট আঁকাবাঁকা পথ—সূর্যের আলোয়
চারিদিকে ফুলগুলি করে ঝলমল,
চলিলাম চিন্তাহীন অলস আরামে
জীবনে প্রথম তুমি নামিলে আঁধার !

শুনে কি চমক লাগে ? মিথ্যা কিছু নাই
শোনো আরো স্পষ্ট করে বলি তবে আজ
অন্ধকারে হারালাম নিজেকে প্রথম
তবু যেন নিজেকেই খুঁজিয়া পেলাম।
—'সূর্য তুমি নও জানি জীবন-আকাশে'
ভালো কি লাগিবে যদি বলি এই কথা।

২৬।১০।৪১

৬৩

নিভৃতে প্রাণের দীপে জ্বালিলাম শিখা
প্রথম প্রেমের শিখা যৌবন উন্মেষে,
সে দীপ নিভিয়া গেল কবে কোন ক্ষণে
তবু জানি এ জীবন হয়নি আঁধার।
বারে বারে ফিরে গেছে পথের পথিক
চলে গেছে ছুঁয়ে দিয়ে প্রাণের প্রদীপ,
বারে বারে শিখা তাই উঠিয়াছে জ্ব'লে
তাই জানি এ জীবন হয়নি আঁধার।

সে অব্যক্ত কোন জন? কী আছে তাহার?
ফিরে ফিরে তারি স্পর্শ পেয়েছে অন্তর,
পঙ্কিল আবর্তময় জীবনের স্রোত
তাহারি আলোক পেয়ে হয়েছে নির্মল।
এক ও বহুর মাঝে শুধু পুণ্যক্ষণে
প্রাণের প্রদীপে সেই জ্বলিয়াছে শিখা।

২৮।১০।৪১

৬৪

ভুলিবে আমারে ?   কেন ?   নতুন নয়ন
যদি আঁখিপাতে আনে নতুন আবেশ,
বলিতে বলিতে কথা যদি পড়ে মনে
নতুন সুরের রেশ নতুন কণ্ঠের,
চলিতে পথের মাঝে যদি পথ ছেড়ে
সাধ যায় বনানীর সবুজে হারাতে—
তবু—তবু অনুরোধ এইটুকু শুধু
আমায় যেওনা ভুলে তুমি সেইক্ষণে।

'বাঁচিয়া রয়েছি আমি'—এই অনুভূতি
এটুকু তুমিই শুধু দিয়ে যেতে পার,—
বাঁচিবার সাধ আছে অসীম অগাধ
পুরণের অধিকার শুধুই তোমারি,
ভুলে যেতে চাও যদি তবুও ভুলোনা
নতুনের পাশে রেখো পুরাণো আমায়।

২।১১।৪১

৬৫

স্বর্গের মন্দার চাও ?   কোথায় পাব তা ?
পৃথিবীতে ফোটেনা তো স্বর্গের মন্দার !
দুদিনের ফুল নিয়ে শুধু বেচাকেনা,
হাসি ও কান্নার দামে তাহারা বিকায় ।
এ জন সে জন ফুল কিনে নিয়ে গেছে,
তুমি যদি নিতে চাও নিয়ে যাও তাই,
যদিন বিকচ রবে তুমি দিও হাসি
শুকালে চোখের জল আমি দিব দাম ।

ধরণীর ধূলিম্লান আমি আর তুমি
আমরা কোথায় পাবো অম্লান মন্দার ?
কঙ্কর-কঠিন ধূলি-শয্যায় শয়ান
সাধ্য শুধু মন্দারের স্বপ্ন দেখিবার ।
তার চেয়ে কাছে এসে নিয়ে যাও আজ,
হাসি কান্না দাম দিয়ে দুদিনের ফুল ।

১৪।১২।৪১

৫৬

মনে পড়ে বলেছিলে এ ভালোবাসায়
আঁকিয়োনা সীমারেখা। প্রাণ মন সাথে
দিয়ো নিত্য অধিকার অবগাহনের
দেহের সাগর-তলে। সেথা হ'তে আমি
চুনিয়া চুনিয়া ল'য়ে মুকুতা বিথার
দোলাইব গলে যিনি আত্মার আত্মীয়
আত্মার আত্মীয় যিনি তোমার আমার
তোমার আমার আর এই জগতের।

আমিও চাহিনা প্রিয় সীমারেখা কোনো,
শঙ্কিত-হৃদয়ে তবু কাঁপে ভীরু ভয়,
যদি সূত্র ছিঁড়ে যায় তরঙ্গ আঘাতে
ভ্রষ্ট মুক্তাগুলি তবে মিলিবে কোথায়?
তাই দেহ-মন-প্রাণ-সীমারেখা হ'তে
তুলিয়া ধরিতে চাই এই অনুভূতি।

২৩।১২।৪১

৬

শোনো ভেবে দেখ মিছে হয়োনা অধীর,
সত্যই জীবনে যদি ভালবেসে থাকো
এ বিচ্ছেদ আনিবেনা কোনো দুঃখ মনে
বেদনায় চূর্ণ হ'য়ে যাবেনা জীবন।
জলের উপরে ভাসে স্নেহ-প্রচ্ছদের
অপরূপ সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনুচ্ছটা,
জলভারক্লান্ত-মেঘ-মেদুর অম্বরে
সেই বর্ণবৈচিত্রের স্পষ্ট অনুভূতি।

তুচ্ছ জল, তুচ্ছ মেঘ, তুচ্ছ বর্ণচ্ছটা,
শুধু তুচ্ছ নয় জেন পূর্ণ লাবণ্যের
পূর্ণতম অনুভূতি আনন্দমধুর—
যা পরিপূর্ণতা আনে খণ্ডিত জীবনে।
আমায় ভুলিয়া গেলে ক্ষতি কিছু নাই,
সে লাবণ্য অনুভূতি ভুলিয়োনা শুধু।

২৭।১২।৪১

বৃথা কেন এতো অভিমান ! দেখো চেয়ে
নয়নে নেমেছে আজ বেদনার ছায়া
অন্তর মথিত ক'রে গাঢ় আলোড়নে,
জানিনা—সে গরল কি অমৃতের মায়া !
জীবনের ক্ষীণসূত্রে গ্রন্থি দিয়ে দিয়ে
রেখে দিতে চাই আজ তোমার আমার
ছোট খাট সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু ব্যথা—
একান্তই আমাদের দিবস নিশার।

তবু মুছে মুছে যায় মৃদু অনুভূতি
জলের আল্পনা যেন পৃথিবীর বুকে,
অন্তরে বিক্ষোভ ওঠে শূন্যতার বিষে
ভালোবাসিবার শক্তি-হীনতার দুখে।
তোমার চেয়েও জেন আমি ভাগ্যহীন,
বহি জীবনের প্রেমশূন্য রাত্রিদিন।

২।২।৪২

৬৯

তুমি যে ভুলিয়া যাবে জানিতাম—তাই চিঠিগুলি
নিশীথ-শয়ন-তলে সুগোপনে রাখিয়াছিলেম,
হঠাৎ ভাঙিলে ঘুম মাঝরাতে দেখিতাম খুলি
শত-অক্ষর-ফাঁদে ধরা দিত সুগভীর প্রেম।
মধুর প্রলাপ কত হাসি আর কৌতুক কথা,
কত সম্ভোগ-স্মৃতি অকারণ কত অভিমান,—
ভাবিতাম ভোলো যদি তবু কোনো বেদনা পাবোনা।
তোমার লিপিকাগুলি দেবে জানি শেষ সম্মান।

শেষ সম্মান? হায়! তাও আজ হোলো পরিশেষ
বৃথাই পত্রগুলি এতদিন রাখিয়াছিলাম,
হারাণো কালের গতি জানে কেউ? কোনো উদ্দেশ?
জানিলে সে দিনগুলি পুনরায় ফিরায়ে নিতাম।
নাই নাই প্রিয়তম নাই প্রিয় কোন সান্ত্বনা
কোন সান্ত্বনা নাই পুরাতন স্মৃতি-মন্থনে,
মনের স্বরূপ বুঝি এতদিন মন জানতোনা
তোমায় বাঁধিতে তাই চেয়েছিল লিপিবন্ধনে।
তুমি তো ভুলিয়া গেছ লিপিগুলি আমি ভুলিলাম
কে জানে কোথায় আছে কার কাছে ক্ষণিক বিরাম।

৮।২।৫২

৭০

এই শুধু? এর বেশি আর নেই বুঝি?
এর বেশি দিতে বুঝি পারোনা আমায়?
এরি তরে এতদিন এত বোঝাবুঝি
অশ্রুম্লান জীবনের মর্মরিত ছায়?
সুদূর দিগন্তে গিরি কঙ্কর-কঠিন
আমি ভুলে ভাবিলাম নীল-মেঘোদয়,
চলিতে চলিতে পথে সুখতন্দ্রালীন
চমকিয়া দেখিলাম ভূমি শিলাময়।

তা হোক, তবুও দাও যতটুকু পারো
পৃথিবীর দীনতায় করিয়ো করুণা,
যতটুকু পাবো ফিরে দাম দিব তারো,
আজো যেন মনে হয় ধরণী তরুণা।
এর বেশি যদি কিছু না-ই দিতে পারো
তাই দিও যেটুকুতে ক্ষতি নাই কারো।

১২।৪।৪২

৭১

জেনো অবসাদ শুধু আর কিছু নয়
ক্লান্ত চোখে ফেলে ছায়া গাঢ় অবসাদ,
জেনেছি জানার যাহা, যা বেদনাময়
মনে ও ভুবনে আর নাহিক বিবাদ।
এতদিন ভাবিতাম—সাধিতাম কত
প্রাণ দিয়া করিতাম প্রাণের সাধনা,
ভালোবাসিতাম যারে আপনার মতো
ছিঁড়িত সে বারবার হৃদয়-বাঁধনা।

আজ জানিয়াছি মনে নহে সে আমার,
ভুবনের ধন যাহা—ভীরুর মতন
আঁকড়িতে চাহিয়াছি তারে বার বার
প্রহৃত হয়েছে শুধু বিহ্বল নয়ন।
নয়নে নেমেছে তাই গাঢ় অবসাদ
এ নহে বেদনা প্রিয় নহে পরিবাদ।

২৫।৪।৪২

৭২

আমাকে মনে কি পড়ে ? যখন সন্ধ্যায়
দক্ষিণের বাতায়নে মৃদু গুঞ্জরণে
বায়ু এসে ছুঁয়ে গেলে রজনীগন্ধায়
জাগিয়া স্বপন দেখো বিমুগ্ধ নয়নে।
অথবা নিশীথরাতে অজস্র কৌতুকে
বন্ধু-দল-সঙ্গ-রস-তৃপ্ত ক্ষণগুলি
উচ্ছল যাপন করো নিদ্রাহীন সুখে—
রাজার মতন দাও অন্তর উন্মূলি।

সাঁঝের আঁধার জমে এ ঘরে আমার
জ্বেলেছি নূতন দীপ আজ অকারণ,
সুমুখে ঘরের পাশে ভীরু লতিকার
দুটি ফুল ফুটিয়াছে হলুদ বরণ।
যেমন নিশীথ যায় প্রভাত তেমন
বুঝিতে পারিনা আজো কেন কাঁদে মন।

২।৫।৪২

৭৩

আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জপীড়িত আকাশে
দেখিতে কি পাও বদ্ধ হৃদয় আমার ?
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ নভ আলোক-সম্পাতে
কী দৈন্য কিসের যেন করিছে প্রচার ?
ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাই ওই মেঘজাল
নখাঘাতে দীর্ণ করি বিস্তীর্ণ আঁধার,
রক্তবিন্দু হ'তে জাত কমল-কোরকে
হে দেবতা করো তুমি চরণ-সঞ্চার।

পুঞ্জে পুঞ্জে স্তূপীকৃত বেদনার মেঘে
ব্যথিত ও ক্লিষ্ট ক্লান্ত এ নেত্র-মণিকা,
মূক জড় জীবনের ভাষাহীন ভাবে
পঙ্কিল হয়েছে শুধু রক্তের কণিকা।
হতভাগ্য পৃথিবীর হায় অভিশাপ।—
সমাজ সংস্কার আর বাসনা-বিলাপ।

৭।৬।৪২

তোমার মনে কি পড়ে প্রথম যেদিন
আমায় জানায়েছিলে অন্তরের আশা
বলেছিলে চিরকাল রবে অমলিন
ভুলিব না আমাদের এই ভালোবাসা।
সেই আজো দিন আসে দিন চলে যায়
সেই তুমি ঘুরে ফিরে আসো বার-বার
অভ্যস্ত জীবন চলে পুরাণো চাকায়
ও-নয়নে নাই শুধু স্নিগ্ধ ছায়া আর।

এর চেয়ে ভালো ছিল ভুলে চ'লে যাওয়া
না হয় জ্বলিত ব্যর্থ বাসনার শিখা,
বিকালে বহিলে ছাতে মৃদুমন্দ হাওয়া
কাঁদিতাম লিখিতাম শত কামলিখা।
স্মরণ কোরোনা আর ভুলেরে বহিতে
প্রত্যহের গ্লানি আর পারিনা সহিতে।

৮।৬।৪২

১৫

এরো বেশি চাও বুঝি? আর কিছু নেই,
দিয়েছি নিঃশেষে তুলে যা ছিল দেবার,
হাসি কান্না প্রীতি মোহ আলো-ছায়া-ঘোর
তোমার রয়েছে সাধ্য যেটুকু নেবার।
তার বেশি আছে যাহা সে কি দেওয়া যায়
আভাস পেয়েছি তার কখনো চকিতে,
সহসা ভাঙিলে ঘুম নিশীথ জ্যোৎস্নায়
হৃদয়ে আনন্দ আর পারিনি বহিতে।

সে আনন্দ যতবার দিতে গেছি আমি
ততবার অশ্রুজলে হয়েছে মলিন,
কোথা হ'তে দৈন্য আসে জানে অন্তর্যামী
কে করে পঙ্কজে হায়। ধূলিপঙ্কলীন।
যেটুকু পেরেছি দিতে দিয়েছি তোমায়
আরো চাও? এর বেশি মিলিবে কোথায়

১৭।৮।৪২

৭৬

এপারের শেষে বল প্রিয়তম ওপার আছে কি কোনো,
ওপারেও নামে কান্নায় ভরা জমাট জ্যোৎস্না রাত ?
এমনি ক'রেই চলে চিরদিন মেঘে মনে মন্থনও
চেয়ে চেয়ে শুধু জ্বালা করে শেষে বিনিদ্র আঁখিপাত !
ওপারের কথা থাক প্রিয়তম, এপারের কথা শোনো
আজকের এই শীতল-বাতাস-ঝিমানো বিজন ছাতে
শুধু আমাদের দুজনার কথা শুনতে চাও কি কোনো
জল-ঝ'রে-যাওয়া মেঘের ছোঁয়ায় বিকল জ্যোৎস্নারাতে ?

এপারের কথা থাক প্রিয়তম এপারের কথা থাক,
এপারের কথা আজো কি ভাষায় হয়েছে কোথাও বলা ?
আকাশের থই পায়না মেঘেরা ভেসে যায় নির্বাক,
আবছা আলোর ইঙ্গিতে হায় চিরদিন শুধু চলা !
চেয়ে চেয়ে তাই জ্বালা করে শেষে বিনিদ্র আঁখিপাত
ঘন কান্নার মত লাগে যেন জমাট জ্যোৎস্না রাত।

২৫।৮।৪২

৭৭

দেখেছ আজিকে কেমন আঁধার, নিবিড় আঁধার রাত।
লাল নীল আর শাদা তারাগুলি নেভে জ্বলে বারে বারে,
নরম ছোঁয়ার আবেশ বুলাক তোমার কঠিন হাত
নিবানো থাকুক রাত্রির আলো দেয়ালের একধারে।
দুচোখে তোমার জড়াবে আঁধার পড়িতে পারো না ভাষা,
এলোমেলো রুখু চুলগুলি শুধু কপালে লাগাবে ছোঁয়া,
চটুল কূজন শুনিব না আজ শুনিবার নাই আশা,
আগুনের আলো নাই যদি আনো—এনো না কথার ধোঁয়া।

শোনো প্রিয়তম, কলহ আমার প্রেমদ্বন্দ্বের নহে
আর কাহাকেও ভালোবাসো যদি সে নহেক অপরাধ,
ভালোবাসো কম শুধু এইটুকু অন্তরমূল দহে
সকল বেদন ভুলানো তাইতো আঁধারে ডোবার সাধ।
বুকের দুয়ারে মরিব আজিকে নির্মম বাহুপাশে
আরো ঘন হ'য়ে নামুক আঁধার অকূল নিশীথাকাশে।

২৮।৮।৪২

৭৮

দাও তুলি আর রঙগুলো এনে, দাওতো এদিকে প্রিয়,
আরেকটু রঙ দেবো লাল ফুলে, একটু সবুজ তৃণে,
আমার মনের রঙ লেগে ওরা হবে আরো রমণীয়,
খুসির আবীরে আজকে সকল ভুবন নেবো গো কিনে।
কি করবো বলো—আনবো সেতার? বাজাবো ভূপালী সুর?
যদি ভালো লাগে শুনবে কি তবে মৃদু মৃদু দুটি গান?
—তার চেয়ে চল ছুটে চলে যাই অনেক অনেক দূর
অসহ্ সুখে আমরা যেখানে ভেঙে হবো শত খান।

কি চাও আজকে বলো প্রিয়তম, সব কিছু দেবো এনে
হাসি কান্নার আলোক আঁধার আদর ও অভিমান,
ছল অনুনয়ে চতুর প্রণয়ে যাবে তুমি হার মেনে
যা কিছু আমার আছে সব আজ নিঃশেষে দেবো দান।
কি হ'লো তোমার? বোঝোনি এখনো কেন এ আকুল মায়া?
তোমার নয়নে দেখেছি আজকে তোমার মনের ছায়া!

২৯।৮।৪২

৭৯

সব কি জেনেছ ? আর কিছু বুঝি বাকি নাই জানিবার ?
এমন করিয়া প্রকাশ পেয়েছে আমার মনের ভাষা ?
কুশল প্রশ্ন শুধায়েছিলাম, কিছুই বলিনি আর—
কেমন করিয়া ধরা দিল তাতে সুগোপন ভালোবাসা ?
প্রথম মিলন রাত্রে বধুরা আনন্দ উন্মাদ
অতি-অকরুণ আলোক-পরশে কাঁদে কি নগ্ন-কায়া ?
অপূর্ব সুখ-সম্ভোগে ভীরু লজ্জা সাধিছে বাদ—
কখনো গোপন কখনো প্রকাশ স্বীয় অন্তর ছায়া।

যতবার ভাবি, ভালোই হয়েছে তুমিতো নিয়েছ জেনে,
শত-উচ্ছ্বাস-বিধুর হৃদয় ভাঙে যেন ততবার,
অমরাবতীর সুধা-নির্যাস কে দিল হঠাৎ এনে
কুমারীর ভীরু সংস্কার কভু করিছে তিরস্কার।
তোমার স্পষ্ট বাণীর আঘাতে ভেঙে দাও সংশয়,
না-বলার চির-বেদনার শেষে হোক প্রকাশের জয়।

৩০।৮।৪২

৮০

একদা যখন আমরা দুজন ছিলাম স্বাধীন-চেতা,
আমাদের মাঝে ছিল না তখন এতটুকু ব্যবধান,
মসৃণ ছিল যে জীবন-পন্থা কাজেই হারা ও জেতা
ক্ষুব্ধ করেনি কভু আমাদের অনন্ত অভিযান।
তারপর সে কি ক্লান্তিই এলো, অথবা লীলাচ্ছলে
এখানে ওখানে রচিলাম ক্রমে একটি কি দুটি বাধা।
স্বপ্নেও কভু ভাবিনি তখন একদা অশ্রুজলে
এমন তিক্ত সমাপ্তি পাবে মধুর সাধের কাঁদা।

গর্ভশয়নে ভ্রূণ হ'য়ে ছিল একান্ত অসহায়
তারি যৌবনে আপন মৃত্যু গণিছে মায়ের বুক,
আমরা যাহার জন্ম দিলাম সেই অবশেষে হায়
স্বত-বিবর্দ্ধ-কায় আমাদেরি পেষণেও উন্মুখ।
আবার ফিরিয়া যাবো কি আমরা সেই পুরাতন পথে,
ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর খুঁজিয়া মিলিবে কি মনোরথে?

২।৯।৪২

৮১

স্বপ্নের মাঝে তোমার পত্র পেলাম কালকে রাতে
খামখানি ছিঁড়ে আগ্রহ-ভরে পড়িতে গিয়েছি যেই,
ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে প'ড়ে গেল শুধুই কল্পনাতে
তৃপ্তিবিকার, বাস্তবে কিছু আসল বস্তু নেই।
কটাক্ষপাত করিবে কি হেসে মনস্তত্ত্ববিদ্
জটিল মনের গহন পন্থা সব কি ওদের জানা!
জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে মর্মভিদ্
হয়তো তারাই আজো অতৃপ্ত স্বপ্নেও দেয় হানা।

তুমি আর আমি আমরা সবাই মুখোস পরিয়া আছি
প্রয়োজন মত বিনিময় করি টেলিগ্রাফিক ভাষা,
অদৃশ্য কোন চুম্বক-বলে যত আসি কাছাকাছি
স্থির নিশ্চয় তবু জানি মিছে মন মেলিবার আশা।
ঘুম আসে আর ঘুম ভেঙে যায় মেলে শুধু চিঠিগুলি
পড়িতে পারিনা অক্ষর-মালা সরল নয়ন তুলি।

৪।৯।৪২

৮২

দুষ্যন্তের অঙ্গুরীয়ের কথা জানো নিশ্চয়,—
সেই যার ফলে হ'লো অবশেষে মিলন-সংঘটন ?
আমাদেরো যেন ঐ জাতীয়ই ছিল কিছু মনে হয়
হারিয়ে যা আজ ভোগ করি শুধু নিত্যই অনটন।
তাইতো এখনো সহিতে পারিনা স্খলন পতন ত্রুটি
বারে বারে ভাবি একি সেই নয় তবে কি করেছি ভুল !
সময় যাহার কেটে যায় শুধু যোগাতে দিনের রুটি
ভাগ্যের ফেরে তারো চাই বুঝি সুরা ও গোলাপ ফুল !

অনেক সময় কেটে গেছে আর মিথ্যে কাটানো কাল,
আজ হ'তে সুরু হোক আমাদের অঙ্গুরী-সন্ধান,
পাই যদি ভালো, না পেলেও আর বহিব না জঞ্জাল
এইখানে এই মাটীর উপরে রচিব বাসস্থান।
কালের চক্র ঘুরে চ'লে যায় আমরা পেছনে থাকি
যা পাই না সে তো পাই না কখনো যা পাই তাতেও ফাঁকি।

১৪।৯।৪২

৮৩

জানি জানি আমি এ শুধু ক্ষণিক তবুও নিত্য ভাবি
জনসমুদ্রে চলিতে তোমার মুহূর্ত্ত বিশ্রাম,
পথিকের চেয়ে জানি বিচিত্র কঠিন পথের দাবী,
বেদুইন মন তাই বুঝি চায় পথ চলা অবিরাম।
তবুও যখন আসো আরো কাছে শুধাও কুশল কথা
মনে হয় যেন তুমিও আমার ছিলে বুঝি চিরদিন,
একটি বৃন্তে যুগল ফুলের মতন মধুব্রতা
অনন্তকাল আমরা দুজন ছিলাম সুদক্ষিণ।

আচ্ছা বলতো মিথ্যে ক'রেই এমনি যদিবা ভাবি
তোমার কিংবা অন্য কাহারো হয় বুঝি কোনো ক্ষতি?
আমি কি জানিনা জগতের কাছে আমারো যে কোনো দাবি
একটু আদর পাবে না কখনো যতই জানাই নতি।
কৃপণের মতো তুমিইতো হায় চাওনা কিছুই দিতে
তাইতো এমন বিকাই নিজেকে মিথ্যার বউনিতে।

১৬।১।৪২

৮৪

আমরা দুজন নগরেই থাকি নাগরিক-নাগরিকা
গহন মনের অন্ধ অতলে নিজেকে গোপন রাখি,
অতি-বিদগ্ধ নগর-জীবন যতই লাগুক ফিকা
দেখা হ'লে মৃদু হাস্য-আলাপ বিনিময় ক'রে থাকি।
কীটের মতন ব্যথিত বাসনা বিঁধিছে মর্মমূল
তারি বিষাক্ত প্রদাহে নিয়ত দেহমন জর্জর,
দিক-দর্শন-ভ্রান্ত নাবিক পাইনা যখন কূল
বিনিদ্র চোখে নামাই নিশীথে অশান্ত নির্ঝর।

একে অন্যকে চিনিনা আমরা তবুও ভালোই বাসি
অদৃশ্য সেই শক্তির পায়ে জানাই নমস্কার,—
জন-সমুদ্রে এমন নিকটে কী ক'রে আমরা আসি
কৃতজ্ঞ তাই করি অনুভব বিস্ময় বার বার।
দুঃখের ভাগ দিইনা, নিত্য গর্বিত বিষণান,
প্রভাত-বেলায় দেখা হ'লে দিই হাসিটুকু অম্লান।

১৭।৯।৪২

৮৫

দরোজা তোমার খোলা রেখো আজ রাত্রির শেষ যামে,
পূবের আকাশে ভীরুর মতন কাঁপলে ভোরের তারা,
আবেশে যখন চোখের পাতায় ঘন হ'য়ে ঘুম নামে
একটি প্রহর জেগে থেকো তুমি না হয় নিদ্রাহারা।
আলো ও আঁধার জড়াজড়ি ক'রে এলে দক্ষিণে বামে
না হয় নামিও আমার জন্য ক্ষণিক অশ্রুধারা।
জানি জানি আমি দিনের জগতে এর উল্টোই ঘটে
হাসি-খুসি-ভরা ঢেউ লেগে ওঠে চির-ক্রন্দন তটে।

আর আমারও সে ক্রন্দন জানি সে সময় হবে শেষ,
শেষ রাত্রির শীতল বাতাসে আসবে দুচোখ বুজে
জাগ্রতে যাকে পাইনা তাকেই টানবে স্বপ্নরেশ
না বলতে নীল-পদ্মের মালা আনবে তুমিই খুঁজে
ক্ষণিকের ছলে মিলবে হঠাৎ চিরন্তনের দেশ
চির-মিলনের রাখী-বন্ধন চির-চঞ্চল ভুজে।

১।১০।৪২

৮৬

মেঘে বিদ্যুতে খেলছে পঞ্জা এস আমরাও খেলি
হারা ও জেতার অভিমান ভোলা হোক আমাদের পণ,
শবের চাদর যদিই বা হয় রক্তবরণ চেলি
এক সুরে তবে বাজুক না হয় বোধন বিসর্জন
এখনো তবুও রাতটুকু আছে এসো আজ বেলাবেলি
কাজ সেরে নিয়ে খেলব আমরা নিরুদ্বিগ্ন মন।

এতদিন পরে বুঝেছি এবার এসেছ অনেক ঘুরে
বাঁধা ঘর তাই ভাঙো বার বার তোমার পথের সুরে।

পথের হিসাব যদি মনে পড়ে পেয়োনা লজ্জা মনে
হোয়োনা ক্ষুব্ধ যদি বা হঠাৎ রাগ করি অকারণ,
মূর্খের মত অশ্রু-আভাষ খুঁজোনা চোখের কোনে
ঠোঁটের হাসিতে খুসি হয় জেন যারা বিদগ্ধ জন।
তুমি আর আমি যাওয়া-আসা করি পথে যারা জাল বোনে
হয়তো তোমার জীবনে তাদেরো নিতান্ত প্রয়োজন।

১।১।০৪২

৮৭

কী আর হয়েছে এমন কতই হ'য়ে গেছে বহুবার
নূতন করিয়া দুঃখ পাবার কারণ কিছুই নাই।
ভাগ্যের সাথে করেছি আপোষ, কোনো বেদনাই আর
আগেকার মতো তেমন কঠিন আঘাত হানেনা তাই।
থাক প্রিয়তম, বোলো না কিছুই, যা আসে দুর্নিবার
তারি তরঙ্গে নূতন পথের ইঙ্গিত শুধু চাই।
কবে কোনদিন কি ব'লে গিয়েছ রাখনি যে সব কথা,
আজ অকারণ সেই সব ভেবে কেন পাই মনব্যথা ?

তার চেয়ে এস আরো ঘন হ'য়ে, একটু প্রসাদ দাও
উচ্ছল হ'য়ে বলো আমাকেই ভালোবাসো চিরদিন,—
আশ্বাস যদি নাই পাই তবু যত খুসি ব'লে যাও—
তুমি কাছে এলে দেখেছ কখনো এতটুকু উদাসীন ?
তারপর আছে অনেক সময়, সুতীক্ষ্ণ বেদনাও
—তুমি না এলেও—কালের প্রলেপে ক্রমশই হবে ক্ষীণ।

৯।১০।৪২

৮৮

এই ভুলে যাওয়া যদি এতো স্বাভাবিক,
কেন তবে আনো.ছল বিদায়-বেলায় ?
ঝাপসা চোখের তারা কোন বেদনায়,
কূল কি হারাল শেষে তরুণ নাবিক ?
কোথা হ'তে আসে এতো অতৃপ্তি হায় !
এর চেয়ে বেশি বলো পেয়েছি কখন ?
নিষ্প্রভ চাঁদ আজো দেখেনি তপন,
আগুনে রোদের জালা দুপুর বেলায়।

জীবনে যা নাই তার কে দেখে স্বপন,
ছিলনা যা তার শোকে কে পায় বেদনা ?
অন্বেষী আছে তবু হৃদয়-চেতনা
কোথাও লুকানো আছে হারানো রতন !
যেখানে ছিলাম তার আনন্দ-কণা
স্মৃতি-গুঞ্জনে বুঝি বিহ্বল মন।

১৩।১০।৪২

৮৯

প্রশ্ন করব তুমি উত্তর দাও
কতখানি ভালোবাসো বলো আজ তাই,
ধরা ছোঁয়া বাইরের যতটুকু পাই
তুমি কি হৃদয়ে শুধু সেইটুকু নাও ?
যখন থাকো না কাছে দূরে চ'লে যাও
রাতের আঁধার নামে সন্ধ্যা তারায়,
ফুলেরা বিজন বনে সুরভি হারায়—
তখনো কি আমাকেই অন্তরে চাও ?

আমি তো পাইনা দিশা ভাবি যতবার
কাছে আসা দূরে যাওয়া একি হয় মনে,
আকাশ ও সাগরের নীলে একাকার—
ঊর্ণনাভেরা মিছে গুঞ্জন শোনে।
অতৃপ্তি আজো মনে কেন দুজনার,
স্পর্শমণির ছোঁয়া লাগেনা জীবনে ?

২০।১০।৪২

৯০
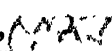
ভুলে যাও সব যা কিছু বলেছি—ভুলে যাও ভুলে যাও,
মিথ্যা বলেছি তুমি চ'লে গেলে হবেনা কিছুই ক্ষতি,
ক্রূর এ প্রকৃতি, তবু একবার প্রেমিকের মত চাও
তুমি যতখানি দেবে আমি ঠিক ততটা ভাগ্যবতী,
আরেকটু কাছে এস প্রিয়তম, আরেকটু প্রেম দাও
অতি চঞ্চল জীবন-প্রবাহে শিথিল কোরোনা গতি।
আমারি সময় কাটেনা শুধুই তুমি যদি যাও দূরে,
নিরালায় এলে মন ভেঙে পড়ে পুরাণো দিনের সুরে।

আর যারা আছে তাদের সময় তেমনি তো কেটে যায়
সকাল-বেলার সোনার রৌদ্রে নতুন জীবন আনে,
রঙীন স্বপ্ন সন্ধ্যাবেলায় মদালস বাসনায়
দখিন হাওয়ায় করে বিহ্বল উচ্ছল গানে গানে,
এই পৃথিবীতে আমার মতন কেউ কি তোমাকে চায়,
আমি যত জানি তোমার হৃদয় কেউ কি এমন জানে!

১২।১১।৪২

৯১

তোমার প্রেমের রাজ্যে চিরন্তন দিয়েছ স্বাক্ষর
সে অধিকারের গর্ব প্রিয়তম গৌরব আমার।
পুষ্পায়িত প্রাণলতা মধুক্লান্ত অসংখ্য ভ্রমর
রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলি ফিরে ফিরে আসে বারংবার।
তোমার প্রেমের স্বপ্নে রাত্রিগুলি করেছ মহৎ
দেখেছি নক্ষত্রপথে উৎসুকের নব সম্ভাবনা,
শুনেছি স্পন্দনধ্বনি হৃৎপিণ্ডের মোহমুগ্ধবৎ—
তৃণে তৃণে রোমাঞ্চিত ধরণীর সন্তান কামনা।

তোমার প্রেমের স্পর্শে সর্বদুঃখ করেছ উজ্জ্বল,
প্রখর সুখের দীপ্তি বেদনায় হয়েছে মোহন,
বহুদূর ছিল যাহা কাছে এনে করেছ কোমল,
একান্ত নিজস্ব যাহা হয়েছে তা সর্বসাধারণ।
জানি আমি প্রভাতের ফুলোৎসব একদা মলিন
সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সুন্দরের আরতি নিঃশেষ,
তবু জানি কাব্যে শিল্পে পেল যারা প্রেরণা নবীন
তাদের জীবন-স্পর্শে কাম হোলো প্রেম নির্বিশেষ।
তোমার হৃদয়ে আছে চিরন্তন দৃপ্ত অধিকার
সে অধিকারের গর্ব প্রিয়তম। গৌরব আমার।

১১।১১।৪২

১২

তোমার জীবন স্রোতে ঘূর্ণাবর্ত বিচিত্র তরঙ্গের,
অশ্রান্ত অসংখ্য-কর্ম-উচ্ছ্বসিত বহির্জগৎ,
পেয়েছ আনন্দ-সঙ্গ অবিরাম অজস্র সঙ্গীর
উজ্জ্বল আসব-রসে কেটে গেছে নিশা স্বপ্নবৎ।
আমার জীবনরঙ্গে একমাত্র অভিনেতা তুমি,
প্রথম নিশার চাঁদ রাত্রিশেষে দেখেছি পাণ্ডুর—
আকুল আগ্রহ-ভরে শতবার পদতল চুমি
হৃদয় শতধা হয়ে ভেঙে গেছে আনন্দ-আতুর।

তবু জানি দুজনার কারো ক্ষুধা আজিও মেটেনি
অন্তরের অন্তমূলে নিতান্তই আজো যে একাকী,
যত হোক কণ্ঠলগ্ন বিসর্পিল পুষ্পময় বেণী
দেখেছি মুহূর্তমাঝে বেদনায় বাষ্পম্লান আঁখি।
তবু শোনো ভয় নাই অনন্তের পেয়েছি আশ্বাস
এই একাকিত্ব জানি মিলনের চরম সোপান,
আর যত কিছু আছে, মৃত্যু তাকে করেনা বিশ্বাস
মহাকাল দিল শুধু নিঃসঙ্গকে চরম সম্মান।
জীবন-উৎসবে হায় আমাদের খণ্ড পরিচয়
যেখানে প্রভেদ নাই সেখানেই মিলন নিশ্চয়।

২৩।১১।৪২

৯৩

তুমি কি রয়েছ জেগে ?   মধুযামিনীর
জ্যোৎস্না কি পড়েছে এসে বিজন শয়নে ?
ঘরে প্রবাহিত হ'লে দক্ষিণ সমীর
তারাগুলি গোনো বুঝি বিনিদ্র নয়নে !
আমিও রয়েছি জেগে।   তোমার স্মরণে
হৃদয় মথিত হয় অমৃতে ও বিষে।
ক্ষণে তৃপ্তি ক্ষণে অশ্রু আসে অকারণে
বলিতে পারো কি বন্ধু ব্যথা যায় কিসে ?

মিলনেও নয় জানি, বেশ পড়ে মনে
তোমার আমার গাঢ় বাহুর বাঁধন,
তবুও ছায়ার পর্দা দেখেছি দুজনে
ছিঁড়িতে করেছি কত অক্লান্ত সাধন।
তুমিও একাকী আছ, আমিও একাকী
আমরা পেয়েছি শুধু চিরন্তন ফাঁকি।

২৫।১১।৪২

৯৪

শুধু আমি নই জানি—আরো কত জন
তোমার জীবনপথে এসেছে গিয়েছে—
কেউ বিশ্রাম শুধু চেয়েছে ক্ষণেক
কেউ বা আরামটুকু সঙ্গে নিয়েছে।
চাও প্রিয় একবার রাতের আকাশে --
শুধু কি সন্ধ্যা-তারা ? নয়গো তা নয়
সকালে বিধুর হ'য়ে যে আলোক হাসে
তাতেই আপন প্রাণ পায় তারাচয়।

তোমার মনের ছোঁয়া যারা পেয়েছিল
বলো বলো একবার কোথা আজ তারা ?
সর্বহারার প্রাণ যাকে চেয়েছিল
অকূল আঁধারে সে কি আজো পথহারা ?
বিজন নিশীথরাতে যে বেদনা পাও
কারো কি সজসুখে হয়না উধাও ?

২।২।৪৩

৯৫

আমার আপন-দুঃখে এতদিন বিভোর ছিলাম
নির্জন নিশীথরাত্রে মনে মনে করেছি মন্থন,
কত পুরাতন কথা শোচনীয় কত পরিণাম
কত বৃথা কামনায় বেদনায় করেছি ক্রন্দন।
সুকুমার উষা আর মোহময় নিশীথ-জ্যোৎস্নায়
গভীর-বেদনাময়ী প্রকৃতির চেয়েছি সান্ত্বনা,
প্রেমাস্পদ-নেত্রচ্ছায় বার বার বিফল মায়ায়
আমার আপন-দুঃখ-প্রতিবিম্ব করেছি কামনা।
মেটেনি সে সব আশা বলি যদি বাহুল্য সে আজ,
স্বতন্ত্র গণ্ডীর মাঝে বাঁধা থাকে প্রত্যেক মানুষ,
অবিচ্ছিন্ন মৃত্যুমাঝে প্রকৃতির চলে ফুলসাজ
সমতুল্য তার কাছে চুনি আর রঙিন ফানুস।

তবুও অন্তরতলে আনন্দের নাই পারাপার
যেদিক অদৃশ্য ছিল জীবনের পেয়েছি সে দিক,
সহাস্য প্রকৃতি থাক দাস্যহীন প্রেমিক আমার,
অমৃত ও বিষকুম্ভ ভাগ্যমত ভাগ ক'রে নিক।
বাষ্পময়ী অনুভূতি হোক তবে কঠিন আকার
আমার আপন ভাগ্য বহিবার শক্তি শুধু দিক।

৫।২।৪৩

১৬

বৃথাই আপন দুঃখে এতদিন বিভোর ছিলাম
উপাধানে অশ্রুজলে খুঁজিলাম বিফল সান্ত্বনা,
নূতন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দৃষ্টিদেশে প্রদীপ দিলাম
আলোয় বিলুপ্ত হোক আজ থেকে তিমির বেদনা।
কোথায় সাধক আছ পরিচ্ছিন্ন-জীবন-পিপাসা
অন্ধকার গুহাতলে কোথা কর ঈশ্বর-সাধনা,
শত মায়াপাশ থেকে পাও তুমি মুক্তির কী আশা
কোনখানে অবলুপ্ত হবে তব আঁধার-কাঁদনা।
আমি তো পেয়েছি মুক্তি নিজ হ'তে বাহির জগতে
আপনার দৈন্য হ'তে প্রেমিকের সুখের ছায়ায়,
বিফল সান্ত্বনা আমি খুঁজিব না আর আজ হ'তে
পরম আশ্বাস আছে প্রকৃতির উদাসীনতায়।

হে প্রিয় হে প্রেমাস্পদ হে প্রকৃতি স্বাধীনযৌবনা!
বৃথাই আপন দুঃখে এতদিন বিভোর ছিলাম,
আমার বেদনা হ'তে স্বাতন্ত্র্যের রেখেছ সান্ত্বনা
তোমাদের সুখোচ্ছল দিনগুলি আমিও নিলাম।
ভিখারীর জীর্ণতায় নাই মোর প্রেমের কল্পনা
ধনীর ললাট-দেশে জয়টীকা আমিও দিলাম।

৫।২।৪৩

১৭

প্রেম একদিন প্রিয় এসেছিল সরল শোভায়
স্বতঃ উৎসারিত ছিল অন্তরের অসীম বিশ্বাস—
বিরহ সরস হতো সঙ্গীতের সুর-মূর্চ্ছনায়
মিলনে মন্থর ছিল উৎসুকের চকিত নিশ্বাস।
হৃদয়ের পরিমাণ জানে কেউ? মায়ের স্নেহের?
আকাশের প্রান্তদেশে আলোকের উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস?
ভোগের অক্লান্ত ইচ্ছা স্বাস্থ্যবান সবল দেহের?
নির্বোধ শিশুর চিত্তে অকারণ গভীর আশ্বাস?
আমার নিভৃত নীড় নিজহাতে রচিয়াছিলাম,
আমার আপন সুরে করিতাম নিশীথ গুঞ্জন,
অভীপ্সিত আলোকের দেখিতাম ছায়া-পরিণাম
সানন্দ কৌতুক-ভরে করিতাম দিবস ভুঞ্জন।

প্রেম একদিন প্রিয় এসেছিল সরল শোভায়
সঙ্গে এনেছিল তার সুখোজ্জ্বল সতত যৌতুক,
অন্তর প্রশান্ত ছিল বিশ্বাসের আলোক-প্রভায়
ভাসিত নয়ন-ভঙ্গে তরঙ্গিত অজস্র কৌতুক।
একদিন এসেছিল আজ প্রিয় বিগত সেদিন
সরল উচ্ছ্বাস তার কিছু বাঁকা কিছু ঈর্ষালীন।

১১।২।৪৩

১৮

প্রেম এলো প্রিয়তম এতদিনে প্রকৃত শোভায়
পরিপূর্ণ অনুভূতি কে জানিত এমন বেদনা,
উদ্দাম তরঙ্গ বেগে প্রাণস্রোত মিশিছে কোথায়
পৃথিবী নিশ্বাস ফেলে জাগিলে কি ক্রন্দন চেতনা।
প্রিয়তম! ক্ষমা কোরো, প্রেম তুমি লওগো প্রণাম,
বাঁধিয়াছিলাম আমি তোমাদের সঙ্কীর্ণ-সীমায়
অন্ধ চেতনার মাঝে ভেবেছিনু শুধু অভিরাম
দেখি নাই কৃষ্ণছায়া নভপ্রান্তে ক্ষুণ্ণ নীলিমায়।
দেহের দেহলী-মূলে অপমৃত্যু বিদেহ প্রীতির
ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নয় দুই মিলে অপূর্ব মহৎ,
কথা নয় সুর নয় অনির্বাচ্য ব্যঞ্জনা গীতির
পূর্ব-জীবনের স্মৃতি চোখে ভাসে মৃত স্বপ্নবৎ।

প্রেম এল প্রিয়তম এতদিনে প্রকৃত শোভায়
প্রিয়তম! ক্ষমা কর প্রেম তুমি লওগো প্রণাম
নিষ্ফল গৌরব নিয়া কাঁদিলাম সুখে বেদনায়
বাঁধিতে পারিনা তাই তোমাদের বন্ধন নিলাম।
মহত্তে বাসিয়া ভালো লভিলাম দুঃখের ছায়ায়
বিচিত্র বিরোধ মাঝে তোমাদের ভালবাসিলাম।

১১।২।৪৩

৯৯

প্রেম এল প্রিয়তম জীবনের মহৎ শোভায়
মহত্তর জীবনের এল আজ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত,
শুধু দীপালোকে নহে, বিদ্যুতের কুটিল প্রভায়
দেখিলাম—শুনিলাম হৃদয়ের নিষিদ্ধ সঙ্গীত।
একান্ত পাবার ইচ্ছা—সে কি ঈর্ষা ? তবে তাই হোক,
বিচিত্র সম্ভোগ প্রীতি—সে কি কাম ? বাসনা-বিকার ?
বসন্ত ফিরিয়া যায়, কালসর্প খসায় নির্মোক
কীটদষ্ট পুষ্প তবু সূর্যালোকে হাসে নির্বিকার।
আমার আপনজন ভোলে কার মোহ ও মায়ায় !
পৃথিবীর সব শেষ ?—প্রেমিকের হৃদয় ভঙ্গুর ?
জীবন বিবর্ণ বুঝি প্রতিদিন মৃত্যুর ছায়ায়
স্বপ্ন-ভোগ-লালসায় কে জাগ্রত কাঁদে ক্ষোভাতুর।

প্রেম এলো প্রিয়তম জীবনের মহৎ শোভায়,
শুধুই আনন্দ নয়—নয় শুধু লীলা ও বিলাস
ঈর্ষা দ্বন্দ্ব অভিযোগ কাম ক্ষোভ মোহ ও মায়ায়
দেখিলাম অপূর্ণের পরিপূর্ণ প্রাণ অভিলাষ।
দেখিলাম বুঝিলাম এই তার আপন স্বরূপ
ভালো নয় মন্দ নয় সব মিলে শুধু অপরূপ।

১১।২।৪৩

১০০

এই ভালো প্রিয়তম! এই ভালো।—বাসনা-ব্যথায়
ভীরু হৃদয়ের এই চিরদিন ভয়ে ভয়ে চলা;—
যদি বা বেদনা পাও তবে আর কাজ কি কথায়?
বুকের কথাও মুখে কোন দিন হয়নাতো বলা!
শুধু আসে অভিমান, ফুল কাঁদে ভুলের লতায়,
আরক্ত হৃদয়ের লহু ঝরে কামনার ক্ষতে,
গানগুলি নিভে আসে সকরুণ মর্মরতায়,
বোঝাতে পারিনা কিছু, ক্ষণগুলি কাটে কোনমতে।

এই ভালো প্রিয়তম! দুজনার বাগানের মাঝে
একটি কাঁটার বেড়া সীমারেখা ভাগ করে দিক,
রঙের ও সুরভির মত্ততা উদাসীন সাঁঝে
লাগুক চোখের পাতে সুদূরের স্বপ্ন-প্রতীক।
এই ভালো প্রিয়তম—এই ভালো দূরে দূরে থাকা
বালু-বুকে একদার স্রোত-রেখা থাক শুধু আঁকা।

৪।৩।৪৩

১০১

চেয়ো না কিছুই তুমি প্রিয়তম! যদি ভালো লাগে
শুধু কাছে বসে থাকো—হাতখানি রাখো শুধু হাতে,
দেখো না হৃদয়ে কোন স্বপ্নেরা ঘুমায় ও জাগে
কতখানি ছায়া ফেলে চুপে চুপে নয়নের পাতে।
আমিও তেমনি প্রিয় শুধাবো না কোনো ইতিহাস
মেঘে হয়েছিল কিনা গাঢ় শ্যাম ধূসর ধরণী,
পুরাণো কাহিনী কথা নিয়ে আজো চলে কি বিলাস?
কোনো ঘাটে লেগেছে কি পথিকের উষর সরণি?

কিছু নয় প্রিয়তম! কিছু নয় পাওয়া আর চাওয়া,
মনের পরশটুকু খোঁজে শুধু কাঁদা আর হাসা,
ব্যাকুল বকুল শাখে বয় যদি দখিনের হাওয়া
চলাই সত্য;—আর পৌঁছুনো? সে
আমার মনের সুরে তব গান হয় যদি পাওয়া
সেইতো সহানুভূতি—জেনো প্রিয়, সেই ভালোবাসা।

৭।৩।৪৩

১০২

অশ্রু কোথায় ? হাসির ছোঁয়াচ লাগল আকাশে ঐ,
থাকনা ওখানে—কাঁটার বেড়াকে ভেঙে আর কাজ নেই,
এতদিনকার বিরোধ তবুও মধুমাস মানে কই ?
ঘুম ভেঙে গিয়ে জাগল ফুলেরা বসন্ত এল যেই।
নতুন দিনের আগুনে পুড়ল পুরানো দিনের খেই
তোমার আমার বাগানের মাঝে ছিল যে কাঁটার তার,
হঠাৎ ফুলের গ্রন্থি-বাঁধনে বাঁধল হৃদয় সেই
মিলনের সেতু পার করে দিল বিরহের পারাবার।

তোমার বাগানে সন্ধ্যামালতী আনতো লালবাহার
আমার বাগানে শাদা শিউলির নিবেদন বারোমাস,
দিনে ও রাত্রে বাধত বিবাদ মানতো না কেউ হার
কখনো আমার কখনো তোমার চল্‌তো দীর্ঘশ্বাস।
হঠাৎ কাঁটার বেড়ায় ফুলের উঠল উচ্চহাস
আমাদের চোখে দেখেছে বুঝি সে সহসার উল্লাস।

৪।১০।৪৩

১০৩

তারুণ্যে তব প্রথম ধূসর প্রভাতের বিস্ময়
সঙ্গীতে তব ভীরু ও মৌন হৃদয়ের অবদান,
তোমার দেহের দেউলে প্রথম দেখেছি প্রাণের জয়
ধরণীর ধূলি-কণিকায় নেমে স্বর্গ পেয়েছে মান।
দেবতা! তোমার দয়া চাহে নাকো নির্মম পূজারিণী,
দেবালয় শুধু অশুচি কোরোনা অশুচি জনের তরে.
পৃথিবীর হাটে দয়া আর দামে চলে জানি বিকিকিনি
সেখানে আমার কোন দাবি নাই কাহারো জীবন 'পরে।

আমার দিবসে দিবস গাঁথিয়া এনেছি মুক্তাহার
বিনিময়ে তার ফিরে পেতে চাই তোমার প্রসাদ শুচি,
লোভী ও কামুকে ভোগের থালিকা ছুঁয়ে যায় বার বার
ছায়া ম্লানিমায় দীপ্তি নিভায় আলোর শুভ্র রুচি।
তোমার হৃদয়ে প্রেমের পূজায় আছে মোর অধিকার,
অশুচি জনের স্পর্শে কলুষ কোরোনা দেহের দ্বার।

২৩।১১।৪৩

১০৪

আনন্দে আমি সবার সঙ্গে বেদনায় শুধু একা
তাইতো আমার কাব্যে রয়েছে বেদনার ছায়া বেশি,
খুসি ভরা কথা বলে যাই যবে সবার সঙ্গে দেখা
একলা উধাও অশ্রু-গহনে পন্থা নিরুদ্দেশী।
আমার যেটুকু ধরা-ছোঁয়া যায় দূরে কাছে শেষাশেষি
আর কারো সাথে সেখানে আমার একটু তফাৎ নেই
ঘন-বর্ষার তড়িল্লেখায় হৃন্মূল-উন্মেষী
অশ্রু-জলের নামে নির্ঝর মেঘ-দল ঘেরে যেই।

জীবন যেখানে দেউলিয়া হয় শুধু তারি সংবাদ
এনেছি আমার পত্রপুটের শ্যামল ছায়ার তলে,
মুছে ফেলে দিতে চাই একেলার সম্ভোগ-পরীবাদ
দিনের প্রলাপ গাঁথা হ'য়ে যাক রাতের অশ্রুজলে।
যেটুকু তোমায় পারিনা বলিতে সেটুকু বলার সাধ
একলা বাঁচার ইতিহাস শুধু শোনাই কাব্য-ছলে।

১০৫

এই সব তুচ্ছ কাজ—তুচ্ছতর স্মৃতির বাসনা
তুচ্ছতম আয়োজনে প্রয়োজন মিটাবার আশা,
সংসার দরিদ্র বড়—হৃদয়ের পথ নাই জানা
বিবাদের কোলাহলে মূক হয় সঙ্গীতের ভাষা।
জীবনের অন্তঃস্রোত—হৃদয়ের অমৃত-সঞ্চয়
একদা প্রত্যূষকালে অকস্মাৎ সারল্য-উৎসুক,
কোথা থেকে আসে কান্না? কোথা থেকে আনে পরাজয়?
তবুও অন্তরতলে দীপ জ্বলে শিখায় উন্মুখ।

শুধু সেইটুকু আজ নিবেদন করিয়া গেলাম
কালের হৃদয়ভাণ্ডে জমা থাক হৃদয়ের সুধা।
তোমার জীবন থেকে যতটুকু না চেয়ে পেলাম
আমি জানি কতখানি মেটে তাতে চিরন্তন ক্ষুধা।
থাক শত ব্যবধান, আয়োজন শত তুচ্ছতার
সাধনা তবু চিরন্তনী প্রতীক্ষারতার।

১৩।১২।৪৩

১০৬

বন্ধন ছিঁড়িয়া দাও এই প্রেম-মোহের বন্ধন
আনো মুক্ত আকাশের সীমাহীন জ্যোৎস্নার প্লাবনে
তোমার অনন্ত গ্রহ-তারকার অমিত স্পন্দন
সুন্দর ভুবন-মধ্যে ক্ষুদ্র থেকে মহৎ সাধনে।
শুনিতে চাহিনা আর নিশিদিন দেহের ক্রন্দন
অণু-পরমাণু-মাঝে সম্ভোগের অক্ষয় কামনা।
স্তিমিত জীবনে আজ তুমি এস হৃদয়-নন্দন
চকিতে বিলীন হোক পদপ্রান্তে ক্ষুধিত বাসনা।

বড় স্নিগ্ধ সুমধুর লাগে আজ দক্ষিণ পবন
ক্রমশ নিবিড় হয়ে আসে যেন অকূল আকাশ,
আমায় ডাকিয়া নাও যেথা তব বিরল ভবন
সহাস আনন্দপূর্ণ হোক মম ব্যথিত বাতাস।
স্নেহের অমৃতরসে সিক্ত কর যুগল নয়ন
পরম আশ্রয় দিক আজ থেকে রিক্ত বাহু পাশ।

২৭।১২।৪৩

১০৭

আজকে বাতাসে ভেসে এল কাছে একটি প্রবাদ
সে প্রবাদ স্বপ্নময় মোহময় মধুময় বড়,
হয় তো বা নাম ভুল করেছে সে অজ্ঞাত প্রমাদ
হয়তো ভ্রান্তির পথে বিচ্ছিন্নকে করেছে সে জড়ো।
রজনী গভীরতর—কত স্বপ্ন নামে চক্ষু বেয়ে
অসংখ্য-বৈচিত্র্য-স্পর্শ-কণ্টকিত স্বাপ্নিক কল্পনা,
উত্তর-মেরুর কাছে রাত্রি জেগে কাঁদে ভীরু মেয়ে
দক্ষিণ মেরুর ছেলে মনে মনে করে সে কল্পনা।

এসেছে বাতাসে ভেসে আজ ভোরে একটি প্রবাদ
হয়তো প্রবাদ মিথ্যা, মিথ্যা তবু বড় মোহময়।
কি হবে সে সত্যে যদি সত্য হয় নিরানন্দবাদ ?
তার চেয়ে মিথ্যা ভালো: মনোমত্ত চিরানন্দময়।
রজনী গভীরতর, কত স্বপ্ন নামে চক্ষু বেয়ে,
কোথায় উত্তর মেরু রাত্রি জাগে কোথায় সে মেয়ে।

৬।১।৪৪

১০৮

কত কী যে লোকমুখে কতদিন শুনিয়াছিলাম
কত কাব্য-কাহিনীর মর্মস্পর্শী প্রলাপগুঞ্জন,
অবশেষে একদিন জয় লোভে আমিও নিলাম
প্রিয় ওষ্ঠাধর হ'তে সকাতর প্রথম চুম্বন।
অকস্মাৎ মনে এল নৈরাশ্যের চকিত প্লাবন
পার্থিব অধরে নাকি ধরা যায় অপার্থিব সুধা,
দিনে রাতে হৃদয়ের অনির্ব্বাণ ক্লান্ত আবেদন,
এইতো পেলাম, তবু মেটে কই মধুর সে ক্ষুধা ?

নয় নয় প্রিয়তম কিছু নয় প্রথম বিলাস
নূতন অক্ষরে লেখা কথালিপি পড়া যে কঠিন,
পূর্ণতার আস্বাদনে দেহদ্বারে বৃথা অভিলাস,
প্রভাত আলোকে আজো কাঁদে স্বপ্ন নিশা-অবলীন।
সঙ্কীর্ণ এ বর্তমান, ভবিষ্যতে আছে অবসর
প্রতিজ্ঞা-পূরণ নয়, আজ শুধু প্রতিজ্ঞা-স্বাক্ষর।

১৫।১।৪৪

১০৯

বিফল হয়েছে সবি এতদিন যা কিছু করেছি
ধূলায় জড়ানো গৃহে ভবিষ্যের স্বপ্ন মুহ্যমান,
আবেগের অন্ধকারে তীর থেকে যতই সরেছি
সত্যের ভুলেছি তত অনির্বাচ্য তরঙ্গ-প্রয়াণ।
এতকাল যা দিয়েছ সে তো শুধু মুঠিকত ধুলা—
নিশ্চিন্ত আরাম গৃহে, মোহময় সম্মান-বিলাস,
চরম মুহূর্তে যদি কোন শান্তি হয়েছে উন্মুলা
এনেছে সান্ত্বনা মনে অনিশ্চিত অন্ধ অভিলাস।
কোথায় বা মুক্তি আছে? কোনখানে পথের নিশানা?
সঞ্চিত সহস্র গ্রাম অবশেষে ঘাটের আশ্রয়,
ভীড়ে কোলাহল ওঠে, আপনার ভুলি যে ঠিকানা,
রাতের আস্তানাটুকু মুসাফির খোঁজে নিরাশ্রয়।

প্রেম শুধু করেছিল অঙ্গীকার চরম বিশ্রাম
সৃষ্টির বিভিন্ন কেন্দ্রে পূর্ণতম সহানুভূতির,
সে বাণী বিফল হোলো, যেথা নাই মুক্তি অভিরাম
দিয়ো না উত্তর সেথা জীবনের খণ্ড আকৃতির।
যুগ যে বহিয়া গেল সেই ব্যর্থ আজো রহিলাম
দুই খাতে দুজনার বহে স্রোত সহানুভূতির।

২৫।১।৪৪

১১০

আমি যে তোমার থেকে দূরে আছি সে নয় বিরহ,
আমার জীবনে তুমি এলে না যে সে নয় বেদনা,
দেহে দেহে গ্রন্থি দিয়ে স্থূলতায় যাতে অহরহ
সংসার সম্পর্ক গড়ে, তাতে নাই মুক্তির চেতনা।
আমাকে বাসিয়া ভালো, ভালোবাসো যদি অন্যজনা,
জানি যে আমার তাতে নাই কোন আত্ম-অপমান
উদার সূর্যের আলো পৃথিবীর আনে উন্মাদনা
সহস্র অঙ্কুর-শীর্ষে ঝলমল করে নবপ্রাণ।
প্রয়োজনে জন্ম যার আয়োজনে তার অবসান
বিধান ভঙ্গুর যেথা সেথা নাই বিধিভঙ্গগ্লানি,
খুঁজিনা হিসাব কবে কোন পথে করেছে প্রয়াণ
অন্ধের দৃষ্টির মাঝে ফোটে নাক হৃদয়ের বাণী।

তবু যে বিচ্ছেদ ব্যথা আনে পীড়া সে নহে অলীক,
একান্ত পাবার মাঝে আনন্দের চকিত চেতনা,
মরুভূমি সত্য তবু মরীচিকা এনেছে ব্যলীক
বিচিত্র বহুর মাঝে একেলার নির্মম বেদনা।
সেইখানে ক্ষত আছে, দ্বিধাভক্ত যেথা অন্তর্লোক,
সেখানে মিলন নাই, তাই চির বিরহের শোক।

২৫।১।৪৪

১১১

এখন রাতের দেশে তারাগুলি হোলো সাবধান
আমরা টেবিলে জেলে ধবধবে শাদা মোমবাতি
ছ-লাইন কবিতায় স্বপ্ন-লোকে করেছি প্রয়াণ
চোখে চোখে হাতে হাতে সুরু হ'লে মৃদু মাতামাতি
মোমবাতি গলে যায়, গলে গলে শলিতা জ্বালায়
আগুনের ছোঁয়া লেগে সলিতা যে পুড়ে পুড়ে ছাই,
ঘড়ির কাঁটার ফেরে সময়ের টুকরো হারায়,
জ্বলে উঠে নিভে যায় চোখে চোখে লাল রোশনাই

তোমার গালের পাশে সে লালের লেগেছে ছোঁয়াচ
চোখের তারায় কাঁপে রুগস্তের ঝিকিমিকি আলো,
আঙুলের ছোঁয়া লেগে মনে হয় আগুনের আঁচ
নিবেদন-বেদনায় কে জানে কে পৃথিবী হারালো।
লজ্জায় লাজুক দেহ অগ্নিলোকে স্বাপ্নিক প্রয়াণ
এখন রাতের দেশে তারাগুলি হোলো সাবধান।

১৪।৩।৪৪

১০২

চল চ'লে যাই দূরে—যতদূর চ'লে যাওয়া যায়
এ পৃথিবী প্রাণ পেয়ে মোহময় হয়নি যে আজও,
আকাশ মেদুর হ'য়ে গ'লে যায় মেঘ-করুণায়
কঠিন কবর তলে ঘুম যায় তবু মুমতাজও।
চল চ'লে যাই দূরে আকাশের সীমানা যেথায়
হয়তো সেখান থেকে পৃথিবীকে লাগবে শোভন,
যা ফেলে এসেছি তারি স্মরণের গাঢ় মমতায়
হয়তো আবার তাকে মনে হবে হৃদয়-লোভন।

চল—চ'লে যাই দূরে—যেথা নাই ভালবাসা নিয়ে
চুল চিরে ভাগ করা হিসাবের নির্লাজ নিয়ম,
যেথা বিকিকিনি নাই ফুলেদের লেবেল লাগিয়ে
ফাঁসির নামান্তর নয় যেথা অতি সংযম।
চলো—চ'লে যাই দূরে যত দূর চ'লে যাওয়া যায়
এ পৃথিবী পার হয়ে আকাশের সবুজ সীমায়।

২৬।৩।৪৪

১১৩

এখানে বিছাব আজ তৃপ্তির মধুর শয়ন
তুমি শুধু বোসো কাছে আরো ঘেঁসে বোসো প্রিয়তম,
শিথিল বিনুনিগুলি বুনে দাও নিপুন আঙুলে,
কঠিন শাসনে বাঁধো পলাতক প্রগল্‌ভ চুলে।
লুটানো সবুজ শাড়ি চোখে লাগে ভারি মনোরম
ছেঁড়া চুম্‌কির ফাঁদে নানা-রঙা [illegible] বয়ন,
ছড়ানো পুঁতির সাথে ক্ষণগুলি স্তবকচয়ন
এখানে বিছাব আজ বাসনার মধুর শয়ন।

তুমি আরো কাছে এস, ভয় লাগে, মনে হয় বুঝি
পদতল থেকে খসে মাটি যত বালির মতন,
অন্তরীক্ষে যেন জাগরণে-ঘুমে যোঝাযুঝি
বস্তু-চেতনা সাথে পায়ে পায়ে জড়ায় স্বপন।
তুমি তুলে নাও হাতে ক্ষণগুলি স্তবকচয়ন
ফাল্‌গুনে সুরু হোক সূর্যের উত্তরায়ণ।

৩১।৩।৪৪

১১৪

আজকের এই রাত আজকের টিপটিপ বৃষ্টি
ঘুমের আবছা ছোঁয়া লেগে যেন ঘোর ঘোর দৃষ্টি।
আকাশে আঁধার জমে বাড়ে কমে বিদ্যুৎ-বর্ত্তি,
স্বপ্নের মাঝে যেন কথা কয় জাগ্রত সৃষ্টি।
মনের সাগর-খানি অশ্রুতে কূলে কূলে ভর্তি
কত পুরাতন স্মৃতি ভেসে ওঠে নিঃসীম রাত্রে,
সেতারে যেমন বাজে বাঁধা তার স্পর্শন-মাত্রে
জীবন তো চিরকাল হৃদয়ের ছবি-অনুবর্ত্তী।

আজকের এই রাত বাতাসের ভিজে ভিজে গন্ধ
পাশের কৌচে খোলা পড়ে থাক রবীন্দ্র-কাব্য,
চুপচাপ ব'সে ব'সে একখানি চেনামুখ ভাববো
নরম বালিশে শুধু মাথা রেখে চোখ ক'রে বন্ধ
চারদিক নিঝঝুম মাঝে মাঝে টিপটিপ বৃষ্টি
কোনে বসে চুপচাপ তারি কথা ভাবতেও মিষ্টি।

৫।৪।৪৪

১১৫

এ পৃথিবী মিথ্যা হোলো—মিথ্যা যত সৌন্দর্য-সাধনা,
বাসন্তিক প্রভাতের মোহমুক্ত সোনার প্রভাত,
উষ্ণরক্ত-স্রোতোচ্ছ্বাসে ক্লান্ত হয় যে বিনিদ্র রাত,
তাতে চিরকাল হায় ব্যর্থ শুধু প্রেম-আরাধনা।
দিবসের রৌদ্রালোকে যে মাটিতে পুষ্পের প্রকাশ,
নিশারাত্রে সে মাটির কীটদষ্ট ঘৃণিত বিকার
দেবতার পাদপীঠে মেলে কোথা পূজা অবকাশ,
প্রাণপণ চেষ্টা শুধু অসম্পূর্ণ রতি সাধনার।

এ পৃথিবী যাই হোক তুমি আর এনো না নয়নে,
মদালস দৃষ্টিপাত ছলছল শত-সম্ভোগের,
জীবনের পুষ্পপাত্রে ছুটি প্রাণ পুষ্পের চয়নে,
আয়োজন হোক শুধু অনির্বাচ্য পূজার ভোগের।
এ পৃথিবী মিথ্যা হবে মিথ্যা যত সৌন্দর্য-সাধনা,
যদি না জীবনে আসে পরিপূর্ণ প্রেম-আরাধনা।

১৫।৭।৪৪

১১৬

পুরাণো যুগের প্রেম আজ বড় হয়েছে পুরাণো
পুরাণো প্রভাতে শুধু অসহায় বিচ্ছিন্ন বিলাস,
জীবনের পরিবর্তে খণ্ডিতের স্তিমিত উচ্ছ্বাস
পুরাণো যুগের স্মৃতি দৃষ্টিদেশে আর কেন আনো !
আমাদের মনগুলি নিগূঢ়ের অস্পষ্ট ইঙ্গিতে
আধ আলো ছায়া-পাতে চিরদিন রহস্য-কঠিন
জীবনের ওঠাপড়া বিচিত্রের মিলিত সঙ্গীতে
সহস্র ভোগের মাঝে নিমজ্জিত ভোক্তা উদাসীন।

পুরাণো যুগের প্রেম গেল, আজ নতুন যুগের
সহানুভূতির স্পর্শে দৃঢ়তর হোল আকর্ষণ,
দুজনের দুই পন্থা, তবু গ্রন্থি বাঁধা নিগূঢ়ের
স্বতন্ত্র সত্তার মাঝে চিরকাল নিঃস্বত্ব বন্ধন।
পুরাণো যুগের প্রেম আজ বড় হয়েছে পুরাণো.
নূতন যুগের আলো আমাদের দৃষ্টিদেশে আনো।

৩০।৭।৪৪

১১৭

এ বড় সংশয় মনে কতটুকু আছে প্রয়োজন
কতটুকু প্রয়োজন সাহচর্যে তোমার আমার
মনের জগতে ভেদ দুজনার সহস্র যোজন
বেসুরা তারের স্পর্শে সুর নাই সমবেদনার।
বৃথা বারে বারে আসি বারে বারে ফিরে চলে যাই
বারে বারে স্পর্শ করি দেহকূল অকূল আশায়,
নিজেই জানি না আজো পরিপূর্ণ তৃপ্তি কিসে পাই!
নিজেই জানি না আজো কী পেয়েছি এ ভালোবাসায়

এ বড় রহস্য মনে সুমুখের দিগন্ত-সীমায়
স্পর্শ-লালসায় যত কাছে আসি দূরে যাই তত,
নূতন নক্ষত্রলোক আকাশের অনন্ত নিশায়
শুধু দৃষ্টি ক্লান্ত করে, মুগ্ধ করে দৃষ্টিকে সতত।
এ বড় রহস্য তবু রহস্যের এই আয়োজন
এ বড় সংশয় মনে—কতটুকু এর প্রয়োজন!

৩০।২।৪৪

১১৮

আমাদের এই আলো—এই ভালোবাসার কামনা
প্রেমসিক্ত দৃষ্টিতলে ক্ষণিকের বিশ্রাম-শয়ন
আকুল আগ্রহভরে বার বার এই আনাগোনা
জীবনের গ্রন্থি দিয়ে কয়েকটি মুহূর্ত্ত চয়ন।
তারপর আছে জানি রহস্যের কাল যবনিকা
উদ্বেল-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ বেদনার অকূল-সাগর
মরণের সূত্রে গাঁথা আছে কিনা জীবন কণিকা
সে তত্ত্ব সবার কায় চিরকাল থাকে অগোচর।

রজনী ফাটিয়া পড়ে পরিপূর্ণ ফলের মতন
দেখা দেয় প্রভাতের আরক্তিম বিহ্বল উল্লাস,
তোমার অধরদলে জীবনের অধীর স্পন্দন
রাগমুক্ত হৃদয়ের রস-সিক্ত আরক্ত উচ্ছ্বাস।
শুধু এইটুকু জানি—এইটুকু জীবন পাথেয়—
কে জানে কি তারপর—ওপারের রহস্য অমেয়

১১।৮।৪৪

১১৯

দুঃসাহস যাত্রাপথে দিবারাত্র যাত্রা করি আমি
যেখানে হয়না শেষ অশেষের নিগূঢ় সীমানা
বন্ধনের শতপাকে রক্ত খুঁজে ফিরি মুক্তিকামী
নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার সুনির্দিষ্ট চাই যে ঠিকানা
দুঃসাহসী যাত্রী আমি—অন্তরের গহন কান্তারে
বাসনার কালসর্পে উজ্জীবনী ফণের মণিকা
পেতে চাই,—স্পর্শ করি লোল-ওষ্ঠ অধর-আধারে
মুখ নেত্র-পাত্র হ'তে বিগলিত সুধার কণিকা।

অসীম সাহস তাই—কামুকের ক্ষণিক শিখায়
অগ্নি-অবগাহনের তৃপ্তি চাই প্রেমিকের দ্যুতি
আসব বিবশ-জন-বিলিখিত হৃদয় লেখায়
অসতর্ক ক্ষণে শুনি চিরন্তনী অন্তর-আকূতি।
দুঃসাহস যাত্রাপথে দিবারাত্র যাত্রা করি আমি,
বন্ধনের শতপাকে রক্ত খুঁজে ফিরি মুক্তিকামী।

১৬।৮।৪৪

১২০

দুপুরে ঘনালো মেঘ—ঘনছায়া—নামলো মেঘের
মৃদু গর্জন আর মোহময় বিদ্যুতিকায়
নরম পরশ লেগে পুরবিয়া পবনাবেগের
আনন্দ ঢেউগুলি ভেঙে পড়ে দেহ-বেদিকায়।
যাই যাই—ডুবে যাই—স্বপ্নের অকূল-পাথারে
অতল আঁধার-তলে মোহময় অবচেতনায়
হাসিখুসি মুখগুলি ছায়াছায়া লাগে চারিধারে
ঘুম-ঘুম দিন যেন আনন্দ স্মৃতি-বেদনায়।

বড় বিস্ময় লাগে রহস্য এই বসুধার
হৃদয়ের সাথে তার কে এনেছে গূঢ় বন্ধন ?
সে কি তুমি ? প্রিয়তম ! প্রেমিক ! সে প্রেম কি তোমার ?
এ মাটির ফুল ছুঁয়ে হাসি হয় মেঘ ক্রন্দন ?
দুপুরে ঘনালো মেঘ ঘনছায়া নামলো মেঘের
আনন্দ উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ে হৃদয়াবেগের।

২০।৮।৪৪

১২১

সে এক আবছা আলো—শোনো আজ স্বপন রাতের
জোছনা ঝাপসা হ'য়ে রূপ নিল ঘন কুয়াসার
বিদেশের পথে যেতে ছোঁয়া লেগে তোমার হাতের
দৃষ্টি বিবশ ক'রে পৃথিবীতে নামলো আঁধার।
তোমার আঙুলে যত তারপরে আঙুল জড়াই
তত যেন মনে হয় আমাদের পরশ বিদেহ
যত সঙ্কোচ করি নিজেদের ততই ছড়াই
ছড়ানো নিজেকে নিয়ে ফিরে চাই স্বদেশের গেহ।

সে এক আবছা আলো—শোনো কথা কালকে রাতের,
কালকে রাতের সাথে আজকের কোন ভেদ নাই
সেই আবছায়া আলো দেখি এই শাদা প্রভাতের
স্বদেশের পথে পথে বিদেশের ছায়া নামে তাই।
পড়িতে পারিনে তাই তোমার ও-হৃদয় আখর
কি যেন জড়ায় চোখে—মনে লাগে কী যেন সে ঘোর।

২২।৮।৪৪

১২২

নীল মেঘেদের ঝর্‌ছে এধারে নীল অঞ্জন্ ধারা
মেঘের ওধারে কাঁদ্‌ছে জ্যোৎস্না শুক্লা একাদশীর
জলে জ্যোৎস্নার ফাঁদ খুঁজে খুঁজে আমি হই পথহারা,
বৃথা মনে মনে অভিমান হায় হৃদয়-কষাকষির।
কালো মেঘেদের অঞ্জন গ'লে কাদা হোল রাজধানী,
দায়ে পড়ে যেন শেষ-সন্ধ্যায় বর্ষার অভিসার
হঠাৎ তোমায় দেখা পেয়ে মনে বিদ্যুৎ-ঝল্‌কানি,
বর্ষার জলে ঘোলা পথ হোলো আনন্দ-পারাবার।

নীল মেঘেদের ঝর্‌ছে শুধুই নীল অঞ্জন ধারা
হৃদয়ে তবুও হাস্‌ছে জ্যোৎস্না শুক্লা একাদশীর,
আরেকটু জল—আরেকটু পথ—রজনী নিদ্রাহারা
মেঘের আড়ালে ঘুমাক সহজে আলোক রেখা শশীর।
হঠাৎ তোমায় দেখা পেয়ে মনে আনন্দ ঝল্‌কানি
কালো মেঘেদের অঞ্জন মেখে সোনা হোলো রাজধানী।

৩০।৮।৪৪

১২৩

বহু দিনকার বহু পুরাতন কথাগুলি আজ বলি
শোনো বলি আজ পুরাতন কথা মনে যা লুকানো আছে,
নতুন কালের নতুন মাটীর যতই পড়ুক পলি
পুরাণো দিনের সূর্যের আলো নেমেছে তাদের কাছে
সূর্যের আলো-আদরে গলেছে সবুজ পত্রাবলী।

আমরা দুজন ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে"
অনাদিকালের অনন্ত এক আদিম উৎস হ'তে
সন্ধ্যা-ঊষার স্নিগ্ধ আকাশে আমরা একটি তারা
আমাদের ঘিরে বহু-বিচিত্র জগতে জীবন-ধারা।

মনের আকৃতি অনির্বচনী ভাষা তার কোথা পাই।
কয়েকটি শুধু অক্ষর তারি সাজানোর হেরফের
পুরাতন সুরে নতুন গানের কথাগুলি গাঁথি তাই
নতুন খাতার পাতে টেনে আনি পুরানো খাতার জের।
যত কথা বলি তাইতো কিছুতে একটু তৃপ্তি নাই।

২১।৯।৪৪

১২৪

যেদিন আমরা থাকবো না এই সুন্দর পৃথিবীতে
সেদিনের কথা ভেবে আজ প্রিয় ব্যথিত হয় যে মন,
জীবনের পরিবর্তে সেখানে মৃত্যু কি পারে দিতে ?
পিছে ফেলে যেতে হবে হৃদয়ের সঞ্চিত যত ধন ?
তোমার চোখের চাউনি তোমার ঠোঁটের ভঙ্গীটুকু
টুকরো হাসির উচ্ছ্বাস আর এলোমেলো আলাপন,
হঠাৎ প্রভাত হাওয়ায় উড়ানো চুলগুলি কথুকথু,
মমতায় ভেজা নিশীথরাতের বিকল-সম্ভাষণ

এদের সঙ্গে জড়িত হয়েছে কখনো ভোরের আলো,
স্বপ্ন দেখেছে পূর্ণিমা চাঁদ জানালার কাছে এসে,
শীতল অন্ধকারের স্পর্শ লেগেছে কখনো ভালো
ধুলায় ফুলেরা রঙান হয়েছে আকাশকে ভালোবেসে।
মনের সঙ্গে বিচিত্র এই ধরণীর সঙ্গত
হবে কি ছিন্ন স্বীকৃত হ'লে মৃত্যুর দাসখৎ ?

৩০।৯।৪৪

১২৫

আজকে আমার মনের আকাশে জমলো মেঘেরা এসে
মনের আকাশ মেঘ-মায়াতুর মেঘের ছায়া-বিধুর,
বিধুর মনের অবশ আশায় জড়াই যে ভালোবেসে
যতটুকু পাই তারো চেয়ে বেশি তোমায় লাগে মধুর।
জানি যে আমরা পরস্পরের ব্যবধান বহুদূর
কালো মেঘেদের নিকষ আঁধারে পথখানি ছায়াঢাকা,
দূর থেকে যদি শোনাও কখনো একটু আধটু সুর
সেই টুকুতেই আনন্দ আর হৃদয়ে যায় না রাখা।

বন্ধু আমার সত্য কথায় এতটুকু কাজ নাই
শোনাও চতুর মধুর মিথ্যা মিথ্যা যদি সে হয়
অশেষ আশার বিশ্রাম যেথা হবে যে সত্য তাই
মিথ্যে যদিই বল 'ভালবাসি' জানি সে মিথ্যা নয়।
কালো মেঘেদের আঁধারে হারায় পথখানি ছায়া ঢাকা
খুশির আলোয় হয় যে সহজ কথাগুলি মনরাখা।

৫০।৯।৪৪

১১৯

তুমি কি নেবে না কিছু প্রিয়তম ? আর যারা আছে
তারা তো দিয়েছে ঢের ;—ভোরবেলা হালকা আলোয়
অধীর ফুলেরা এলো চুপি চুপি আমাদের কাছে
তারার আতসবাজী রাত্রির নিবিড় কালোয়।
তুমি শোনাবে না কিছু ? প্রিয়তম ! আরো আছে যারা
তারা যে শোনালো কত মৃদু মৃদু হাওয়ায় হাওয়ায়,
ঘুমের মতন ধীর পদপাতে এলো পথহারা
স্বপনের মত কথা শুনলাম আসা ও যাওয়ায় !
তুমি কি নেবে না কিছু প্রিয়তম ! আরো যারা এলো
তারা যে সঙ্গে নিলো কত গান চোখের জলের,
তরলিত হৃদয়ের কত হাসি কথা এলোমেলো
রঙীন ঝিনুক আর মুক্তারা মনের তলের।

যারা ঘিরেছিল কাছে তারা যেন কিছু আজ নয়,
যত গান ছিল মনে সে শুধুই সুরের প্রয়াস,
তুমি না জীবনে এলে সময় যে শুধু অসময়,
তোমার পরশ বিনা শুধু জাগে স্বপনাভিলাস।
তুমি আসবে না কাছে ? প্রিয়তম ! এলো আর যারা
তাদের সঙ্গে পথে পাইনা যে শেষের ইশারা।

২৩।১।৪৫

১২৭

তুমি কি বোঝ না কিছু প্রিয়তম ! এই পৃথিবীর
শুনে শুনে কাছে আসা, শুনে শুনে দূরে চলে যাওয়া ?
সুদূর আকাশ থেকে যদি আসে অলোকের হাওয়া
শুধু সে হাওয়ায় কভু ফোটে ফুল বাদামী মাটীর ?
তুমি কি জানো না কিছু ? প্রিয়তম ! মানুষের মন !
মানবিক সৃজনের বিধি আর নিষেধের বাণী ?
তাদের মিথ্যা ব'লে যতই না মনে মনে জানি
তবুও ভিত্তি যেন গাঁথা থাকে অতি পুরাতন।
কিছুতে ভাঙে না তাই অতি সাবধানতার সীমা,
মনে মনে কাঁদে সুর সব কিছু দেবার নেবার,
গোপন বুকের তলে তারা বাসা বেঁধেছে এবার
ভীরু অনুরাগ এসে ছুঁয়ে গেছে উষার লালিমা।

সবাই এসেছে কাছে—এই সব বহিঃপ্রকৃতি,
তুমি শুধু দূরে আছ, তুমি শুধু দূরে যেতে চাও
অধরা আকাশ-সীমা বার বার হৃদয় লোভাও,
উষায় ব্যর্থ কর তরলিত হৃদয়ের প্রীতি।
যে এলো তোমার কাছে তাকে তুমি কাছে টেনে নাও,
সহানুভূতির গাঢ় অনুরাগে হৃদয় রাঙাও।

৩০।১।৪৫

১০৮

আবার বাহুতে আনো দৃপ্ত আলিঙ্গন
পৌরুষের মোহময় নিগূঢ় ইঙ্গিত
এ দেহে ধ্বনিত হোক বিদেহ সঙ্গীত
মুহূর্ত সফল করো সুপ্তি জাগরণ।
মূর্ত হ'লো যৌবনের ঊষা-উত্তরণ
দিক্‌চক্রে অলক্ষ্যের দুর্লক্ষ্য নির্দেশে—
রক্তের কণিকাদলে স্বাপ্নিক আবেশে
দৃষ্টিদেশে সম্ভাব্যের ছায়া বিচরণ।

সতেজ কঠিন তব যুগল বাহুর
নির্দয় শৃঙ্খলে বাঁধ এ দেহ আমার,
লুপ্ত হোক স্বাধীনার তুচ্ছ হাহাকার
চির-অবসাদ-গ্রস্ত স্বাতন্ত্র্য বাহুর।
বক্ষ-স্বর্গে করো আজ দ্বার-উদ্‌ঘাটন
বাহুর অর্গলে আনো মুক্তি-প্রলোভন।

১২।১০।৪৫

১২৯

মনের সায়রে তোমার ছায়াই আবার এল যে নেমে,
তুমি কোথা, আর আমি কোথা আজ, কতদূর প্রিয়তম ?
বেলা অবসান—সন্ধ্যা-আলোর ইঙ্গিত গেছে থেমে,
থেমেছে সঙ্গে আমাদের সেই পুরাণো দিনের ভ্রম ।
চোখে ছিল জল, জল ছিল মনে, মনে ছিল তব ছায়া
ছায়াকে কায়ার মহিমা দিয়েছি আপন ভালবাসায়,
স্বপ্ন-শিথিল নয়নে যতই নেমেছে দূরের মায়া
বার বার তত ব্যর্থ হয়েছি ধরার মিছে আশায় ।

আজকে আবার মনের সায়রে নেমেছে তোমার ছায়া,
ছায়াকে ছায়াই জেনেছি এবার দুঃখ পাব না তাই,
জলে ঢেউ দিতে বুঝেছে যত এসেছে [illegible] মায়া,
একটি তথ্য হয়েছে সত্য তত প্রেম-বেদনাই ।
হৃদয়ের তটে স্বপ্নের ঢেউ কত আর দোলা দাও
যা এসেছে তাই নিয়ে না-পাওয়ার ব্যথাগুলি ভুলে যাও !

১০।১০।৪৫

১৩০

রাত্রি গভীর হোলো তরল আকাশে
কেন চ'লে যেতে চাও এই অসময়ে ?
সহজ সুখের আশা যখন হৃদয়ে
উঠেছে আকুল হ'য়ে রাতের বাতাসে ?
তোমার চোখের আলো লাগে অভিনব
আঙুলের শিখাগুলি কাঁপাও আশ্বাসে
নরম চুলের গোছা বিকল নিঃশ্বাসে
অধরের উষ্ণতায় হৃদয় বিভব।
চাঁদের কুয়াশা নামে সিঁড়ির আঁধারে
জলে ভেজা মাটী আরো করুণ কোমল
এখানে ক্ষণেক রাখো চরণ-যুগল।
ক্ষণেক বহ্নির শিখা আনো দেহাধারে।

তারপর ফিরে যাব শয়ন-আগারে
আলো-নেভা ঘরে আরো ঘনাবে আঁধার,
ক্ষণেক হিসাব ভুলে হাসা ও কাঁদার
ভাসাব হৃদয়-তরী স্বপ্ন-পারাবারে।
অদূরে অকূলে ধ্রুবতারার স্পন্দন
অসমাপ্ত বিদায়ের একক চুম্বন।

৭।১১।৪৫

১৩১

বারে বারে আমি চেয়েছি যা কিছু তাদের কাছে
তাতে জানি শুধু হয়েছে তোমারি পরাজয়,
বুকের তলায় সে ক্ষত আজো যে তেমনি আছে
পুরোনো দিনের সংশয়ে ঘোচে ব্যথা-ভয়।
আমার মনের গোপন কক্ষে তোমার আশা
ছিল সঞ্চিত অঙ্কিত ছিল বক্ত রাগে,
বক্ষ শোণিতে প্রবাহিত ছিল যে ভালোবাসা
উৎস যে তার এই জীবনের আরো আগে।
সে ভালোবাসার অঞ্জন ছিল দৃষ্টিদেশে
সঙ্গীত ছিল সুর-গুঞ্জনে মুখে মুখে,
ঘুমের মতন উক্ত ছিল রাত্রি শেষে
উৎসুক ছিল গোপন চারণে বুকে বুকে

তবুও তারাই এল জীবনের সঙ্কপথে
আলো-ছায়া-ময় ছায়া-পথে এল তারা আগে,
দুর্দিন এসে ঢাকল মেঘেরা তোমার রথে
তাদের চোখেই তাকালেম আলো-অনুরাগে।
পেলাম সেখানে যে বেদনা তাতে আছে ভয়
চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে কি তোমারি পরাজয়?

৩।১২।৪৫

১৩২

প্রথম দিনের সুরে তোমার শেষের কথাগুলি
সন্ধ্যাশেষে রাতের মুখে শেষ করিয়া যেও
শেষ-বিদায়ের ব্যথা যেন বিদায়কালে ভুলি
নতুন আশা পেয়ে যেন হয় সে অপনেয়।
আমার কথা অনেক কথা—আমার কথা যত
হয়তো কিছু বলেছিলাম সুখের ফাঁকে ফাঁকে,
অনেক কথা—গোপন কথা—দুঃখ ব্যথা শত
লুকিয়েছিল মনবনের গোপন শাখে শাখে।
এখন জানি ঢেউ উঠেছে মহাকালের ঢেউ,
মরণ প্রতিবিম্বিত কি জীবন বুদ্‌বুদে,
একের টানে অবুঝ হ'য়ে থাকেই যদি কেউ
আসন থেকে উঠ্‌বে বেড়ে জমিয়ে রাখা সুদে।

তোমার জানি বহুর দিকে বড়র দিকে যাওয়া
মনের পাতা ছড়িয়ে দেয়া নীলাকাশের মাঝে,
আমার শুধু একের পানে একটুখানি চাওয়া
ঝির-ঝিরানি একটু হাওয়া জোছ্‌না-ঝরা সাঁঝে।
একটু শুধু আভাস নিয়ে উধাও হ'য়ে যাওয়ায়
সবার সুরে আড়াল হওয়া গুণগুণানি গাওয়ায়।

৫।১২।৪৫

১৫৩

নিশীথ রাতের ঘুমের আড়ালে এলে তুমি
বাহুর শিথানে মাথা রেখে শুয়ো চুপে চুপে,
কুয়াশার ছোঁয়া লেগে বিহ্বল ভিজে তুমি
হাসবে যখন সোনালি গাঁদার ফুল-রূপে।
মেঘের বেড়ায় ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ দেবে উঁকি
হালকা হাওয়ারা কথা ক'য়ে যাবে ইশারাতে,
মাটির তলায় যারা এতদিন ছিল সুখী
তারাও হঠাৎ হবে যে উদাস বেদনাতে।
দেখা আমাদের নিরালা-ক্ষণের অভিসারে,
ছিল এতদিন;ভীরুর মতন মনে মনে,
এতদিন ছিল উষার বাসনা মন্ত-হাওয়ে
বন্ধ্যা তরুর ফুলের কামনা বনে বনে।

এবার নিশীথ-রাতের আড়ালে এস তুমি
মূর্ত-দেহের মোহময়রূপে এস কাছে,
জড়-জীবনের তপ্ত অধর যেও চুমি
শীতের প্রভাতে মৃতের স্বপন দেখি পাছে।
একটু পরেই হাসবে ফুলেরা রোদ লেগে
আঁধারে তোমার মিলনের লোভে আছি জেগে।

১১।১২।৪৫

১৩৪

তোমার পায়ের দাগ রেখে যাও এই বুকে
চোখের জলে কলঙ্কিত এই নিশায়
আবার হবো উৎসাহিত সেই সুখে
যেমন জলে ঊষার আলো রঙ মিশায়।
তোমার পায়ের ধুলায় ধনে আনন্দে
দিনগুলি ফের বাঁধব সোনার বন্ধনে
অদৃষ্টকে বক্ষে নেব সানন্দে
ভুলব জানি দীপান্তরের ক্রন্দনে।
তোমার পায়ের দাগ এ বুকে দাও এঁকে
তৃপ্ত হবো শান্ত শীতল সুগন্ধে
চিহ্ন তোমার চিরকালের যাও রেখে
বন্ধ করো চিরকালের অবন্ধে।

আমার মনে মর্মরিত উচ্ছ্বাসে
গুণগুনিয়ে গান যে শোনায় সেই আশা
এখন আমি শান্ত যে সেই বিশ্বাসে
স্নিগ্ধ হবো তৃপ্তি পেলে ভালোবাসা।
তোমার পায়ের দাগ রেখে যাও এই বুকে
আবার হবো উৎসাহিত সেই সুখে।

১৮।১২।৪৫

১৩৫

তরল হাওয়ায় ঘরে অতীতের গানেরা বিহ্বল
তোদের আশ্রয় কই দরদীর কণ্ঠের কুলায়,
মোহময় নির্দেশে যে পথিকের মনকে ভুলায়
পথের সীমান্তে এসে তারো বুঝি আকুতি নিষ্ফল !
কে দেবে আশ্রয় শেষে আজো সেই কথা শুধু ভাবি
গৃহ নয়, জানি জানি—গৃহে কিছু রাখিনি সম্বল,
সঞ্চিত করেছি শুধু পথ ঘুরে বহু তীর্থ-জল
বঞ্চিত করেছি যাকে তাকে আজ কী জানাব দাবি।
এই যে সম্মুখ দিয়ে বহু নদ-নদীর কিনারে
অরণ্যের প্রান্ত ঘেঁসে চ'লে গেছে পায়ে-চলা পথ
উদ্দাম কালের অশ্ব - বিপর্যস্ত স্বর্ণ-মনোরথ
তাই জানি এও নয় মিথ্যা একে চাই বারে বারে।

কে আছ সম্রাট তুমি হৃদয়ের স্বর্ণ-সিংহাসনে
সম্ভোগের সম্ভাবনা পরিত্যাগ করেছ সন্ন্যাসী,
পথ-পঙ্ক-লিপ্ত দেহে যদি কভু সন্নিকটে আসি
রূপান্তর ঘটে তারো স্নানশুদ্ধ অঙ্গ-উদ্ভাসনে।
তোমার নির্দেশে হায় পরিত্যক্ত সমস্ত সম্বল
তুমি কি আশ্রয় দেবে—শেষ-প্রশ্ন হবে না বিফল?

৩০।১২।৫৫

১৩৬

তুমি কি আশ্রয় দেবে অতীতে জিজ্ঞাসা করিলাম
অশ্রু-জল অভিষিক্ত নিরুত্তর শীতল অতীত,
অস্থির কঙ্কালে গাঁথা মৃত্তিকায় পরিত্যক্ত ভিৎ
শুষ্ক বনস্থলী জলে ঝিল্লীর বিলাপে অবিরাম।
দেখিলাম বর্তমান সুপিচ্ছল সময় সোপানে
বিশ্বলিত মুহুর্মুহু, কাল-নদে বুদ্বুদায়মান,
কোথায় আশ্রয়স্থল খুঁজে পাব মুহূর্ত প্রমাণ
অস্থির চঞ্চল-প্রাণ কোথা পাব বিশ্রাম সেখানে?
পরম-আশ্বাসে চাহি উষা-লুব্ধ পূর্বাশার পানে
তুমি কি আশ্রয় দেবে— শুধালাম দূর ভবিষ্যতে,
সে আশা বিফল হোলো অন্তহীন আকাশের পথে
সে বাণী বন্দিনী বুঝি পৌঁছিল না দিব্য-নভস্থানে।

তখন আঁধার স্রোতে ভাসিলাম অকূল প্রয়াণে
হিমবৎ শীতস্পর্শে দেহসন্ধি আড়ষ্ট কঠিন
ভাবিলাম এই মৃত্যু, এরি ভয়ে ভীত এতদিন
চাহিয়াছি নিরাশ্রয় বীর্যবান ভবিষ্যের পানে।
আর কেহ নাই ভবে—যার কাছে পাব পরিত্রাণ?
শুনিলাম মর্মমাঝে "আমি আছি" প্রেমের আহ্বান।

৩০।১২।৪৫

১৩৭

কে তুমি ? কি রূপ তব ? দীপ্যমান কোন পরিচয়ে ?
শুধালাম সেই জনে কি সাহসে অমেয় আশ্বাস,
জীবধাত্রী ধরণীর সন্তানের মুগ্ধ মৃত্যু ভয়ে
কে তুমি আনিতে চাও অলোকের অমৃতে বিশ্বাস ?
তুমি কি উষার চেয়ে আরো বেশি আশা দিতে পার
নিশীথ-সুপ্তির চেয়ে মহত্তর স্বর্ণাভ স্বপ্নের ?
সূর্যের আলোর চেয়ে মুক্ত প্রাণ আছে কি কাহারো ?
সন্ধ্যার সোনালি মেঘে দেবে রঙ চির-স্থায়িত্বের ?
সত্যের চেয়েও বুঝি আছে তব বৈচিত্র্য বহুধা ?
শূন্যের চেয়েও বুঝি আকিঞ্চ- প্রগাঢ় ব্যাপ্তির ?
প্রাণের পরম-পাত্রে সমর্পিত হবে কোন সুধা ?
স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞায় শান্ত হবে আশা কি প্রাপ্তির ?

আমি জানি স্বর্ণদ্যুতি সেই আদি পরম-পুরুষ
বিশ্ব-শতদলে যার চিরন্তন নিত্য-অধিষ্ঠান
একমাত্র সেই শুধু দিতে পারে মুক্তি নিরঙ্কুশ,
বলিয়াছে মহজ্জন এই মত শাস্ত্রের আখ্যান ।
সেই জন ভিন্ন আর মুক্তিদাতা কে আছে আমার ?
"আমি আছি" শুনিলাম স্থির কণ্ঠ গাঢ় করুণায় ।

৩০।১২।৪৫

১৩৮

সদ্যোজাত শিশু বুঝি পেয়েছিল তোমারি আশ্রয়
রূঢ় আলো-বাতাসের অকস্মাৎ নমনীয়তায় ?
সৃজন-ব্যথিত দেহে প্রাণজ্যোতি ক্রমে অপচয়
তুমি কি লোলুপ তাকে করেছিলে স্নেহ-পিপাসায় ?
যৌবন-উষর-ক্ষেত্রে জীবনের জীবনী-সংগ্রামে
সঙ্কীর্ণ মূঢ়পাপে অবসন্ন মানুষের প্রাণে
অবিশ্বাস ক্ষোভ দ্বিধা একে একে যে মুহূর্তে নামে
তুমি কি করেছ তাকে মোহমুক্ত অজ্ঞাতের ধ্যানে ?
প্রৌঢ় প্রাণ শিখা যদি ম্লান হয় ভগ্ন-দেহাধারে
দৃষ্টি যদি ব্যর্থ হয় বাঞ্ছিতের বিফল সন্ধানে,
এ লোকে ভরসা যারা ছিল তারা মৃত্যুর আঁধারে
মগ্ন হ'লে অমৃত কি এনে দেবে অলোক-প্রয়াণে ?

এক সত্য মানদণ্ডে ঘূর্ণমান প্রকৃতি বিহ্বল,
একমাত্র রূপধ্যানে অপ্রমেয় রূপের বিরাম,
এক সূর্য বিশ্বে বিশ্বে শত প্রাণজ্যোতিরা চঞ্চল,
একটি স্থিতির বৃত্তে অনন্তের গতি অবিশ্রাম।
সে কি সেই বহুখ্যাত জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ পুরাণ
সে কি প্রেম ? স্পর্শে যার মৃত্যুকূপে উৎসারিত প্রাণ।

২৪।১।৪৬

১৩৯

জানি জানি যে চেতনা বহমান এ বিশ্বভুবনে,
ঋতমন্ত্রে ঝঙ্কারিত যে চেতনা অনাদ্যন্তকাল,
দৈহিক অণুর মাঝে সে চেতনা আছে সংগোপনে
চেতনার মুক্তবেগে হৃৎপিণ্ডের তরঙ্গ উত্তাল।
সেই সে জীবনী-শক্তি, নিরন্তর গতির প্রবাহে
উচ্চকিত বর্ণের বিকশিত রূপের সম্পদে
চিরকাল মগ্ন আছি, চিরন্তন বাসনা-প্রমাদে
জন্ম থেকে জন্মান্তরে রূপান্তর প্রতি পদে পদে।
সেই শক্তি সর্বজনে প্রতিক্ষণে করেনি অসহ
প্রেমের আলোক-পাতে সব কিছু হয়েছে সুন্দর
তুচ্ছ ও নগণ্য যারা তারাও যে তোলো সুখবহ
বিক্ষুব্ধ হিংসার কোলে জীবনের আশ্রয়-বন্দর।

হে প্রেম তোমারি কাছে যে মুহূর্তে শরণ নিলাম
সেই ক্ষণে মনে হোলো এ ভুবন সহজ সরল,
তোমার চরণপ্রান্তে এ জীবন নিঃশেষে দিলাম
অক্লেশে তুলিয়া দাও মন্থনের সুধা বা গরল।
তোমার দক্ষিণপাণি আনন্দিত চরম আশ্রয়
তোমারি প্রার্থিত পথে মিথ্যা হবে বৈফল্যের ভয়।

২৫।১।৪৬

১৪০

জানি আমি এই সত্য—এরি মাঝে পেয়েছি সন্ধান
যে আমায় খুঁজেছিল শৈশবের উদাসীন মনে,
যৌবন-বৈচিত্র্যে তারি বহুমুখী পেয়েছি প্রমাণ
উজ্জীবিত হবো তারি সঞ্জীবনী মন্ত্র-গুঞ্জরণে।
তাই সত্য একরূপে কোনদিন হয়নি প্রকাশ,
বহুল সংঘাতে তারো বহুতর স্বরূপ-সৃজন,
উদার আকাশে তারি পেয়েছিল প্রেম অবকাশ
বাসনার পুষ্পদলে সুবাসিত মানস-বীজন।
সূর্যতপ্ত মেঘদলে অনুরাগ-অবসন্ন-দ্যুতি
প্রেমতৃপ্ত এ হৃদয় অনুরাগ-অবসন্ন মন,
জীবনের মর্মমূলে সুগোপন যে সহানুভূতি
উন্মুক্ত প্রকাশে সেই পরিব্যাপ্ত করেছে ভুবন।

মোর কাছে প্রেম তাই অখণ্ডিত জীবন-দর্শন,
প্রেম বিনা মুক্তিদাতা এ ভুবনে আর কেহ নাই,
প্রেমের প্রগাঢ়-বৃন্তে প্রাণপুষ্পে অমৃত-ক্ষরণ
আকণ্ঠ করেছি পান জীবনের বিষামৃত তাই।
যেখানে করেছি জপ চেতনার মন্ত্র অবিরাম,
হৃদয়ও সেখানে পাবে, জানি আমি চরম বিশ্রাম।

১।২।৪৬

১৪১ ✓

প্রগাঢ় সম্পদ তৃষ্ণা উচ্চকিত করেছে জীবন
অকস্মাৎ প্রিয়তম। রিক্ততার তিক্ত অবসাদ
আচ্ছন্ন করেছে যত অনুভূতি। অসন্তুষ্ট মন
ক্ষুব্ধ নেত্রে ভেসে যায় ঐশ্বর্যের কামনা অগাধ।
এ ভুবনে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কত আয়োজন
সামান্যের প্রয়োজনে অসামান্য প্রাচুর্যের ঘটা,
একটি পুষ্পের জন্য লক্ষ-কোটি বীজের সৃজন
অঙ্কুরের প্রত্যাশায় নভব্যাপী স্বর্ণালোকচ্ছটা।
আমার দারিদ্র্যদুঃখে লজ্জা পায় গর্বিত-মিলন,
অপমানে কেঁদে যায় সম্ভোগের সহস্র প্রত্যাশা,
অনাদরে দীন হয়—ব্যর্থতার ক্ষত-আস্তরণ,
অপ্রশস্ত পরিসরে বিকাশ-উন্মুখ ভালোবাসা।

যে নারী কুণ্ঠিতপদে দিনশেষে মাটির কুটীরে
মিলনের শয্যা পাতে প্রদীপের স্তিমিত শিখায়,
ভীরু বসনের তলে সীমাবদ্ধ বাসনার তীরে
অস্পষ্ট প্রেমের পায়ে, নতনেত্রে নিজেকে বিকায়,
—সে রমণী আমি নই। আমি চাই অকুণ্ঠ-অন্তর
মহান প্রেমের জন্য সুমহান্ যোগ্য অবসর।

১১।২।৪৬

১৪২

জানি আমি সেই নারী—মুখচ্ছবি হৃদয়-দর্পণে
বার বার ফেলে গেছে,—বার বার তারি দীর্ঘছায়া
আমায় করেছে স্পর্শ, পদধ্বনি ক্লান্ত বিসর্পণে
অমর বিপাকে তারি বেষ্টন করেছে মর কায়া।
কখনো করেছে রুদ্ধ সে আমার কালিক প্রবাহ
এনেছে বৈফল্য শুধু সাধারণ সহজ জীবনে,
বেদনায় নিশামুখে সে এনেছে দিনান্ত-প্রদাহ
সন্ধ্যার আরক্ত আভা অকস্মাৎ চিত্ত-বিদারণে।
এই প্রকৃতির মাঝে সেই শক্তি নিয়ত ক্ষরিত
সামান্যকে অসামান্য সেইতো করেছে বহুরূপে
তুচ্ছ জীব-জননের প্রয়োজনে সৌন্দর্য অমিত
গোপন কন্দর মত সঞ্চার করেছে চুপে চুপে।

সর্বদেহ পুণ্যবান তারি পুণ্য পদের স্পর্শনে
গর্বিত ঐশ্বর্যে তার সার্থক সকল অবদান,
সর্ব অণু সংকম্পিত ক্ষণমাত্র দুর্লক্ষ্যদর্শনে
দুর্লভ আশ্বাসে তার চিরকাল আশংসিত প্রাণ।
জানি আমি সেই নারী সে আমায় করেছে চকিত,
আমার বাসনা মাঝে তারি জয় হয়েছে ঘোষিত।

২৪।২।৪৬

১৪৩

যে প্রেম বিয়োগখিন্ন—যে প্রেম সংশয়ে ভয়াকুল,
স্খলন-পতন-ত্রুটি-আশঙ্কায় নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাস,
প্রিয়ের সেবায় যার আত্মলাভ-প্রয়াস-ব্যাকুল
সে প্রেম স্বাধীনচিত্ত-মহিমাকে করে না বিশ্বাস
যে প্রেম লতার মত অন্যজন-জীবন-আশ্রয়ে
আকাশে বাড়ায় হেসে সুখে ভয়ে ফুলের অঙ্গুলি,
সে প্রেম নির্ণীত হয় অনির্দিষ্ট ভাগ্য-বিনিশ্চয়ে
ক্ষুদ্র ও মধুর করে দৈনিকের প্রশান্ত গোধূলি।
সে প্রেমে গভীর মাঝে প্রশমিত সকল আশ্বাস
সংযত সীমার মাঝে সবাকার নির্দিষ্ট আসনে,
পার্থিব-সম্পর্ক-পাত্রে ধৃত হ'য়ে শুধু হতাশ্বাস
সে প্রেম পালিত হয় পরিমিত জীবিকা-শাসনে।

সেই সুখ আরামের স্বর্গ-থেকে বিচ্যুত যে জন
তার জন্য অবশিষ্ট কী রেখেছে গাঢ় স্থূল সে প্রেম?
কি এনেছে তার তরে এ সংসার মূঢ় অচেতন
আত্মার তৃপ্তির তরে তার কাছে কি চেয়েছিলেম?
মিটাবে আমার ক্ষুধা এ প্রাচুর্য নাই সে প্রেমের
শক্তিমান্ প্রাণসত্তা মানে কোন বিধি দৌর্বল্যের?

২৪।২।৪৬

১৪৪

আর নয় অশ্রুপাত নিশীথের সিক্ত উপাধানে,
আর নয় মোহময় স্নেহময় স্মৃতির আশ্রয়,
হাসিটুকু কথাটুকু চিরে চিরে ভাব-বিনিশ্চয়
আর নয়, দুর্বলের স্বপ্নবান বাস্তব-প্রয়াণে।
আত্মার সহস্র দল, তারি মাঝে উদ্দীপ্ত বিশ্বাস,
জীবনের লক্ষ গ্রন্থি কোষে কোষে প্রাণ-রসায়ন,
জানি আমি একদিন লঘু হবে সহজ নিঃশ্বাস,
লঘু হবে একদিন এ ভুবনে স্বকীয় স্থাপন।
সেই সম্ভাবনা যেন মর্মমূলে করি অনুভব
মহৎ প্রেমাগ্নিস্পর্শে ব্যাপ্ত হই বাষ্পের মতন,
দৈহিক অণুর মাঝে শুনি বৈদেহিক জয়োৎসব
পার্থিব ধূলার মাঝে ঝলকায় স্বর্গীয় রতন।

কে বলেছে ব্যর্থ হবে প্রেমিকের স্বাধীন সাধনা,
প্রেম-প্রত্যর্পণ বিনা আসে বুঝি বৈফল্য প্রেমের?
স্বাধীন প্রাণের প্রতি হৃদয়ের মুক্ত আরাধনা
কে বলেছে তার মাঝে আছে গ্লানি দরিদ্র মনের?
আর নয় অশ্রুপাত নিশীথের সিক্ত উপাধানে,
আর নয় দুর্বলের স্বপ্নবান বাস্তব-প্রয়াণে।

২৪।২।৪৬

১৪৫

ঘুম যদি এল তবে এখানেই ঘুমাও খানিক,
ঘুমাও নির্ভয়-মনে ক্ষণিকের এ পান্থশালায়,
শিয়রে সতর্ক হয়ে জেগে রবে একটি মানিক
জ্বলবে চাঁদের মণি আকাশের নীল নিরালায়।
জাগবে চোখের তারা দূর ধ্রুবতারার মতন
ঘুমানো আশার মাঝে একে একে জাগবে বাসনা,
নিশীথ নিদ্রার তলে এ পৃথিবী হলে সচেতন
নীরব সুপ্তির তারে সঙ্গীতের সুর যাবে শোনা।
ঘুমাবে তোমার সাথে এতকাল সঞ্চিত বেদনা
অনেক দিনের আশা-দুরাশার কঠিন সংগ্রাম,
ঘুমাবে জীবনে জানি ক্ষণিকের সমাজ চেতনা
কোমল ঘুমের মাঝে মেলে যদি বাঞ্ছিত বিরাম।

ঘুম যদি এল তবে এখানেই ঘুমাও খানিক
ঘুমাও নির্ভয় মনে এ বুকের সহজ ছায়ায়,
জ্বলবে আকুল হয়ে অকূলের তারার মানিক,
জ্বলবে চোখের আলো এ দেহের বিদেহ মায়ায়।
পাওয়া না-পাওয়ার শত ভাবনার ঘটিবে বিরাম
ঘুমন্ত চোখের ছোঁয়া পেলে সবি হবে অভিরাম।

২৬।২।৪৬

১৪৬

স্বপ্নলোকে উড়াও পাখা চোখের প্রজাপতি
আনো নতুন ফুলের রাঙা মধুর সঞ্চয়,
দিবালোকের কঠিন আশা শিথিল যদি হয়
তোমার স্মৃতি-সুখে বিবশ চলবে নিশারতি।
মধুর মত ঈষৎ গাঢ় তরল আঁখিজ্যোতি
দৃষ্টিপাতে নরম যেন পালক লাগে গায়
অমরলোকে উধাও শত স্বপ্ন উড়ে যায়
নতুন থেকে নতুন আরো পুরাতনের গতি।
ভোরের আলো মিলছে নিশা-শেষের জোছনায়
চোখের দীপে জ্বলছে বাতি গোপন কামনার
সুখের মত লাগছে ব্যথা প্রকাশ বেদনার
কিসের আশা হৃদয় যেন নেশার মত ছায়।

একটু দূরে আরও দূরে— অনেক দূরে যেন
অনেক দূরে জ্বলছে আলো চোখের তারকার,
পাইনা দিশা, নিশা-আঁধার পথে নামাও কেন
গাঢ় যখন পুড়ে যাবার আবেশ দু-পাখার।
আধেক তব দৃষ্টিপাতে জীবন ছায়া হেন
স্বপ্ন হবে,—প্রসাদ যদি মেলে আরেকবার।

৪।১২।৪৬

সর্পর

চন্দ্রালোকে

কেলি-কুঞ্জের সুপ্ত-ছায়ায় কাঁদে হংসপদী
চন্দ্রাপীড়ের দৌত্য-বাঁধন বাঁধা পত্রলেখা
জাগর মলিন চন্দ্রাবলীর দোলে অশ্রুনদী
মিডিয়ার হায় মায়াতন্ত্রর মায়া মিথ্যে শেখা।

চাঁদ একলা নিজে
বাতাসের স্রোতে আকাশে চড়ায় শাদা ফুলোয় পিঁজে
গুঁড়ো গুঁড়ো শাদা জোছনা ছড়ায় শীত-শিশির-ভিজে।

ছাতে আমরা কোনে—
ছায়া ছায়া কার মুরতি মিলায় আজ মোদের মনে।
ব্যথায় কাতর বাতাস ককায় হিম-নিঃশ্বাসে কি?
মরা জ্যোৎস্নায় পাণ্ডু কপোল হুত-বিশ্বাসে কি?
শীতল ছোঁয়ায় ধোঁয়ায় ললাটে জমে ঘর্ম-কণা
হাতে রাখো হাত যদি বিচ্ছেদ আনে অশ্রু-জনা।

আহা চাঁদনি রাতে
কারা কাছে দূরে কাঁদে ঘুরে ঘুরে ছায়া-মূর্তি সাথে।

কল্পনাকেই করো রঞ্জন গড়ো স্বর্ণ-সীতা
হারানো কুমার-বনের লতায় খোঁজো উর্বশীরে
আঁধার কবর জাগে জুলিয়েট তব মৃত্যু-ভীতা
পুড়ে হোলো ছাই তোমার হেলেন ট্রয়-তীর্থ-তীরে।

চাঁদ আকাশ বাটে
একা উন্মন চরকা ঘোরায় শুধু সুতোই কাটে
তারকার দল উঁকি ঝুঁকি দেয় হাসে চাল্‌কা ঠাটে

ছাতে আমরা কোনে
আবছা আঁধার আবেশ ঘনায় আলো-অবশ মনে
আনো কবিতার টুকরো কথায় নীল স্বপ্ন-মায়া
ঈষৎ শিথিল স্বচ্ছ নয়ন মেলে মর্মছায়া
হঠাৎ পূবের উঠলে বাতাস দেবে ঝাপটা হানা
দুলবে দুকূল উড়বে অলক যাবে ভাবটা জানা।
আহা চাঁদনি রাতে—
মিলাই সরস বাহুর পরশ দুই উন্মনাতে।

মান রোষারুণ অথবা কঠোর প্রিয়মৃত্যুতপা,
প্রিয়-প্রেমারুণ কোমল মরণ নিল ডেস্‌ডিমোনা
মিছে বন-ছায় শকুন্তলায় দিন সংখ্যা জপা
ওফেলিয়ারও কি ঘন-প্রলাপের মিছে শব্দ শোনা।

চাঁদ মেঘেরা ঘেরে
স্বচ্ছ আঁধার তবুও হঠাৎ যেন সূত্র ছেঁড়ে
মেঘ ফাঁকে ফাঁকে টুকরো সুতোর শাদা জোছনা ফেরে।

ছাতে আমরা কোনে
কথায় কথায় কোন অভিমান হায় ঘনায় মনে।
আধ-আলো-ছায় নামে আঁধিয়ার তব রুক্ষ চুলে
তৃপ্তি-বিহীন তৃষ্ণার জল আঁখি-পদ্ম মূলে
খুঁজি বার বার হারাই মেলাই তবু পাইনে কেন
অদৃশ্য কোন নামে ব্যবধান বামে ডাইনে যেন—
আহা চাঁদনি রাতে
স্বপ্ন-প্রয়াণ তবু অভিমান কেন নয়ন-পাতে।

হর অঙ্গের ভাগ অর্ধেক দিল পার্বতীরে
বিয়াত্রিচের চির-স্বপ্নের সাথী দান্তে জানি,
রাধাকৃষ্ণের চলে অভিসার ভিজে বর্ষা নীরে
প্রেতার্ক-লরায় দেখে চোদ্দয় নিজ সত্তাখানি

নীল গগন কোণে
আজ রাতে চাঁদ জোছনা সুতায় মায়া-বসন বোনে
আবছা আকাশ নয়ন উদাস বোনে বিভোল মনে।

ছাতে আমরা কোনে—
আমাদেরও মন উদাস এমন, বুঝি স্বপন বোনে।
অগণন-জনগণ-বন্ধুর ছিল পন্থা জা'নি
দুরন্ত-শীত-রোষ-জর্জর শুধু কন্থাখানি
পথে যেতে পথ চকিতে মিলাও এলে বন্ধু শেষে
কিছু না শুধাও শুধু হাতে হাত মৃদু রাখলে হেসে।
আহা চাঁদনি রাতে
গায় আজ প্রাণ গেয়েছি যে গান কত সন্ধ্যা-প্রান্তে।

দূর দেবালয় যদি ফিরে যায় তারা চন্দ্র-সাথী
ক্রেন্দিনা তোমার যদি বা ঘুমায় পর-অঙ্ক-লীনা
যদি গানিকার পথে খোলে সাজ ফুল-গন্ধে মাতি
ক্ষমা কি করুণ পাবে দুর্ভাক্ সেই পঙ্ক-লীনা ?

চাঁদ রাত্রি-শেষে,
যায় পশ্চিম চায় পূর্বের পানে করুণ হেসে
শীতল আলোয় নব-অরুণের রাঙা দীপ্তি মেশে

চাতে আমরা কোনে
প্রেমে করুণায় আলোয় ছায়ায় আনে তৃপ্তি মনে।
রাত্রি শেষের শীতলবায়ুর হিম স্পর্শনে কি
চোখে আনে ঘুম ঘন-আবরণ টানে দর্শনে কি ?
কোমল জানুর আসন বিছাও চাও শান্ত আঁখি
ক্লান্ত কপোল অধর ছোঁয়াও দাও সান্ত্বনা কি ?
আহা চাঁদনি রাতে
মধুর বিধুর তাহে দুই সুর হাসি ক্রন্দনাতে

৪।১৩.৪১

প্রত্যাখ্যান

দিনের বেলা তোমার অবসর
দিনের বেলা এত আলোর মাঝে,
দিনের বেলা আমার অবসর
মেলে না হায় নানানতর কাজে।

রাত্রি যখন হবে গভীরতর
তারাগুলি শিশির জরজর
শীতল-বায়ু-পরশ থরথর

ঘুম আসেনা যখন আঁখিপাতে।
তখন এস তখন প্রিয়তম।

চাঁদের হাসি এত উজল কেন?
চেঁচায় বুঝি রাত্রিচরা পাখী?
হাওয়ায় ছোঁয়া প্রিয়পরশ হেন
ঘুম আনে কি স্বপ্ন-রাঙা আঁখি?

রাতের বেলা তোমার অবসর
রাতের বেলা ঘন-আঁধার মাঝে,
রাতের বেলা আমার অবসর
সত্য—আজো একটু মেলে না যে।
সূর্য যখন হবে উজ্জ্বলতর
তৃণগুলি রৌদ্র-জরজর;
মন্দ বায়ু-পরশ মরমর
ঘুম আসে না যখন আঁখিপাতে
তখন এস তখন প্রিয়তম।

আম্র ছায়ে শীতল সুনিবিড়
আহা এমন শয়ন রচে কারা?
দখিন হ'তে বাতাস বাঁধে নীড়
ওইখানে কি রাত্রি কোনো কারা?

১৮।৮।৪২

পত্রলেখা

তোমার চিঠি পেল যখন বিকেল বেলা হ'লে
অন্য-মনে তখন সে যে বাঁধছে বসে চুল,
হঠাৎ এসে পত্র দিয়ে পিওন গেল চলে
হঠাৎ যেন ফুটল শত সন্ধ্যামণি ফুল।
যদিও জানে চিঠির মাঝে কিছু লেখা নেই
কেমন আছ ভালোই আছি শুধু মাত্র এই।

দিনের বেলা যে সব কুঁড়ি লাজুক হ'য়ে থাকে
সন্ধ্যেবেলা কোত্থেকে যে লজ্জা ভেঙে যায়,
এত যে রঙ সুবাস এত লুকিয়ে কোথা রাখে
চমকে ওঠে রঙীন আলো যেমন লাগে গায়।
তেমনি হোলো তারো হৃদয় পত্র পেল যেই
যদিও জানে চিঠির মাঝে কিছুই লেখা নেই।

অবশ হোলো আঙুলগুলি হোলো না চুল বাঁধা
বুকের মাঝে ধুক-ধুকানি কেমন যেন লাগে,
কাঁদতে গিয়ে হাসিই আসে হাসতে গেলে কাঁদা
পায় না ভেবে কোনটে পিছু কোনটা আসে আগে।
কোত্থেকে যে পত্র এল লিখল বুঝি সেই
যদিই লেখে তবুও জানে এমন কিছুই নেই।

আঙুল দিয়ে পালটে দেখে উলটে দেখে খাম
দৃষ্টি দিয়ে আদর করে তরল অভিমান।
হাতে লেখার নেইকো মোটে শ্রীছাঁদ অভিরাম
টাইপ করা ঠিকানাটির কঠোর অভিযান।
যে খুসি সে লিখুক নাকো—ও যে ভাববে সেই
যদিও জানে এমন কিছু চিঠির মাঝে নেই।

খুলবে নাকো সে চিঠিখান খুলবে না কখখনো
যদিই দেখে সে লেখেনি লিখেছে আর কেউ,
আগের থেকে যায় কি জানা কিছুরি লক্ষণও
কূজন ধ্বনি শুনতে গিয়ে যদিই শোনে ফেউ।
যা খুসি তাই থাকনা লেখা ও যে ভাববে সেই
যদিও জানে সে চিঠিতেও এমন কিছু নেই।

সাক্ষী নেব তাদের আমি—যারা বিকেল বেলা
নিপুণ ক'রে চুলটি বেঁধে নীলাম্বরী পরে।
সোনাবরণ আলোর নীচে করতে গিয়ে খেলা
বলতে কিছু সখীর কাছে থাকেরে চুপ ক'রে।
বলোতো ভাই—পড়তে গেলে কান্না আসে যেই
সে চিঠি কে খুলবে যাতে কিছুই লেখা নেই।

দখিন থেকে বাতাস এসে উড়ায় এলো চুল
বুকের ওঠা পড়ার চাপে বোতাম খুলে যায়।
লাজুক যারা এমন কালে তাদেরো হয় ভুল
পুবের পানে চাইতে গিয়ে উরুরেতে চায়।
ভয়ের সাথে অবোধ মনে লজ্জা আসে যেই
সে চিঠি কে খুলতে পারে কিছুই যাতে নেই?

থাকবে সে যে এমনি বসে যাক না চিঠি উড়ে
এমনি এল এমনি গেল কী-ই বা তাতে ক্ষতি,
মনের কথা গোপন গানে মেলে না যার সুরে
তারি ব্যথায় ভীরু মনের চলবে নিশারতি।
কখ্‌খনো না কখ্‌খনো না বলুক নাকো যেই
পড়বে নাকো এমন চিঠি কিছু যাতে নেই।

অমর্ষ

নাচো যে রোদ রঙিন হ'য়ে দখিন বায়ু বও
কিসের সুখে অধীর হ'য়ে স্বপন দেখো মন !
চিরকালের গোপন কথা কার কানে যে কও
চোখের পাতে লাগাও মৃদু স্বপন-অঞ্জন ।
পড়বে না সে এমন চিঠি লিখুক নাকো যেই
মনের কথা স্পষ্ট যাতে কিছুই লেখা নেই ।

১২।৩।৪৩

আধুনিকা

ফার্ণ আর নিশি গন্ধা —
ছোট ঘর—বিজলী আলো,-
কোথাও কি নামে সন্ধ্যা—
ঘন হ'য়ে রাতের কালো ?
ঝিলমিল তারার আলো ?

ঘন সুর দূরের পথে
আসে যায়, বাতাস ভারী,
আসা-যাওয়া মানস রথে
আমাদেরও সঙ্গে তারি ।
হোলো মন হাল্‌কা ভারি ।

এস আজ বলব কথা
তুমি আমি সহজ সুরে,
না বলার হৃদয় ব্যথা
এতদিন রাখল দূরে—
বলিনি যা সহজ সুরে ।

তোমার ঐ দৃষ্টি-দেশে
সহসাই জ্বলবে আলো,
পুড়ে যাবে নির্বিশেষে
বেদনার জালগা কালো,
চেতনায় জ্বলবে আলো।

এতকাল গৃহের ছায়া
আমাদের আনল কাছে,
অসহায় শিশুর মায়া
ভীরু ভয়-বাঁধন আছে,
চেয়েছিল আনতে কাছে।

ভেঙে গেছে সে সব জানি
ভেঙে গেছে স্বপ্ন-মায়া
পড়ে আছে প্রদীপখানি
ঘর-জোড়া আঁধার ছায়া,
জেনেছি এ মিথ্যা মায়া।

শুনছ কি অবিশ্বাসে
থাক তবে এ সব কথা,
নিয়মিত চৈত্র মাসে
যায় কার হৃদয় ব্যথা,
বোঝে কেউ এসব কথা?

তার চেয়ে বরং তুমি
পৃথিবীর খবর বলো,
ভাঙল কি উচ্চভূমি
সহসার বন্যা-জলও,
যত খুশি খবর বলো।

কাঁচ আর নিশি-গন্ধা
ছোটঘর - বিজলী আলো
কোথাও কি নামে সন্ধ্যা
ঘন হয়ে রাতের কালো,
ঝিলমিল তারার আলো ?

চড়া রোদে দুপুর বেলা
ট্রেঞ্চ খুঁড়ে কারা কাতর !
চলে কার বিলাস-খেলা
খস্‌খসে চেলে আতর !
কার লোভে কারা কাতর ?

ঘর ভাঙা ঘরের লোভে
সে তো তুমি বলবে জানি,
বলে যাও,—বিফল ক্ষোভে
শুনে যাব মানি না মানি,
বলবে কি সে কথা জানি।

পাকা ঝুঁটি কাঁচিয়ে তোলা
ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে,
রেখ শুধু জানলা খোলা
দেখো আর একটু ভেবে,
অন্তরই সাক্ষ্য দেবে।

মোট কথা তৃপ্তি কিসে
সে যে আজো যায়নি জানা—
রুচিমত সুধা ও বিষে
বেছে নিতে নাইকো মানা
আজো সব যায়নি জানা।

আচ্ছা কি বলতে পারো
জীবনের সার্থকতা ?
বয় না কি ফুলের ভারও
লতারাও সার্থকতা,
পায় না কি সার্থকতা ?

নতুনের বাতাস এল
পশ্চিম দরজা খুলে
হৃদয় কি ঠিকানা পেল
এত কাল ছিল যা ভুলে ?
দাও আজ দরজা খুলে।

সঞ্চারিণী

এটুকুই নিলাম জেনে
সব কিছু যায় না রাখা।
খুসিমত আগুন এনে
রাঙা ছবি যায় না আঁকা,
আজো কিছু হয়নি রাখা।

ভাঙে ওঠে ঢেউএর সারি
ভেসে যাই আমরা দূরে,
জেতবার আশায় হারি
বাঁধি গান পথের সুরে,
আসি যাই কাছে ও দূরে।

তুমি আর নিশি-গন্ধা
ছোট ঘর বিজলী আলো।
কোথাও কি নামে সন্ধ্যা
ঘন হয়ে রাতের কালো,
ঝিলমিল্ তারার আলো?

শোনো আজ বলব কথা
তুমি আমি সহজ সুরে।
না বলার হৃদয়-ব্যথা
এতদিন রাখল দূরে,
বলিনি যা সহজ সুরে।

আমাদের পন্থা হোলো
পশ্চিম পূর্ব মিশে,
বধূকেও ফাঁকাই বোলো
পথে আলো পাইনে দিশে,
অপরূপ দুদিক মিশে।

যাই হোক ভাবিনে কিছু
ভেবে কারো মেলে না কড়ি।
জল যায় পেলেই নীচু
দম দিলে চলেই ঘড়ি।
মেলে কার সোনার তরী?

এতকাল গৃহের ছায়া
আমাদের আনল কাছে।
অসহায় শিশুর মায়া
ভীরু ভয়-বাঁধন আছে,
চেয়েছিল আনতে কাছে।

জানি আজ সেদিন গেছে
সেদিনের বিফল মায়া,
সাবধানে মানুষ বেছে
পাই শুধু আঁধার ছায়া!
কেন আর বিফল মায়া?

আজ কিছু বলিই যদি
শোনো তুমি ধৈর্য ধ'রে,
মিনতির অশ্রু-নদী
নামবে না ছু-চোখ ভ'রে
শুনবে কি ধৈর্য ধ'রে ?

আমাদের মুক্ত চলা
কারবার কিসের সাথে ?
লিখে যাই শকুন্তলা
টীকা লেখে মল্লিনাথে।
স্নেহপ্রীতি সবার সাথে।

আগুনের লাগাও ছোঁয়া
ছুজনের যুগল মনে।
পৃথিবীর জমাট ধোঁয়া
পুড়ে যাক পুণ্যক্ষণে।
মুক্তের উদার মনে।

তুমি, আমি, নিশি গন্ধা,
ছোট ঘর, বিজলী আলো,
এখানেই নামে সন্ধ্যা,
ছুই চোখে রাতের কালো,
জ্বলে আঁখিতারার আলো।

১৪।৪৩

সিঁড়ি

রাত্রি যখন গভীর হ'য়ে এল
যাবার কালে সিঁড়ির কাছে এসে
কইতে কথা অনেক এলোমেলো
আমার পানে চাইলে মৃদু হেসে।
টানলে কাছে হয়তো ভালোবেসে
লাগল গালে চুলের মৃদু ছোঁয়া
জড়িয়ে এল চোখে নেশার ধোঁয়া
একটি চুমা পেলাম অবশেষে।

তোমার বুকে জমাট-করা সুধা
খানিক তারি নিলাম লোভে লোভে,
ভুলে গেলাম সকল তৃষা ক্ষুধা
বহুদিনের জমিয়ে রাখা ক্ষোভে।
সিঁড়ির মুখে স্বল্প পরিসর
তবুও সেথা এল রাজেশ্বর

সিঁড়ির মুখে একটুখানি কোনা
ভোরের আলো গড়িয়ে আসে সাঁঝে
কতলোকের কতই আনাগোনা
কত সময় কত রকম কাজে।
মাটিউলির কাঁচের চুড়ি বাজে
আপিস থেকে আসছে দরোয়ান
পিওন ফেলে যাচ্ছে চিঠিখান
ভিকিরিও ডাকছে তারি মাঝে।

ধুলা-কাদায় ময়লা সিঁড়িগুলি
জলের দাগে জুতোর দাগে আঁকা
বুনছে জালে মাকড়সা ঝুলঝুলি
চড়ুই পাখির ছোট্ট বাসা ফাঁকা।
তবুও রাতে ময়লা সিঁড়িখান
হঠাৎ যেন হোলো রাজস্থান।

রাত্রি যখন হোলো গভীরতর
আকাশ-ভরা তারার আলো জ্বেলে,
চোখের পাতে স্বপন ভর-ভর
তুমি তখন সিঁড়ির কাছে এলে।
মেঘের জালি পর্দাখানি ঠেলে
তখন সবে বেরিয়েছিল চাঁদ
এক মুহূর্তে ঘটল পরমাদ
আমার মাঝে কী ধন তুমি পেলে?

নিত্য আসে এমনিতর রাতে
এমনিতর তারা-চাঁদের মেলা
ঘুমে বিভোর অলস আঁখিপাতে
জানিনি হায় জেগে থাকার খেলা।
সেদিন শুধু বোবা চাঁদের মুখ
হয়েছিল সঙ্গীতে উন্মুখ।

১৬।১১।৪৩

জীবাণু দেবতা

পন্থা তোমার নিঃশেষ হবে ওগো পথিক
কোন বিদেশের গোধুলিকায়
কোন দেবতার শেষ পূজায় ?
নিঃশ্বাস-ধূমে আবিল করেছ শূন্যাকাশ
জীবন-মরুর মরীচিকা কাঁদে দুরাশ্বাস
তরঙ্গময় দিগ্‌বিদিক—
পন্থা তোমার নিঃশেষ হলে ওগো পথিক
শেষ পূজা কোন গোধুলিকায়
শেষ দেবতার কোন পূজায় ?

সৃষ্টির নাম পরিবর্তন বলেছে কে ?
এক দুই তিন লাল আর নীল হলুদ রঙের কারসাজি
মেঘে মেঘে রঙ বেগুনি সবুজ বাদামি গোলাপি সোনা খয়ের—
—সৃষ্টির নাম পরিবর্তন বলেছে ঠিক—
পন্থা তোমার নিঃশেষ হলে ওগো পথিক
নূতনতর কি প্রাণোদ্দীপন গোধুলিকায় ?

গোধুলি-বেলার আমন্ত্রণের শুনেছি সুর
কুঞ্জবীথির ভ্রমর-পুঞ্জ-গুঞ্জরণের কালো শিখায়,
জীবনকাব্য-কাহিনী পড়েছি মমতা মাখানো শত লিখায়
কল্পনা-স্রোত তরঙ্গময় প্লাবিত করেছে দিগ্‌দিগন্তিক—
পন্থা তোমার নিঃশেষ হলে ওগো পথিক—

মিথ্যা প্রশ্ন—কালো আকাশের কালো হাওয়া বয় হিমশীতল,
শীতল স্পর্শ গায়ে এসে লাগে চোখে এসে লাগে ঝাপটা তার
কালো শয়তান অন্ধকারের শত হীরা জ্বলা পাহারার ডাক
মুমূর্ষু চাঁদ অস্থিপাণ্ডুর কালো পোষাকের ছোঁয়া লেগে,
অদৃশ্য শত গুপ্তচরের সন্ধান ফেরে কালো হাওয়ায়
ধরিত্রী মাতা সভয়ে জাগে—
হৃৎপিণ্ডের অতিবিচিত্র স্পন্দ সুরে জীবন দোলে—
পন্থা তোমার নিঃশেষ হলে—

নিঃশেষ হলে ? শেষ হতে আজো অনেক বাকি
তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা এ যুগে এখনো হয়নি শেষ,
পূজা-বুভুক্ষু ক্ষুধিত দেবতা, দেবতার দল তৃষিত অতি —
হাওয়ায় সূক্ষ্ম জীবাণু ওড়ে,
জীবন-যজ্ঞে আহুতি দিয়েছি অস্থি মজ্জা মাংস ত্বক্—
পন্থা তোমার নিঃশেষ হবে ওগো পথিক
পাণ্ডুর-দ্যুতি গোধূলিকায়
কোন বুভুক্ষু দেব-পূজায় ?

দেবতার পূজা ? দেবতা-কাহিনী পড়েছি তখন সত্যযুগ
মথন-দণ্ড মন্দার-গিরি রজ্জু হয়েছে বাসুকি সাপ
ফণার সুমুখে ধরেছে অসুর পুচ্ছ-প্রান্ত দেবতা-দল
উঠেছে অমৃত আর গরল—
গল্পের কথা গ্রন্থেই থাকে, জীবনে দেখেছ দেবতা কেউ ?
আমরা দেখেছি—আমরা জেনেছি দেবতা ধরেছে জীবাণুরূপ।

জীবাণু-দেবতা ! জীবন-দেবতা ! তোমার প্রসাদ কামনা করি
বৈতরণীর বহমান স্রোতে প্রতীক্ষমান আমরা আজ
স্বপ্নে সৃজন করেছি তোমার অতি মোহময় সূক্ষ্মতনু
অকারণ ক্রোড়-কঠিন-দণ্ড নিয়েছি আমরা অনভিযোগে
প্রসাদ পেয়েছি চকিতে কভু ।

তিল তিল ক'রে সঞ্চিত দেহের সম্ভোগ-মধু-পুষ্পাসব
জীবন-পাত্রে তিলোত্তমায় এনেছি নূতন আস্বাদন
আকাশের নীল প্রলম্বমান মদির নেত্র কনীনিকায়
হৃৎস্পন্দনে প্রতিধ্বনিত কালচক্র চঞ্চল
শিথিল হস্তে এনেছি শেষের স্পর্শ-বেপথু নমস্কার
স্তিমিত নাসায় আকিঞ্চন ।

কালো আকাশের কালো হাওয়া বয় হিমশীতল
শীতল স্পর্শ গায়ে এসে লাগে চোখে এসে লাগে ঝাপটা তার,
কালো শয়তান অন্ধকারের শত হীরা-জ্বলা তারার তাজ

মুমূর্ষু চাঁদ অতি পাণ্ডুর কালো পোষাকের ছোঁয়া লেগে
অদৃশ্য শত গুপ্তচরের সন্ধান ফেরে কালো হাওয়ায়,
হৃৎপিণ্ডের অতি বিচিত্র সূক্ষ্ম সূত্রে জীবন দোলে।

পন্থা তোমার নিঃশেষ হবে ওগো পথিক
কোন মোহময় গোধূলিকায়
কোন দেবতার শেষ পূজায় ?
স্রোত বয়ে যায় তীরে তীরে চলে পান্থ জন
অপরিজ্ঞেয় অনন্ত-প্রাণ নির্বাচন
জ্যোতি-তরঙ্গ দিগ্‌বিদিক
পন্থা তোমার নিঃশেষ হবে ওগো পথিক
দিবস-গলানো গোধূলিকায়
কোন রাত্রির অসীমতায় ?

২৫।১২।৪৩

কেন

আমি দেখেছিলাম তোমার চোখে ধূসর নীহারিকা
একের পরে অন্য তারার নূতন অভ্যুদয়
কি বিচিত্র সম্ভাবনায় রঙিন আকিঞ্চনে
সন্ধ্যাবেলার লক্ষ মেঘে অস্তরাগের শিখা !

মনের গোপন কক্ষে তোমার শিল্পী আঁকে ছবি
অসাবধানে উপচে পড়ে এদিক ওদিক রঙ
চোখের কোণে ঠোঁটের কোণে হঠাৎ-পাওয়া গানে
দক্ষিণা বায় যেমন করে ছন্দ চায়ায় কবি—

তেমনি তোমায় দেখেছিলাম, দেখেছিলাম আমি
দেখেছিলাম, বুঝেছিলাম কিছু
আড়াল হলে জ্বলতো মনে মণি মানিক দামী
চোখের পাতে মেঘের মত স্বপ্ন হোতো নীচু—

এমনি ক'রেই যেত না হয় যেত আমার দিন
আধেক-পাওয়া আধেক-চাওয়া আলোক ছায়া যেন,
হঠাৎ কেন স্পষ্ট হলো রৌদ্র ছায়াহীন
তুমি বললে কেন ?

আমি ভেবেছিলাম অনেক কথা আপন মনে মনে
রুদ্ধ করে রেখেছিলাম গোপন কামনায়,
অন্ধকারে অন্তরালে বিজন গৃহমাঝে
চৈত্রীরাতে জোছনা-ঘেরা ফুলের বনে বনে—

সকাল বেলা সূর্য হাসে মেঘের রাঙা কোলে
হীরার কুচি ছড়ায় যেন ভাঙা জলের ঢেউ
তটের বুকে আলগা সুরে কত যে গান ওঠে
অবোধ জনে যেমন বকে নেশায় মত্ত হলে

তেমনি আমি বলেছিলাম, বলেছিলাম কত
বকেছিলাম প্রলাপ মৃদু সুরে
উৎস যেন খুলেছিলাম মহোৎসব রত
একলা কাছে পেয়েছিলাম যে জন ছিল দূরে।

না হয় যেত এমনি বেলা এমনি যেত চলে
ঘুমের মাঝে অর্ধ-হারা স্বপ্নরোগী হেন
কেন তুমি আসলে কাছে চোখের জলে জলে
সব শুনলে কেন?

আমি পেয়েছিলাম বাহুর ঘেরে সোহাগ সুনিবিড়
বুকের পরে মাথা যখন থুয়েছিলাম সুখে
রাতের সাথে চোখের পাতা এল যখন নেমে
চেয়েছিলাম তোমার কাছে একটি ছোট নীড়

ঘুমিয়ে থাকে বিদ্যুতেরা ঝড়ের মেঘে মেঘে
হঠাৎ যেন চমুকে উঠে কোমল মায়ে লজ্জে,
ভীরু শাখায় পাখির বাসা কাঁপতে থাকে শুধু
কাঁপে যখন বুকের তলা ঝ'ড়ো বাতাস লেগে।

তেমনি আমি চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম ভয়ে
দেখেছিলাম মনের ছায়া মুখে,
আঘাত পেয়ে চমকে-ওঠা হঠাৎ পরিচয়ে
নূতন ক'রে ফিরে পেলাম পুরাতনের দুখে।

না হয় যেত জীবন মম দিবস গুনে গুনে
ভাবী কালের মরীচিকার প্রসাদকামী হেন,
কি লাভ হ'ল তোমার কাছে সত্য কথা শুনে
ভুল ভাঙলে কেন ?

আমি ভেসেছিলাম স্রোতের মুখে খড়ের কুটা-সম
অধীর হ'য়ে খুঁজেছিলাম বনপথের রেখা
বিবশ দিশা হারায় নিশা আঁধার নিশীথের
শ্রাবণ-মেঘঘটায় আরো হ'ল নিবিড়তম।

পায়ের তলে শবের মতো ভুবন পড়েছিল
মৌন ছিল মন-লোকের মুখের কাকলী
কখন যেন তরলবায়ু-আঘাত লেগে লেগে
ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোক ধরা দিল।

তখন আমি কেঁদেছিলাম, বেঁধেছিলাম বুকে
সেধেছিলাম স্মৃতির সুরগুলি,
কবর-ঘরে বাসর হ'ল অপার উৎসুকে,
দেহের দ্বার বন্ধ ক'রে মনের দ্বার খুলি।

না হয় দিনে রাতের ছায়া নামত চুপে চুপে
ভেসে যেতাম ছায়ার দেশে ছায়ায় ছবি যেন,
আবার কেন মৃতের বুকে এলে নতুন রূপে
মোহ আনলে কেন?

১২।১১।৪৫

কিশোর

প্রেমের প্রথম অঞ্জলি আজ আনব কাছে
অতি সুকুমার মনের নরম ভালবাসা,
প্রৌঢ়মনের অধিকার লাগে কঠিন পাছে
জানাব শুধুই কোমল প্রাণের মৃদু আশা।
পৃথিবীতে নামে ভোরের শান্ত মিঠে হাওয়ায়
প্রথম আলোর রাঙা-পদপাত আলগোছে
হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের এই আসা-যাওয়ায়
পুরোনো দিনের আঁধারের রেখা যদি মোছে।

এইতো প্রথম দেখা আমাদের মাটির কোলে
নতুন ঘাসের রোমাঞ্চ জাগা রাঙা-মাটি
ফুলেরা যখন আলোর আদরে পাপড়ি খোলে
পৃথিবীর তাজা মনের কামনা থাকে খাঁটি।
এখনো তোমার মনে কৈশোর আবেগ আছে
আনব নরম অভিলাষ শুধু তোমার কাছে।

২৭।১২।৪৫

দ্বিধা

"মুখ ভার কেন" বলেছিলে
ফিকে রঙের মেঘ-মেলায়,
বিভোর হ'য়ে সাঁঝ-বেলায়
ফুলগুলি ন'খে দলেছিলে
তখন আমায় বলেছিলে—

—"জল আনো কেন দুই চোখে ?
ভাঙা হাসির কঠিনতায়
মন তো কারো ভোলে না হায়,
ভোলাবার নারী-ধর্মকে
আনো হাসি-ভরা দুইচোখে —"

উস্‌খুস করে পাতাগুলি—
দখিন থেকে হাওয়া লেগে,
তারার দল ওঠে জেগে
চায় ঘুম ভেঙে হাই তুলি
সন্ধ্যা-মালতী ফুলগুলি।

—"মরুপ নয় জেনো তুমি"
আমি তোমায় বলেছিলাম
ভুলে যে পথ চলেছিলাম
সে ছিল ঊষর মরুভূমি
বালুকা-ধূসর জেনো তুমি।—

—"ছায়া-অঞ্জন মেঘলোকে
নদীর জল তবু কালো
খুঁজেছিলাম কোথা আলো
দিন যায় আজো সেই শোকে
বিরহ-মেদুর মন-লোকে।"

অন্ধকারের ছায়া নামে
ঘরের কোণে জমে তিমির
নিকট হ'লে আরো নিবিড়-
বুকের কথাই মুখে থামে
পুরানো দিনের ছায়া নামে।

—"ভুলে যাও" তুমি বলেছিলে

—"এনো না স্মৃতি বিফলতায়,

এটুকু জেনো কি ফল তায় ?—

সাধ ক'রে বিষ তুলে নিলে।—"

আরো বহুকথা বলেছিলে।

"সাদা আর কালো রেখা মিশে

জীবন ছবি হ'ল আঁকা

বিজন কত পথ বাঁকা,

পানীয় তৃষার মধু-বিষে

ভালো ও মন্দ সব মিশে।"

বলে গেলে আরো কত কী-যে

মধুর-করা মুখরতায়

গলার মৃদু করুণতায়

দুটি আঁখিপাতা গেল ভিজে

সুরে ভেসে গেল কত কী-যে।

—"জানি জানি সব জানা আছে"
অধীর হয়ে বলেছিলাম—
"যেদিন আমি চলেছিলাম
ছিলে না শুধুই তুমি কাছে—
বাকি আর সব জানা আছে।

—"মুছে যেতে পারে ছবিগুলি
রক্তের ছাপ তবু থাকেই
আপন বলে ভাবি যাকেই,
সোনা হয় তারি পদধূলি,
মুছে যায় আর ছবিগুলি।"

পূর্বাকাশের কোল ঘেঁসে
আঁধার চিরে চাঁদ-উদয়
জোছ্‌না-গুঁড়া মুষ্টি-কয়
ছুটে এল ঘরে মৃদু হেসে,
তোমার আমার কোল ঘেঁসে।

—"তবু শোনো" তুমি বলেছিলে

"বেদনা থাক মনে-মনেই

এটুকু ঠিক অকারণেই

সুখের লোভেই চলেছিলে।"

স্নেহ-ভরে কথা বলেছিলে

—"ছল করে তাই আজো আনো

চোখের কোণে আলো-আভাস

ঠোঁটের কোণে করুণা-ভাষ,

সবারে নিজের মত জেনো—

হোক—ছল—তবু হাসি আনো।"

—"পথ দিয়ে জেনো যায় যারা

আলোক দিয়ে হাসি মুখের

তাদেরো গান ভাঙা-বুকের,

নিশীথ তাদেরো ঘুম-হারা

হাসি-মুখে পথে যায় যারা।"

"যেওনাকো ভুলে সোজা কথা
প্রমাণ এই ভালোবাসার
হিসাব খোলে কাঁদা-ভাসায়
হাসি দিয়ে ঢাকে মন-ব্যথা-
বাঁকা জীবনের সোজা-কথা।"

ধীরে ধীরে তুমি গেলে থেমে
চোখের পাতা মেহ্-সজল,
গভীর শত দুখ-অচল,
ঠোঁটের হাসিটি এল নেমে,
সুমধুর কথা গেল থেমে :

আমি ভাবলাম শুধাবো কি—
বুথাই—কেন দুখ-বরণ
যদিই এল মন-হরণ—
প্রেম নয় তবু মুক্ত কি,
ভাবলাম তবু শুধাবো কি ?

আগমন

কেমন ক'রে আসবে তুমি সেই বারতা জানিয়ে দিও,
স্বপন হ'য়ে আসবে কি গো গহন নিশার গোপন প্রিয়!
যেমন ক'রে সন্ধ্যাবেলা
হঠাৎ জাগে রঙের মেলা,
তেমনি তুমি এক নিমেষে শতেক রঙে রাঙিয়ে দিও।
একটি সুরের হাজার তানে হাজার যুগের ঘুম ভাঙিও॥

শূন্য বনে যেমন জাগে ফুলের মুঞ্জরণের আশা,
দখিন হাওয়ায় যেমন কাঁদে ভ্রমর-গুঞ্জরণের ভাষা,
যেমন নিশা নীরব তপে
তারার মালায় প্রহর জপে।
তেমনি গভীর মিলন তৃষায় জীবন-প্রদীপ জ্বালিয়ে দিও
গহন ঘন অন্ধকারে অরুণ আলোর গান শুনিও॥

১।১২।৪৭

সূচী

ঝংকার

মর্মর